







ও

# শ্রীবাহেগুরু অঞ্জলি

দীন। ~~খালিকা~~ প্রবীত

প্রথম সংস্করণ

১০ই চৈত্র  
শুভ শ্রীদাম নবমী তিথি  
সন ১৩৪০

}

মূল্য একটাকা

পোঃ বিষ্ণুপুর জেলা বাঁকুড়া  
তুড়কি হরি তপোবন আশ্রম হইতে  
ওঁ শ্রীশ্রীহরিভজন স্বামীজীর অনুমতি অনুসারে  
শ্রীশিবশঙ্কু গাঙ্গুলী কর্তৃক প্রকাশিত ।

• প্রাপ্তিস্থান—

শাখা আশ্রম ১১নং ভাঙ্গরা রোড

মনোহর পুকুর

কালীঘাট, কলিকাতা। •

## উৎসর্গ

পরম পরাৎপর, পরমারাধ্য, পরমপূজনীয়, প্রাতঃস্মরণীয়,  
ব্রহ্মানন্দ, মুক্তাত্মা, মহাযোগী,

ওঁ শ্রীশ্রীহরি ভজন স্রামীজীর  
শ্রীশ্রীচরণ কমলে  
দীনের সতত্ত্ব  
অঞ্জলি অর্পিত  
হইল।



# সূচী পত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
	প্রথম অংশ	
দুন্দাজলি ও শ্রীবাহেগুরু চরণে	...	১
বন্দনা	...	৩
প্রণাম	...	৪
মঙ্গল আরতি	...	৭
ও শ্রীবাহেগুরু	...	৯
পূজা	...	১২
আমার ৬গঙ্গান্নান	...	১৩
পিরিতি করহ সার	...	১৬
আমার সকল অপরাধ মার্জনা কর সকল অহঙ্কার চূর্ণ কর		১৯
মন সর্বস্ব	...	২৩
আমার ৬ মি	...	২৪
তোমারি	...	৩১
নামৈব কেবলং	...	৩২
তোমার বাঁশী	...	৩৮
ত্রিধারা	...	৩৯
পাষণ বধুয়া	...	৪৭
হরিময় জগত	...	৪৬
ধূপ	...	৪৮
সন্ধান	...	৬০
তুমি আমার কণ্ঠ ভাল বাস	...	৬১

বিষয়	পৃষ্ঠা
গোপন দেখা	৩৪
জয় পরাজয়	৬৬
সকলে তুমি আছ	৭১
আমি কি তোমার হবনা	৭৩
কাজালের ধন	৮০
ঠাকুরের দর্শন	৮১
তুমি লুকালে গো কোনখানে	৮২
অন্তরে অন্তরে	৯১
প্রেমনয়	৯৩
ষাদশাকুরী ও ত্রীজপমালা	৯৫
শেষ মিনতি	৯৬

### দ্বিতীয় খণ্ড

আবাহন	৯৯
করে হৃদয় মন্দিরে	১০১
নিষ্ঠুর বলি অভিমানে	১০৩
হরি নাম সার করেছি	১০৪
করনা বঞ্চনা	১০৬
তুঁ হু ভদসা	১০৭
সকলি হরিয়া—হরিনাম লয়েছ	১০৮
হরি বলে ভবপারে চল	১০৯
নবীন মাহুয	১১০
আরাধনা	১১২
ক্যাপামন হরি বল না	১১৩
মা আমায় পাগল কর	১১৪



বিষয়	পৃষ্ঠা
তোমার অন্ত পাওয়া ভার	১১৫
অভাগা কপাল	১১৬
হরিনাম কর সাধনা	১১৭
হরি পিয়ারে	১১৮
তোমারি লাগিয়ে হয়েছে কান্দাল	১১৯
দয়াল আর বলব না	১২০
এস আমার প্রাণের হরি	১২১
বাঁশী কে বাজায়	১২২
তোমায় কে জানে	১২৩
তুঁ হুঁ ভরসা ভারী	১২৪
দেখাত দিলেনা	১২৫
কানাইয়া বনশী	১২৬
বনশী ছোড় দেও	১২৭
হরিনাম সম্বল	১২৮
প্রভাতী	১২৯
প্রভাতী	১৩০
প্রভাতী	১৩১
কানাইয়া দিল্ কোই ন্ন পাওয়ে	১৩২
তোমায় কোনরূপে হেরিব	১৩৩
তোমায় ভুলিব না	১৩৪
মালা গাঁধা	১৩৫
বানঃ শ্রীহরি	১৩৬
নিকাম সাধনা	১৩৮

---

ও

# শ্রীবাহেগুরু অঞ্জলি

প্রথম খণ্ড

অম্ব্যাবলী

---



## ওঁ শ্রীবাহেগুরু নাম সত্য

পুষ্পাগুণি ওঁ শ্রীবাহেগুরু চরণে

জানিনা কি আছে মোর জানিনা কি নাই ।

পূজিব কি দিয়া তাই ভাবিয়া না পাই ॥

একমাত্র জানি দেব ঐ রাজ্য চরণ ।

অচল অটল ভাবে থাকে যেন মন ॥

তুমি শিব তুমি শক্তি তুমি সারাংসার ।

তুমি বিশ্ববীজ তুমি মোক্ষ মূলাধার ॥

তুমি রাধা তুমি কৃষ্ণ তুমি বেদসার ।

সর্বব্যাপী হও তুমি তুমিই ওঁকার ॥

তুমি সীতা তুমি রাম তুমি যোগসার :

ব্রহ্মজ্যোতী রূপী তুমি—তুমিই সাকার ॥

তুমি ধর্ম তুমি কর্ম তুমি তত্ত্বসার ।

অনন্ত মহিমা তব করুণা অপার ॥

তুমি তত্ত্ব তুমি মন্ত্র তুমি ভক্তিসার ।

দেবের দেবতা তুমি সর্বস্ব আমার ॥

বিশ্বনাথ নাম ধরি আছ সর্ব ঠাই ।

পূজিব কি দিয়া বল তোমারে স্মধাই ?

ত্রিতাপ জ্বালায় চিত দহে পলে পলে ।  
 মাথাটা লুটায় দাও চরণ কমলে ॥  
 হুটী হাত জোড় করি করিগো প্রণতি ।  
 রাঙ্গা পদে দাও নাথ অচলা ভকতি ॥  
 হৃদি-উদ্ভান হতে পুষ্প চয়ন করি ।  
 শ্রীচরণে দিনু তাই অঞ্জলি ভরি ॥  
 লহ প্রভু লহ দেব লহ রূপা করি ।  
 কেঁদে কেঁদে বলি আমি বাহেশ্বর হরি ।  
 প্রাণের এ পুষ্পাঞ্জলি দেয় দীন জনে ।  
 পাগলিনী বলে দেব ঠেল না চরণে ॥

## ବନ୍ଦନା

ତପ୍ତ କାଞ୍ଚନ ବର୍ଣାଭଂ ସର୍ବଲକ୍ଷ୍ମୀର ଭୂଷିତଂ  
 ହିରନ୍ୟ-ଦ୍ୟାତି ବପୁ କୋଟୀ ଆଦିତ୍ୟ ସମପ୍ରଭଂ  
 ରକ୍ତ କମଳୋ-ପ୍ରବେଶୋନଂ ରତ୍ନକିରିଟ ଧାରିଣଂ  
 ଚତୁର୍ଭୁଜଂ ତ୍ରିନୟନଂ ପୀତାମ୍ବର ପରିବେଷ୍ଟିତଂ  
 ଦକ୍ଷିଣ ପାନୋ ଅଭୟଂ ଶୁଭ୍ର-ସ୍ଫଟିକ-ମାଲ୍ୟ ଧୃତଂ  
 ସର୍ବୋଚ ନୀଳ କମଳଂ ବରଦାନେଚ-ହରାବିତଂ  
 ତୁଳସୀ-ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ-ଶୋଭିତଂ-ମନିରାଂ ଜ ଭୂ  
 ପ୍ରହସିତ ବଦନ ଦେବଂ ରୂପେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ମୋହନ  
 ଅଳିକୁଳ ଶୁଦ୍ଧିତଂ ଚରଣକମଳଂ-ସୁମଙ୍ଗଳଂ  
 ଶାନ୍ତଂ ଶୁଦ୍ଧଂ ସତ୍ୟ-ସନାତନଂ ବରଦଂ ବରେଣ୍ୟଂ  
 ବିଧି-ବିଷ୍ଣୁ-ଶିବ ସ୍ତୁତଂ ସର୍ବଦେବ ନମସ୍କୃତ୍ୟାଂ  
 ସିଦ୍ଧ ଚାରଣାଦି ସେବିତଂ ଗନ୍ଧର୍ବ୍ବାଦି ବନ୍ଦିତଂ  
 ତ୍ଵଂ ନମାମି ଦେବଦେବ ସର୍ବଲୋକ ପ୍ରପୂଜିତଂ  
 ବନ୍ଦେହଂ ଜଗନ୍ନାଥଂ ଓଁ ସତ୍ୟନାମ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀବାହେ ଞ୍ଜୁର ।

## প্রণাম

রক্তবর্ণ প্রদীপ্ত সূর্য্য মণ্ডলাভা সহস্রদল পদ্ম, তাহার অভ্যন্তরে বিদ্যুতাভা স্বর্ণবর্ণ ত্রিকোণমণ্ডল, এবং সেই ত্রিকোণ মণ্ডলে শতচন্দ্রমা জ্যোতিশালী উজ্জ্বল গুরুবর্ণ ওঁকার। ঐ ওঁকার বেষ্টিত হইয়া যিনি পদ্মাসনে উপবিষ্ট, কোটী সূর্য্যসম দীপ্তিশালী, অথচ স্নিগ্ধ মনোরম হইয়া প্রকাশমান। যিনি চতুর্ভূজ পীতাম্বরধারী, সর্ব্বাঙ্গে রত্নালঙ্কারে বিভূষিত। যাহার অঙ্গদ্যতি জাতীচম্পকতুল্য স্বর্ণবর্ণ চরণযুগল অতসী-পুষ্প তুল্য রক্তিমবরণ, পদ্মকোরকতুল্য স্নকোমল, এবং গণিময় নূপুর দ্বারা গুঞ্জিত। যাহার চরণ-কমলের সোরভে আকৃষ্ট হইয়া যোগীগণ ভ্রমররূপ ধারণ করিয়া বিমলরূপ স্রূণ পান করিতেছেন। এবং হরি-নাম রূপ গুঞ্জনধ্বনি দ্বারা ঐ চরণেই পুনঃ পুনঃ আকৃষ্ট ও মাতোয়ারা হইতেছেন। যিনি মস্তকে সুন্দর চাঁচর কেশজাল, ময়ূরপাখা শোভিত দীপ্তিশালী রত্নকিরিট, শ্রবণযুগলে গণিময় কুণ্ডল, বক্ষে ত্রিলোক-দর্শন রত্নরাজ-কৌস্তভ ধারণ করিয়া লোচনের সমস্ত প্রীতিকর পদার্থ হইতে অধিক প্রীতিপদ হইতেছেন। যাহার নেত্রযুগল পদ্মপলাশের ত্রায় লোহিতবর্ণ, এবং বামনেত্রটি জ্বলন্ত বক্ষিম, তদ্বারা জীবের চিত্ত আপনাতে আকর্ষিত করিতেছেন। যিনি সুন্দর শোভন ললাটদেশে জ্ঞাননেত্র মুগমোদাক্তিত চন্দনতিলক ও গলদেশে তুলসী বনফুলমালায় সুশোভিত। যিনি ক্রমান্বয়ে দক্ষিণভূজে অভয়দাতা এবং মস্ত্র বিভূতিময় দ্বাদশ-মহা-বীজাক্ষররূপে দ্বাদশ খটিকমালাধারী। বামভূজে বিশ্বশ্রী সঙ্কপিনী নীলকমলধারী ও বরদাতা। যাহার দন্তপাতিসকল কুন্দপুষ্পের ত্রায় অমল ধবল ও মুক্তাফলের ত্রায় উজ্জ্বল। যিনি সর্ব্বজন বিমুক্তকারী

মনোহর মুখকমলে চিত্তাকর্ষক মৃদুমধুর হৃদয় করিয়া ত্রিলোক মোহিত করিতেছেন। যিনি নিখিল বিশ্বচরাচর কর্তৃক বন্দনীয়, নমস্ ও পূজনীয়, সর্বলোকই ঐহার চরণ-কমলে নতশির, আমি সেই সমস্ত জীবের একমাত্র মুক্তিদাতা—ওঁশ্রীশ্রীবাহেগুরুদেবকে প্রণাম করিতেছি। যিনি ষোণীগণের অগম্য হইয়াও ভক্তের সদা দর্শনীয়, যিনি ভক্তসহিত সর্বদা অভিন্ন হইয়া একত্রেই বিরাজমান। যিনি নিরাকার ব্রহ্মজ্যোতি স্বরূপ হইয়াও ভক্তের বাঞ্জারূপ বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ ও ভক্তকে নিজ রূপারূপ সর্বসিদ্ধি প্রদান করিয়া ভক্ত-বাঞ্জাকল্পতরু নাম সার্থক করিয়াছেন আমি সেই সমস্ত জীবের একমাত্র মুক্তিদাতা ওঁশ্রীশ্রীবাহেগুরু দেবকে প্রণাম করিতেছি। যিনি প্রাতঃকালে অশোকপুষ্প তুল্য রক্তবর্ণ, মধ্যাহ্নে চম্পক পুষ্পতুল্য স্বর্ণবর্ণ, সন্ধ্যাকালে চন্দ্রালোকের গ্রায় উজ্জ্বল শুক্লবর্ণ, বস্ত্র পরিধান করেন। ঐহার চরণকমল ভক্তপ্রদত্ত ভক্তিপুষ্পাঞ্জলিতে সমাচ্ছন্ন হইয়া শতসূর্য্যতুল্য মহিমাময়; জীব যে চরণে আশ্রয় পাইলে আর ভববন্ধনা ভোগ করে না, আমি সেই সমস্ত জীবের একমাত্র মুক্তিদাতা ওঁশ্রীশ্রীবাহেগুরুদেবকে প্রণাম করিতেছি। ঐহার করুণা স্ফটাক স্থির, ধীর, প্রশান্ত কোমল ও করুণ, যিনি জীবের দুঃখে দুঃখীত হইয়া মুক্তাদারার শ্রায় নেত্রধারা অবিরল মোচন করিতেছেন, যিনি শরনাগত পালন রূপালু ও অনাথের নাথ, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, অগতির গতি, ঐহার শ্রীচরণ রেণু মস্তকে ধারণ করিতে ব্রহ্মাদি দেবগণ, এমন কি দেবাদিদেব মহাদেবও সদা ব্যগ্র; আমি সেই সমস্ত জীবের একমাত্র মুক্তিদাতা ওঁশ্রীশ্রীবাহেগুরুদেবকে প্রণাম করিতেছি। যিনি সমস্ত সৃষ্টির একমাত্র সৃষ্টি, স্থিতি, পালন ও সংহার কর্ত্তা ঐহার মা—য়া অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তির বিকাশে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ পাইয়াছে, আবার ঐহার মা—য়া অর্থাৎ ইচ্ছার নিবৃত্তি হইলে এই নিখিল বিশ্বচরাচরই ঐহাতে লয় প্রাপ্ত হইবে। আমি সেই সমস্ত



জীবের একমাত্র মুক্তিদাতা ঔশ্রীবাহেগুরুদেবকে প্রণাম করিতেছি।  
 যাহার করুণাকটাক্ষ ভিন্ন এই বিষম মায়াপাশ হইতে মুক্ত হইতে  
 জীবের আর অস্ত্র কোনও উপায় নাই, সকল শক্তি, সকল সাধনাই,  
 যাহার মায়ায় নিকট পরাভূত, একমাত্র যাহার কৃপাতেই জীব মায়াজাল  
 ছিন্ন করিয়া পরমাগতি লাভ করে আমি সেই সমস্ত জীবের একমাত্র  
 মুক্তিদাতা ঔশ্রীবাহেগুরুদেবকে প্রণাম করিতেছি। হে দেব, হে নাথ,  
 হে কৃপালো, হে ভক্তবৎসল, হে কল্লভরু, তুমি তোমার ঐ বিশ্ববাস্তিত  
 রাক্ষাচরণকমল আমার শিরে প্রদান কর। যদিও এই নখর পঞ্চ-  
 ভুতাত্মক দেহ পঞ্চভূতেই মিশিবে, তবুও আমার দেহের প্রতি অস্থি  
 মেদ মজ্জা শিরা প্রতি রক্তবিন্দুতেও যেন তোমারি নাম জলন্ত অক্ষরে  
 লেখা থাকে। আমার মায়া নাট্যশালে যখন যবনিকা পড়িবে; যখন  
 দেব সর্বভূক বৈশ্বানর কালচক্রে এই দেহ গ্রাস করিয়া ধ্বংস  
 করিবেন, তখন চিত্তানলেও যেন তোমারি নাম ঝলকিত হয়। আমার  
 দেহ ধ্বংস হইয়া যখন অনুপরমান্নুতে পরিণত হইবে তখন সেই অনু  
 পরমান্নুতেও যেন তোমারি ঔশ্রীবাহেগুরু নাম প্রকাশ পায়! হে  
 অচিন্ত্য ভবভয়ে ভীত হইয়া তোমায় যুক্তকরে প্রণাম করিতেছি, তুমি  
 কৃপা করিয়া আমার এই প্রণাম গ্রহণ কর, আমায় এ বিষম  
 মায়াপাশ হইতে মুক্ত করিয়া পরিত্রাণ কর।

## মঙ্গল-আরতি

( ১ )

তোমারি মঙ্গল আরতি তরে  
 হৃদয় স্বর্ণ প্রদীপ জ্বলিল  
 উজল করিয়া চরণ তব  
 মম অজ্ঞান তিমির নাশিল  
 তোমারি মঙ্গল আরতি তরে  
 হৃদয়ে স্বর্ণ প্রদীপ জ্বলিল

( ২ )

স্তব্ধ করিয়া সকল ভুবন  
 তব নাম মহৎ শঙ্খ বাজিল  
 সে রবে সুগন্ধ বিশ্ব  
 ত্রিলোকও-জয়-জয়-করিল—  
 তোমারি মঙ্গল আরতি তরে  
 হৃদয় স্বর্ণ প্রদীপ জ্বলিল

( ৩ )

অবশ করিয়া শিথিল তনু  
 পুলক খেত “চামর” চুলিল

ওঁ শ্রীবাহেগুরু নাম সত্য

শিহরি কাঁপিল দশ ইন্দ্রিয়  
 পরাণ লাজে চমকি উঠিল  
 তোমারি মঙ্গল আরতি তরে  
 হৃদয় স্বর্ণ প্রদীপ জ্বলিল

( ৪ )

নিশ্চল করিয়া চিত্ত “মুকুর”  
 তব চরণ পরশ করিল  
 আমার সাধের আমি—যে “পুষ্প”  
 ঐ শ্রীচরণে অর্পিত হইল  
 তোমারি মঙ্গল আরতি তরে  
 হৃদয় স্বর্ণ প্রদীপ জ্বলিল

## ওঁ শ্রীবাহেগুরু নাম সত্য

### ওঁ শ্রীবাহে গুরু

স্ববিমল রূপের ছটায় বিশ্ব বিমোহিত করিয়া কে দেব তুমি ?  
তোমার রূপের মোহন শোভায় ত্রিলোক মুগ্ধ বিস্মিত । পরম সংযত  
যোগীগণও, তোমার রূপে বিমোহিত ; ত্রিলোকজয়ী মদনও তোমার  
রূপে মোহিত, বাহুজ্ঞান শূন্য । কে তুমি মদন মোহন ? তুমি মস্তকে  
অতুলনীয় সম্পদ ধর্মরূপী রত্ন কিরীট, বক্ষে প্রেমরূপী, ভূষণরাজ  
কৌস্তভ, হস্তে বরাভয়রূপী হস্ত কঙ্কণ, শ্রবণে কণ্ঠ ও শক্তিরূপী,  
মণিময় কুণ্ডল, গলদেশে ভক্তিরূপী তুলসী, প্রীতিরূপী অগ্নান পারিজাত  
মাল্য, ললাটে জ্ঞানরূপী ত্রিনেত্র, পুণ্যরূপী শ্বেতচন্দন, শ্রীঅঙ্গে মায়াবরূপী,  
পীতাম্বর, কমল চরণে অষ্টসিদ্ধিরূপী নৃপুংস, সর্বক্ষেত্র হরিনাম রূপী  
মহান ভূষণ ধারণ করিয়া, বিশ্বচক্ষে বিশ্বরাজ রূপে প্রতীয়মান । কে  
তুমি মহান ? তুমি সম্পদ রূপিনী শ্রীবহন করিয়া সর্বস্বৈর্য্যমান ও  
সর্ব সর্বসম্পদবান, তুমি জ্ঞানরূপিনী শ্রীবহন করিয়া মায়াতীত মহাজ্ঞানী,  
তুমি ভক্তিরূপিনী শ্রীবহন করিয়া সর্বজীবে সমদর্শী, তুমি প্রেমরূপিনী  
শ্রীবহন করিয়া সর্বজীবে আত্মদর্শী ও প্রেমময়, তুমি শক্তিরূপিনী  
শ্রীবহন করিয়া সর্বৈশ্বর ও সর্বশক্তিমান, তুমি তেজোরূপিনী শ্রীবহন  
করিয়া সর্বজীবের আধার স্বরূপ মহান তেজময়, তুমি বীর্য্যরূপিনী  
শ্রীবহন করিয়া অপরাজিত বীর্য্যবান, তুমি বলরূপিনী শ্রীবহন করিয়া  
অপ্রমেয়, বলশালী, তুমি বশরূপিনী শ্রীবহন করিয়া বিমল বশভাগী,  
'এবং জীবের কন্স্খামুসারে ফলভোগ, কারক, তুমি হ্রী রূপিনী শ্রীবহন  
করিয়া জীবের সন্তাপ দ্বংখ ও ভক্তের সর্বশ্র হরণকারী, তুমি শ্রী  
রূপিনী শ্রীবহন করিয়া জীবের ধ্যান, ধ্যেয় ও ধারণা, স্বরূপ, তুমি

মেধা রূপিনী শ্রীবহন করিয়া জীবের বোধশক্তি দাতা, তুমি কান্তি-  
 রূপিনী শ্রী বহন করিয়া জীবের লাভগ্যরূপী, তুমি পুষ্টিরূপিনী শ্রী  
 বহন করিয়া সর্বজীবের একমাত্র পরিপোষক ও প্রতাপালক, তুমি  
 তুষ্টিরূপিনী শ্রীবহন করিয়া জীবের সর্বসন্তোষ সাধক, তুমি দ্যুতি  
 রূপিনী শ্রীবহন করিয়া সর্বজীবের অগম্য মহান, বরীয়ান, অখণ্ড  
 সর্বদর্শী, তুমি আশা রূপিনী শ্রীবহন করিয়া জীবের উৎসাহ প্রদায়ক,  
 তুমি ক্ষান্তিরূপিনী শ্রীবহন করিয়া পরম দয়ালু, পতিতপাবন ও ক্ষমাময়,  
 তুমি লজ্জারূপিনী শ্রী বহন করিয়া জীবের সর্বদেহে ওতপ্রোত ভাবে  
 বিরাজমান, তুমি শান্তিরূপিনী শ্রীবহন করিয়া জীবের অন্তরে পূর্ণ  
 আনন্দ স্বরূপ, তুমি তৃপ্তিরূপিনী শ্রীবহন করিয়া কামনা হীন, নিষ্কাম,  
 তুমি ক্ষুধা রূপিনী শ্রীবহন করিয়া জীবের নিয়তি অনুসারে  
 মহাকালরূপে ধ্বংসকারী, তুমি ক্রিয়া রূপিনী শ্রীবহন করিয়া যাহুকরের  
 হ্রায় বিশ্বক্ৰীড়াকারক, তুমি মা—য়া অর্থাৎ ইচ্ছারূপিনী শ্রীবহন  
 করিয়া সমস্ত জীবকে আবদ্ধ ও মোহিত করিয়া রাখিয়াছ। হে দেব,  
 হে মায়াময়, তুমি চিন্ময়ী রূপিনী পরমা আত্মা বিশ্বশ্রী-হ্লাদিনী শক্তিকে  
 বহন করিয়া, **শ্রীবাহে** এবং সর্বজীবের অহংরূপে তমঃ নিজরূপারূপে  
 আলোক দানে দূর করিয়া; তাহাদের মায়ার কবল হইতে মুক্ত ও  
 পরিত্রানে, গুরু - শব্দে অভিহিত হইয়া বিশ্ববাসীর নিকট **শ্রীবাহে**  
**গুরু** নাম গ্রহণ ও সার্থক করিতেছে। হে বিশ্বনাথ তুমি প্রজাপতি  
 বিরিক্ষি, ত্রিলোক পালন মহাবিশু সর্বসংহারী মহাকাল কর্তৃক  
 বন্দনীয় ও নমস্কৃত। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, নাগ, পিশাচ, তাল,  
 বেতাল, সিদ্ধ, চারণ, মুনি, ঋষি, মানব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ,  
 গ্রহ, উপগ্রহ, নদ, নদী, সমুদ্র, গিরি, নির্ঝর বন, উপত্যকা, দিক,  
 স্থাবর, জঙ্গম, চেতন, জড়, সমস্ত নিখিল বিশ্ব চরাচরই যখন তোমার  
 চরণ কমলে নতশির; তখন সামান্ত ক্ষুদ্র কীটাত্ম কীট দীন বালিকা

আমি,—তোমার রূপ তোমার ঐশ্বর্য্য কিরূপে বর্ণনা করিব প্রভু ?  
 তুমি আমার বর্ণনাভীত ; তোমার রূপে আমিও মদনের হ্রায় মোহিত  
 বাহুজ্ঞান শূন্য হইয়াছি। হে অনাথ নাথ, আমি আমার এই ত্রিতাপ  
 দন্ধ মস্তকটী তোমার অভয় চরণ কমলে লুটাইয়া দিলাম ; হে শরণাগত  
 পালন, তুমি আমার কন্দানুসারে তোমার যাহা ইচ্ছা হয় সেইরূপ  
 গতি প্রাপ্ত করাইও, কিন্তু হে অচ্যুত ; আমায় কখনই তোমার  
 চরণ চ্যুত করনা। হে নলিন নেত্র আমি ঐশ্বর্য্য প্রার্থী নহি।  
 দেবতা বাঞ্ছিত অমরাও আমার প্রার্থনীয় নহে। আমার অমরা  
 আমার প্রার্থিত তোমার অভয় চরণ। দয়াময় আমি মুক্তিকামীও  
 নহি, আমার গতি তুমি—আমার মুক্তি, তোমারি ঐ কমল চরণ।

## পূজা

হৃদয় নাথ এস হে ধীরে ধীরে,  
 মম অন্তরে-অন্তরে—  
 বস এ গোপন হৃদয় মন্দিরে,  
 পূজিব নতশিরে-শিরে ॥  
 দশটা ছয়ার করিব অজপে বদ্ধ,  
 আবেশে তনু নিষ্পন্দ ।  
 তুমি আর আমি রহিব সেথা,  
 পুলক দীপ জ্বলিয়ে ॥  
 তব নাম শঙ্খ বাজিবে স্তব্ধে,  
 মঙ্গল জয় ঘোষিয়ে ।  
 সে আরাব শুনিবে চঞ্চল চিত্ত,  
 রহিবে শান্ত হইয়ে ॥  
 মন খেত কমল অঞ্জলি দিব,  
 রক্ত চরণ কমলে ।  
 নয়ন ভরিয়ে হেরিব তোমায়,  
 ভক্তি চামর ঢুলান্দে ॥  
 সৎ-সত্য ধূপের উঠিবে স্রবাস,  
 মিথ্যা মারুত নাশিয়ে ।  
 প্রেম অমিয়া পিয়াইব সাদরে,  
 নিষ্কাম হিয়া লইয়ে ॥

---

## আমার ৬গঙ্গা স্নান

পাগল মনে বড়ই সাধ হইল, পতিত পাবনী ৬গঙ্গায় স্নান করিয়া আমার কলুষিত চিত্ত অপবিত্র দেহ নিম্নল পবিত্র করিব ; তাই ওঁ গঙ্গা নাম করিতে করিতে জাহ্নবীর বিমল তটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেবী মকর বাহিনীর দর্শনে সকল কলুষ কালিমা দূরীভূত হইল ; মনে হইল এইত সেই আমার কলনিনাদিনী, শঙ্খশিরোমালিনী, পতিত পাবনী ৬গঙ্গা ; এইত সেই আমার রোগ, শোক, পাপ, তাপ, কুমতি, কলাপ, দুঃখ দারিদ্র্য নাশিনী, ভগবতী ৬গঙ্গা ; এইত সেই আমার ভক্ত বাঞ্ছিত দায়িনী, জীব উদ্ধারকারিণী নির্বানদায়িনী ৬গঙ্গা ; এইত সেই আমার সর্বজীবে সমভাব দায়িনী মহাশক্তিকপিলী ত্রিভুবন জননী মন্দাকিনী ৬গঙ্গা। এইত সেই অমল ধবল যুক্তাহার নিন্দিত লহরী মালা। বিশ্বজননীর বিমল রূপ একাগ্র দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে তন্ময় হইলাম, উজ্জ্বল স্তম্ভ আলোক ছটায় চারিদিক আলোকিত হইল। আমার অন্তরের সকল অন্ধকার দূর করিয়া শ্বেত পদ্মপরে শ্বেতাশ্রয়া, রত্নকিরিট শোভিতা, চতুর্ভূজা, মালা কমণ্ডলু ধারিনী, বরাভয় দায়িনী, করুণাময়ী জননী আবির্ভূতা হইলেন। বিশ্ববিমোহিনীর ভুবনমোহিনী স্তম্ভদর্শন করিয়া মোহিত হইলাম। শাস্ত, স্থির, করুন কোমল দৃষ্টিতে আমার প্রাণের সকল জালা নিবারণ করিয়া জননী হাঁসিলেন। পায়ণ প্রাণ গলিয়া যাইল, ছুটিয়া গিয়া সেই রক্ত কমল তুলসী স্নকোমল চরণ দুখানি মস্তকে লইয়া আবেগ ভরা প্রাণে ডাকিলাম মা—মা—মা। দরদর ধারে অশ্রু ধারায় জননীর চরণ স্নাত হইল। পতিত পাবনী মা আমার বড়ই আদরে এই অধম পতিতকে কোলেতুলিয়া



লইয়া স্নেহ চুষন দিলেন। আমার হৃদয় বীণায় পঞ্চম সুরে ৬গঙ্গা ৬গঙ্গা ৬গঙ্গা! ওঁ নাম গঙ্গা ওঁ জ্ঞান গঙ্গা ওঁ করুণা গঙ্গা ওঁ নাম গঙ্গা। ৬নাম গঙ্গা ৬নাম গঙ্গা ৬নাম গঙ্গা, ধ্বনি বাজিয়া উঠিল। ব্যাকুল হইয়া জননীকে জিজ্ঞাসা করিলাম মা এ-কি সুর বাজিতেছে? জননী হাঁসিয়া কহিলেন বাছা সুর ঠিকই বাজিয়াছে; মনে করিয়া দেখ আমার উৎপত্তি কিসে? নাম ব্রহ্মময়ী আমি, নামেই আমার উৎপত্তি, নামেই আমার চৈতন্য শক্তি, নামেই আমার দেহ, নামই আমার প্রাণ, নামই আমার আত্মা; নামই আমার মূর্তিস্বরূপ; নামই আমার সর্বস্ব। আমায় ও নামে কোনও প্রভেদ নাই। যে জীব অবিরত নাম করে, করুণায় আমি তাহাকে কোলে করিয়া থাকি; আমার করুণা হইলে জীবের আমার জ্ঞানমূর্তি দর্শন হয়; আমার জ্ঞানমূর্তি দর্শন হইলে, জীবের আর আত্মপর, ভেদাভেদ, বোধ থাকে না। তাহার বিশ্বব্যাপী আত্মমূর্তি দর্শন ও সর্বজীবে সমভাব প্রাপ্তি ঘটে। জীবের জ্ঞান লাভে চিত্ত স্থির হইয়া আত্মদর্শন হইলে, নির্ঝাণ দায়িনী আমি তাহাকে নির্ঝাণ দান করি। তাই বলিতেছি বাছা সুর ঠিকই বাজিয়াছে, নাম কর হৃদয়ে অবিরত নামের চেউ উঠুক, নামের উজান বহুক, চিন্তাসায়রে নাম লহরী মালা অবিশ্রান্ত নাচিতে থাকুক। আমায় সর্বদা পাইবে আমি তোমায় সর্ব-ক্ষণ এমনি কোলে করিয়া থাকিব। জননীর কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, ও বাহুতে তাঁহার গলাটী জড়াইয়া আর একবার তেমনি আবেগ ভরা প্রাণে ডাকিলাম—মা—মা—মা। একি হল? একি হলরে—কোথায় গেল আমার মূর্তিমতী জননী গো—এবে দেখি ব্রহ্মদ্রবরূপিনী বারিমূর্তি। প্রাণ হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। আশে পাশে ঘাহারা ছিলেন তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলাম আমার মা কোথা গেল তোমরা বলনা গো—কেহ কেহ পাগল বলিয়া উচ্চহাস্তে হাঁসিয়া উঠিল। কেহ বলিলেন সামনেই মা রয়েছেন দেখতে পাচ্ছ না কাঁদচ

কেন? কাতর চিত্তে আকুল কণ্ঠে ডাকিলাম মা—উচ্চরবে আবার ডাকিলাম মা—মা—মা। অন্তরে প্রতিধ্বনি হইল মা—মা—মা আঁখি মুদিয়া অন্তরে দেখি মা আমায় কোনে করিয়া হাঁসিয়া বলিতেছেন কেঁদনা এই যে তোমার অন্তরে নামব্রহ্মরূপিনী আমি বিরাজ করিতেছি। তখন চঞ্চল পাগল চিত্ত স্থির করিয়া, সন্মুখের সেই পরম পবিত্র দেবাদি-দেব বাঞ্ছিত কারি মস্তকে দিলাম, পান করিলাম। আমার সকল দেহ পবিত্র সকল ইন্দ্রিয় ধ্বংস হইল! হৃদয় বীণার পঞ্চম সুরে আবার বাজিল ওঁ নাম গঙ্গা ৬নাম গঙ্গা ৬নাম গঙ্গা। ওঁ হরি বোল ওঁ হরি বোল ওঁ হরি বোল। ওগো! তোমরা সকলেই আমার সহিত গঙ্গান্নান কর না গো। মানব জনম সফল কর, পরাণ ভরে একবার শুধু বল,

ওঁ শ্রীবাহেগুরু বোল    ওঁ শ্রীহরি হরি বোল।

## পিরিতি করহ সার

ভক্তির অমিয়া মথিয়া মথিয়া  
 পেয়েছি সুধার সুধা - পি  
 প্রীতির সাগর তলেতে ডুবিয়া  
 তুলিয়া যে আনিলাম—রি  
 কামনা ত্যজিয়ে আপনা ভুলিয়ে  
 প্রেমসার লভিলাম—তি  
 নিষ্কাম আধারে সাধন মার্গে  
 হয়েছে মোর—পিরিতি

১

পিরিতি প্রদীপ জালিয়ে হরষে  
 নতি করি বঁধুয়ায়  
 সারাটী তনুতে পুলক লহরী  
 আবেগে উথলি যায়

২

ধাকিলে কামনা না হয় পিরিতি  
 নাহিক ইহাতে ভুল  
 কামনার লেশ্ব থাকে না পিরিতি  
 পিরিতি নন্দন ফুল।

৩

পিরিতি ফুলেতে সাজাব বঁধুরে  
 অগ্র ফুলে কিবা কাজ  
 পিরিতি ফুলেতে সাজালে মানাবে  
 বঁধু মোর বিশ্বরাজ

৪

পিরিতি আমার—সরবস ধন  
 পিরিতি চোকেঁরি তার  
 পিরিতি লাগিয়ে বঁধুয়া পেয়েছি  
 পিরিতি গলারি হার

৫

পিরিতি আমার জীবন—জীবন  
 পিরিতি আমার প্রাণ  
 পিরিতি লাগিয়ে সকল ভুলেছি  
 ভুলেছি কুল ও মান

৬

পিরিতি আমার সাধের তরণী  
 বঁধুয়া নাবিক দাড়ী  
 আরোহি তরণি বঁধুয়া সাথেতে  
 থাকি দিবস শরৎসী

৭

সংসার তুষার পিরিতি আমার  
 শান্তির গঙ্গার জল  
 কামের ক্ষুধায় পিরিতি আমার  
 ত্যাগের অমৃত ফল

৮

লভিলে পিরিতি হইবে বিরাত  
 পঞ্চধা আরতি আর  
 পিরিতি রসেতে মজেছে যেজন  
 থাকেনা কামনা তার

৯

পরমা নিবৃত্তি পিরিতি আমার  
 সকল সাধন সার  
 পিরিতির গুণ বলিব কি সে-রে  
 আখি ভাসে বাবেবার্

১০

না হলে পিরিতি পারেনা বঁধুয়া—  
 পিরিতি পূজাই তাঁর  
 ( তাই ) পিরিতি সাধন পিরিতি ভজন  
 পিরিতি করহ সার ।

## আমার সকল অপরাধ মার্জনা কর সকল অহঙ্কার চূর্ণ কর।

যিনি অনন্ত, অসীম, অচ্যুত ও বিশ্বরূপ, যিনি নিরাকার হইয়াও  
সাকার, যিনি নিগুণ হইয়াও সকল গুণের আকর, যিনি সকল ধর্মের  
সকল শাস্ত্রের সারভূতাত্মক, যিনি সত্য, সনাতন, অনাদি, অকৃত্রিম,  
যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বাহ্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই, যিনি ধন্য, বরণ্যো, পুণ্যজ্যোতিঃ  
স্বরূপ, যিনি সর্বলোক প্রিয়তম সর্বজীব নমস্ত ও পরিত্রাতা আমি সেই  
সর্বরূপী সর্বাত্মা ও শ্রীবাহে গুরুদেবকে প্রণাম করিতেছি। হে প্রিয়তম,  
হে ভবভয়হারী তুমি আমার সকল অপরাধ মার্জনা কর  
সকল অহঙ্কার চূর্ণ কর। হে দেব হে পতিত পাবন পুণ্য স্বরূপিনী দেবী  
জাহ্নবী তোমার শ্রীচরণকমলোদ্ভূতা বলিয়াই ত্রিলোক মধ্যে পূজনীয়া,  
অমৃতময়ী ও নির্ঝান দায়িনী। হে প্রভু তুমি আমাকে তোমার দেবাদিদেব  
বাঞ্ছিত রাঙ্গা চরণ কমলে স্থান দান করিয়া, আমার অপবিত্র কলুষিত  
চিত্ত জাহ্নবীর গায় নিম্নল পবিত্র পুণ্যময় কর! আমি যেন ভগবতী  
সুরধনীর গায় সর্বজীবের মঙ্গলকারিনী হইতে পারি। হে দেব তুমি  
আমার সকল অপরাধ মার্জনা কর, সকল অহঙ্কার চূর্ণ কর। হে  
ইন্দিবর লোচন! মুর্তিমতী ভক্তিরূপিনী দেবী জনক নন্দিনী সংসারের  
নিষ্টুর পীড়নে আজীবন পীড়িতা এবং রাবণ গৃহে ভীষণ পরীক্ষায় পতিত  
হইয়াও মূর্খের জন্তও তোমার অমৃতময় রাম নাম কখনই বিস্মৃত হন  
নাই। শত ঝঞ্জাবাতের মধ্যেও তিনি তোমার চরণ কমলে স্থায় চিত্ত  
কমল স্থির রাখিয়া আত্মারাম, প্রাণারাম, পরম ব্রহ্মরূপী তুমি—তোমাতে  
নাগের দ্বারা সর্বদা রমন করিয়াছিলেন সে হেতু হে সত্যস্বরূপ তিনি

সতীকুল মধ্যে শ্রেষ্ঠা বলিয়া পূজনীয়া। হে দয়াময় তুমি আমাকে জনম  
 হুখিনী সীতার স্থায় তৎপরায়না কর, আমিও যেন মুহূর্তের জন্তও তোমার  
 অমৃতময় ওঁ শ্রীবাহেগুরু নাম বিস্মৃত না হই। শতদুঃখেও যেন চঞ্চল  
 না হইয়া তোমাতেই স্থির থাকিতে পারি। হে প্রভু তুমি আমার সকল  
 অপরাধ মার্জনা কর সকল অহঙ্কার চূর্ণ কর। হে দীন বন্ধু, বালক  
 প্রহ্লাদ পিতা কর্তৃক নিষ্ঠুর পীড়নে পীড়িত বিবম লাঞ্জে লাঞ্চিত সর্বশ্রু  
 ত্যাগ করিয়াও তথাপি তোমার পাবণ গলান প্রাণ কাদান মধুর হরিনাম  
 ও তৎপ্রতি নির্ভরতা ত্যাগ করেন নাই। সে নিমিত্ত হে ভক্তাধীন হে  
 ভক্তবক্ষক তুমি তাকে জলে স্থলে অনলে অনিলে পান্যে কালকূটে  
 হস্তী পদতলে সর্ব সময়ে সর্বতোভাবে রক্ষা করিয়াছিলে। হে নলিনাক্ষ  
 হে চম্পক বরণ, হে ভক্ত অনুরাচারী শ্রীহরি, তুমি আমায় তোমার মধুর  
 হরিনামে, প্রহ্লাদের স্থায় পূর্ণ বিশ্বাস দান কর। আমিও যেন শত  
 লাঞ্জে লাঞ্চিত হইয়াও তোমার নাম ও তৎপ্রতি নির্ভরতা ত্যাগ না করি।  
 হে প্রভু তুমি আমার সকল অপরাধ মার্জনা কর, সকল অহঙ্কার চূর্ণ  
 কর। হে কিরীটী, আত্মশক্তি রাধিকা, পূর্ণ মহামায়া স্বকপিলী  
 অষ্ট মহাশক্তি ও সিদ্ধি, মহাতপঃপরায়না তৎ তন্ময়ী গোপবালাগণ,  
 তোমাতে সর্বশ্রু অর্পন করেন ও তৎ তন্ময়তা প্রাপ্তি হেতু হে আনন্দ  
 ঘনশ্রায়, হে মদনমোহন, তুমি মদনকে মোহিত বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ ও বিস্মিত  
 করিয়া তাহাদের আশ্রিত তোমাতেই লয় করিয়াছিলে। হে সচ্চিদানন্দ  
 স্বরূপ তুমি আমায় গোপিকার প্রীতি—তৎতন্ময়তা শ্রীরাধিকার স্থায়  
 সর্বজীবে তোমারি শ্রীমুগ্ধি দর্শন—পূর্ণপ্রেম প্রদান কর। আমিও যেন  
 সর্বজীবে সর্ববস্তুতে তোমারি সত্তা অনুভব করি ও তোমারি শ্রীমুগ্ধি দর্শন  
 করি। হে প্রেমের স্বরূপ হে প্রেমময় বে মহান প্রেমে তুমি এই সমস্ত  
 সৃষ্টি বাধিয়াছ তোমার সেই পরম পবিত্র প্রেমের কনিকা মাত্র আমায়  
 দান কর। হে প্রভু তুমি আমার সকল অপরাধ মার্জনা কর, সকল

অহঙ্কার চূর্ণ কর। হে যোগেশ্বর—তোমারি অর্দ্ধাঙ্গ শ্রীহর—তোমারি প্রেমে বিভোল হইয়া জগতের অস্পৃশ্য দ্রব্য সকল পরম সমাদরে দেহে ধারণ তোমার সৃষ্টির কিছুই ঘণাই নহে এবং তোমার সর্বব্যাপ্তির পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন। তোমারি নামে প্রেমে পাগল সর্বস্ব ত্যাগী হইয়া জগতে ত্যাগ ও আত্মসংযম শিক্ষা দিয়াছেন। হে হরাদ্বৈত হে হরপ্রিয়, হে শ্রীহরেরও আরাধ্যধন, হে আমার প্রাণ প্রিয়তম, হৃদয় বল্লভ শ্রীহরি—তুমি আমায় শ্রীহরের ন্যায় তোমার সহিত অভিন্নতা প্রদান কর। আমিও যেন যখন যে অবস্থায় থাকিনা কেন এক নিমিষের জন্য যেন তোমা হতে বিভিন্ন না হই। এবং তোমারি নামে প্রেমে পাগল হইয়া তোমাতেই বিলিন হইতে পারি। হে প্রভু তুমি আমার সকল অপরাধ মার্জনা কর সকল অহঙ্কার চূর্ণ কর! হে অনাথ নাথ তুমিই মহামতি বিহুরের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া কাঙ্ক্ষালীর ঠাকুর নামে বিদিত, তুমিই মহাবীর পবননন্দনরূপে বক্ষ বিদারণ করিয়া জগতে নামের মহিমা ও একনিষ্ঠতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছ। হে গুপ্ত মহেশ্বররূপী শ্রীহরি তুমি আমায় পবন নন্দনের ন্যায় তৎপ্রতি একনিষ্ঠতা দান কর। আমিও যেন তোমার চরণ রেণু শিরে ধরিয়া তোমার ন.ম.জ.দে রাখিয়া জগতে সকল অসাধ্য কর্ম অনায়াসে সাধন করিতে ভীত বা পশ্চাৎপদ না হই। হে প্রভু তুমি আমার সকল অপরাধ মার্জনা কর সকল অহঙ্কার চূর্ণ কর। হে বিশ্বরূপ তুমি ভূপরে প্রস্তরে অনলে অনিলে পবনে আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্বাত্ত বিরাজমান। তুমিই মহাকালরূপে মহাকালী সংযুক্ত হইয়া বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-পালন ও সংহার কারী। হে যোগীজীবন মহা মহেশ্বর, তুমি যখন স্রষ্টা, তখন তোমারি সৃজিত, তোমারি ঐশ্বরিক মায়াবুদ্ধ আমি! তোমার মহিমা কিরূপে জানিব প্রভু? আমার হৃদয় মন্দিরের সপ্তম মহল সমস্তই যে তোমার অধিকারে তুমি যে তথায় রাজরাজেশ্বর রূপে প্রতিষ্ঠিত। হে ভক্তহৃদয় ধন, শ্রীহার, তুমি ঐশ্বর্যের



নহ—কাজালের—তুমি গর্বের নও নম্রতার—তুমি প্রেমশূণ্য কোন  
 সাধনের নও—কিন্তু ভক্তিয়ুক্ত প্রেমের—তুমি আত্মাভিমানের নও  
 দীনতার—তুমি চঞ্চলের নও স্থির ও ধীরের—তুমি আত্মাভিমानी  
 মহাযোগীর নও কিন্তু সামান্য নগণ্য কাজাল ভক্তের—হে ভক্ত প্রাণ-  
 রমন, হে প্রেমের ঠাকুর—প্রেমও ভক্তি ভিন্ন কেহ কখনই তোমায়  
 পূর্ণভাবে পায়না। হে দীন শরণ! আমি বড়ই দীন কাজাল—  
 তুমি আমায় তোমার চরণ কমলের রেখ কর; তোমার ভক্তের  
 শ্রীচরণের ধূলি কর। আমায় বিফল করিয়া সফল কর। হে প্রভু  
 তুমি আমার সকল অপরাধ মার্জনা কর সকল অহঙ্কার চূর্ণ কর।

## ମମ ସର୍ବସ୍ୟ

ରାମଂ ନବଦୁର୍ବ୍ବାଦଳ-ଶ୍ରାମଂ ଜୀବ ଯୁକ୍ତି ଦାୟକଂ  
 ପିଙ୍ଗଳ ବରନଂ ଜଟାଭାରଂ ଶିରସି-ଚକ୍ରଶେଖରଂ  
 ଗଜେନ୍ଦ୍ର-ବଦନ ଅନ୍ଦରଂ-ମଞ୍ଜଳଂ, ବିସ୍ମ-ବିନାଶନଂ  
 ଭୁବନ-ମୋହନଂ ଆନନ୍ଦଂ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁଂ ପତିତ-ପାବନଂ  
 ପ୍ରଜାପତିଂ ଦେବ-ବିରିକ୍ଷିଂ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ-ସୃଷ୍ଟି କାରିଣଂ  
 ଭୈରବଂ ମହାବ୍ରହ୍ମ-ସର୍ବସଂହାରୀ-ତାପୁବ ରୂପଂ  
 ମହାତେଜଂ ମହାହ୍ୟାତିଂ ସମ୍ପ୍ରାସ୍ଥବାହନଂ ସବିତ୍ରମ  
 ଅଶୀତଳଂ ନିଗ୍ଧ ସମୁଦ୍ଭାସଂ ଜ୍ଞାନ ମୌଳି ଭୂଷଣଂ  
 ସହସ୍ର ଲୋଚନଂ ଜିହ୍ଵାଂ ଶଚିବଲ୍ଲଭ ସେଷବାହନଂ  
 ଗୁଚିଂ ସର୍ବଭୂତଂ ପବିତ୍ରଂ ଦେବଂ-ରୁଦ୍ର-ସ୍ଵରୂପଂ  
 ଧର୍ମରାଜଂ ଧର୍ମଦାତ୍ରଂ ଜୀବକର୍ମଗତି-ବିଚାରକଂ  
 ମହାବୀରଂ ମହାବଳଂ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ପାଳାଧାରଂ  
 ଅଗ୍ନାନ-ପଙ୍କଜ ମାଲ୍ୟ ଭୂଷଣଂ ରଞ୍ଜେଶଂ ଜ୍ଞାନାଧିପଂ  
 ତ୍ରିବିକ୍ରମୀ ବିଶ୍ଵବିଜୟୀ-ଶ୍ରେଷ୍ଠଂ ତାରକାରିଂ କୌମାରଂ  
 •ଶ୍ରାମ-ତରୁଂ ବନ୍ଧିତ-ନୟନ ଅଠାୟ-ନନ୍ଦ-ନନ୍ଦନଂ  
 ତଥାପି ମମ ସର୍ବଂ ଶ୍ରୀବାହେଶ୍ଵରଂ ଆତ୍ମରମନଂ

## আমার—তুমি

### ১ম

অন্ধকার পূতিগন্ধময় ভীষণ দূর্ভেদ কারাগৃহ, বাহির হইবার কোনও উপায় নাই। চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার, সামান্য আলোও কখনও আসে না, কি করি? কি করিয়া এই ভীষণ কারা হইতে মুক্ত হইব, কে আমায় এই কাল রাক্ষসীর হায়ে কারা হইতে মুক্ত করিবে, আকুল হইয়া ভাবিতেছি। দর দর ধারে আঁখি ধারায় বুক ভাসিয়া বাইতেছে। কিন্তু একি? এমন সুন্দর আলো কোথা হইতে আসিল, এ আলোকে যে আমার অন্তর বাহির ছই আলোকিত হইল। এমন পুষ্প সৌরভ পূর্ণ বায়ু কোথা হইতে প্রবাহিত হইল! এমন স্নানাস্নান —ভয় নাই বাণী—কর্ণে কে দিল রে—এ বাণীতে আমার কর্ণ কুহর শীতল মন প্রাণ যে পূর্ণ হইয়া ভরিয়া উঠিল। ব্যাকুল হইয়া চারিদিক চাহিলাম। সম্মুখে একি গো—কে তুমি? তোমায় দেখিয়া আমি যে আপন হারাইতেছি। তোমার ঐ পাগল করা মোহন মুরতি অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া দেখিতেছি দেখিয়াও মাথ মিটিল না আবার দেখিতেছি বাহিরে দেখিয়া পিয়াস মিটিল না ভিতরে দেখিতেছি, অন্তরে দেখিয়াও তৃপ্তি হইল না আবার বাহিরে দেখিতেছি। মনে হইতেছে এ দেখার যেন শেষ নাই, তুমি যুগ যুগান্তর ব্যাপী আবহমান কাল পর্যন্ত এইরূপ ভাবেই আমার সম্মুখে থাক—আর আমি এমনি তন্ময়, এমনি বিভোল, এমনি আপনহারা হইয়া তোমায় দেখিতে থাকি। তোমার এ দেখায় কতই যেন কি দেখিতেছি—কত কি যেন সব তুমি হইয়া বাইতেছে আবার কত কি সবেতে যেন তুমি মিশিতেছে দেখিতে দেখিতে মনে হইল তুমি না সেই আমার—তুমি

যে তুমি অনেকবার আমায় এইরূপ কারা হইতে মুক্ত করিয়াছ। অনেক বার এইরূপ কারাগৃহে দশমাস দশদিন অবরুদ্ধ অবস্থায় কাঁদিতে দেখিয়া তুমিও এমনি করিয়া কাঁদিয়াছ, এমনি করিয়া আমার কাছে আসিয়া আমার সাঙ্গনা দিয়াছ। আমি যতবারই এইরূপ দশমাস গর্ভ কারাবাস ভোগ করিয়াছ, ততবারই তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে আমায় কারামুক্ত করিলে আমি আর কখনও তোমায় ভুলিব না। কিন্তু এমনি অকৃতজ্ঞ আমি, বিপদ উদ্ধার হইলে তখন আর তোমায় মনে থাকে না, তোমারি মায়ায় আমি তোমায় ভুলিয়া যাই। তাই আজ তোমায় দেখিয়া আমার বে একে একে অনেক পুরাণ কথাই মনে পড়িতেছে—ওগো—তোমায় কি ভোলা যায়? তুমি আমায় ভুলিয়া এতদিন কোথা ছিলে? এইত সেই হারাণ **আনার**—**তুমি**। আবার মা—রা—সব ভুলিলাম। তোমায় ভুলিলাম। কে আমি? কোথা হইতে আসিলাম? মায়া কুহকে সব ভুলিলাম। মায়া নাট্যশালে আবার অভিনয় আরম্ভ করিলাম।

## ২২

বাসন্ত্যের পূর্ণ মূর্তি জননী অঙ্গে সুধাপান রত আমি। ত্রিদিব হতেও শ্রেষ্ঠ জননী ক্রোড়ে বসিয়া ভাবিলাম এইত সেই দেব বাঞ্ছিত অমরা বা অমরা হইতেও রমনীয় ভূমি। জগতে জননী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু আছে বলিয়া জানিনা। মা নামটা কতই মধুর এ মা নাম প্রাণভরে ডাকিতে কত আনন্দ এ মা নাম প্রাণভরে

ডাকিলে হৃদয়ের সকল জ্বালা জুড়াইয়া যায়। ভাবিতে ভাবিতে জননীৰ কণ্ঠ ছহাতেতে বেঠন করিয়া আবেগভরা প্রাণে ডাকিলাম—মা—মা। একি গো—? একি দেখাইলে এ যে দেখি জননী রূপিনী সেই আমার ভূমি। স্নেহের খনি পিতৃকোড়ে আমি। পিতার কতই স্নেহ, কতই যত্ন, কতই স্নেহ সম্বোধন, সেই স্নেহ পারাবারে ডুবিয়া মনে হইল, অতুল সমুদ্রেরও তল আছে কিন্তু এই স্নেহ সমুদ্রের আর তল নাই, এ সমুদ্র অগাধ অতল অসীম। জগতের ওতাক্ষ দেবতা; পিতৃচরণ মাথায় লইতে গিয়া কি দেখিলাম গো? এ যে দেখি পিতৃরূপী সেই আমার ভূমি। মায়া নাট্যশালে নারীর ভূমিকায় আসিলাম। আমি নারী আমি প্রকৃতি কাজেই পুরুষের সহিত মিলিত হইলাম। সখার অফুরন্ত ভালবাসা—অনন্ত আদর-সোহাগ নির্মল নিষ্কলঙ্ক প্রণয় আমায় মোহ সায়েরে ডুবাইল। সেই মোহে সব ভুলিলাম। আমার আমিহও ভুলিলাম। মনে করিলাম মরিরে—কি মধুর জিনিষ—জগতে সকলের তুলনা আছে কিন্তু প্রেমের আর তুলনা নাই। প্রেমে মুগ্ধ আত্মহারা আমি সখার মুখখানি ছহাতে তুলিয়া অপলক নয়নে দেখিতে লাগিলাম। সর্বদেহ ধর ধর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল—একি গো এ যে দেখি স্বামীরূপে ত্রিলোক স্বামী সেই আমার ভূমি।

জননী রূপিনী আমি যশোদা মুক্তি ধরিলাম। পুত্ররূপী গোপাল কোলে লইয়া হৃদয়ের ক্ষীর সমুদ্র পান করিতে দিলাম। বক্ষে মুখ লুকাইয়া গোপাল যখন আধ আধস্বরে ডাকিল মা—মা—তখন সেই চাদমুখে স্নেহ চুষন দিতে গিয়া আবার আবার শিহরিয়া উঠিলাম একি গো? এয়ে দেখি গোপালরূপী সেই আমার—ভূমি। আবার বিশ্বরাজহে পুরুষ রূপী আমি। অনন্ত শক্তিশালিনী প্রকৃতির সহিত মিশিয়া প্রিয়াৰ অনন্ত মায়ায় মোহিত হইলাম, এবার যে বিষম

মায়াপাশ। এ মায়াপাশে বদ্ধ আমি, ধর্ম, অধর্ম, কর্ম, অকর্ম, শ্রায়, অশ্রায়, সব বিস্মৃত হইলাম। কিসে প্রিয়ার অভিমান না আসিয়া মনভুষ্টি হয়, কিসে প্রাণ প্রিয়ার চাঁদমুখখানি মলিন না হয়, এই আমার ধ্যান এই আমার সাধনা এই আমার নিত্য নৈমিত্তিক কামা কর্ম এই আমার তপস্যা হইল। এ হেন প্রিয়া আমার, জীবনের সর্ব্বত্র আমার, এই প্রিয়া বক্ষে বাহুপাশে বদ্ধ রাখিয়া ভাবিলাম এই আমি—এই আমার প্রিয়া তুমি—এই আমি তুমি হইব—বা তুমিও আমি হইবে। এই আমি—তুমি আর পৃথক বা প্রভেদ থাকিবে না উভয়ে মিলিয়া এক হইব। মায়া বিস্মল আমি এই কথাই প্রিয়াকে বলিতে গিয়া একি হল গো? একি দেখিলাম, এবে দেখি, প্রাণ প্রিয়াকুপিনী সেই আমার তুমি।

## ৩য়

মন প্রাণ উদাস হইল। উদাস পাগল আমি, তোমার কথা ভাবিতে ভাবিতে সমুদ্র তীরে বেড়াইতে আসিলাম। সম্মুখে অসংখ্য অগণিত বালুকণিকা, আকুল হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলাম ওগো—সে আমার কোথা কাছে বলিতে পার কি? কণিকা বলিল পারি—তবে তুমি যদি আমার মত কণিকা হইতে পার। তোমার আত্মাভিমান, তোমার দাস্তিকতা, তোমার গর্ব্ব, তোমার তর্ক, তোমার অবিস্থাস, তোমার নাস্তিকতা, তোমার শততা, তোমার বাক্চাতুরী, তোমার খলতা, সব যদি চূর্ণ করিয়া আমার মত ক্ষুদ্র অনুকণিকা হইতে পার, আমার মত যদি দীনাতিদীন হইয়া

তঁার প্রতিমূর্তির চরণ বুক পাতিয়া লহিতে পার—তবে—তবে তঁার কথা আমি তোমায় বলিতে পারি, নতুবা নহে। স্তুতিত হইয়া বালু কণিকার প্রতি চাহিয়া রহিলাম। একি—এবে দেখি প্রত্যেক কণিকায় ঐশ্বর্য্য লইয়া অল্পর মধ্যে বিরাট সেই **আমার—তুমি**।

### ৪র্থ

বিস্ময়ে মুগ্ধ হইলাম। সম্মুখে দেখিলাম তুমি, পশ্চাতে ফিরিয়া দেখি তুমি, দুইপার্শ্বে দেখি তুমি, উর্দ্ধে চাহিলাম অনন্ত নীলাকাশে অনন্ত অসীম তুমি—প্রদীপ্ত রবিমণ্ডলে দেখি মহান তেজোময় ওঁকার রূপী গায়ত্রী স্বরূপ আদিপুরুষ তুমি, সুষাসিন্দু চন্দ্রমায় দেখি সোমরূপী ঐশ্বরি জীবন, মহাসোম তুমি, তারকায় দেখি প্রতি তারকায় অসংখ্য অগণিত লোকপতি তুমি, নিম্নে দেখি সপ্তপাতাল বাপী তুমি, অগ্নিতে দেখি সর্বভূক, মহাকাল, মহারুদ্ধরূপী তুমি, পবনে দেখি জীব জীবনরূপী তুমি, মহীধরে দেখি মহান উচ্চ তুমি, বারিধিতে দেখি বিশাল, বিরাট, গম্ভীররূপী তুমি, জলধরে দেখি বিজলী রূপী তুমি, বৃক্ষে দেখি প্রতি পত্রে পত্রে ছায়াদাতা তুমি, ফলে দেখি বীজ-রূপী তুমি, পুষ্পে দেখি সৌরভরূপী তুমি, পুরুষে দেখি—শক্তিরূপী তুমি, নারীতে দেখি লজ্জা ও দয়্যারূপী তুমি, বালকে দেখি সরলতা রূপী তুমি, ব্রাহ্মণে দেখি সত্য—ক্ষমারূপী তুমি, ক্ষত্রিয়ে দেখি অভয় ও শৌর্য্যরূপী তুমি, বৈশ্যে দেখি জীবের উপকারক রূপী প্রতিপালক তুমি, শূদ্রে দেখি দাস ভাবে সেবক রূপেও সেই তুমি, সাধুতে দেখি বিনয়, দীনতা, সত্যশ্রয়ীরূপী, তুমি, মুনিগণে দেখি তপশ্চা রূপী

ତୁମି, ଦେବତାୟ ଦେଖି କରୁଣାମୟ ଓ ଭକ୍ତାଧୀନ ତୁମି, ନୂପାତିତେ ଦେଖି  
 ପ୍ରଜାରଞ୍ଜନ, ଶତ୍ରୁମର୍ଦ୍ଦନ, ଶରଣାଗତପାଳନ ରୂପୀ ତୁମି । ପଶୁମଧ୍ୟେ ଦେଖି  
 ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମା ଅମିତ ସାହସୀ ପଶୁରାଜ ମହାସିଂହ ତୁମି, ଆବାର  
 କାମନା ସ୍ଵରୂପା, ଜୀବ ମାତୃକା, ସଂସାର ପ୍ରତିପାଳିକା ମହା ଉପକାରଦାୟିନୀ  
 ଗୋଧନ ରୂପିନୀ ଓ ସେହି ତୁମି । ଯାତୁମଧ୍ୟେ ଦେଖି ସୁବର୍ଣ୍ଣରୂପୀ ତୁମି,  
 ପୃଥିବୀତେ ଦେଖି ସହତା ରୂପୀ ତୁମି, ନଦୀ ମଧ୍ୟେ ଦେଖି ଗଙ୍ଗାରୂପିନୀ ତୁମି,  
 ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟେ ତୁଳସୀ, ଅଶ୍ଵତ୍ଥ, ବଟ, ଆମ୍ର, ନିଷ୍ଠୁରପେ ପଞ୍ଚ ମହାବୃକ୍ଷ ତୁମି,  
 ଔଷଧି ମଧ୍ୟେ ମୃତସଞ୍ଜୀବନୀ ତୁମି, ରତ୍ନମଧ୍ୟେ ତ୍ରିଲୋକ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ରତ୍ନରାଜ  
 କୌଣ୍ଡଭ ତୁମି, ଅସ୍ତ୍ରମଧ୍ୟେ ସର୍ବଶକ୍ତିମୟୀ ଭୀମା ତ୍ରିଶୂଳ ତୁମି, ଗ୍ରହମଧ୍ୟେ  
 ଶୁଭଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ତୁମି, ଦଶଦିକରୂପେ ଦଶଦିକ ପାଳ ତୁମି, ଦ୍ଵୀପ ମଧ୍ୟେ  
 ଜମ୍ବୁଦ୍ଵୀପ ତୁମି । ଦେଶ ମଧ୍ୟେ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ମହାପୁଣ୍ୟମୟ ଭାରତଖଣ୍ଡ ଭାରତବର୍ଷ  
 ତୁମି । ଶ୍ରୀର୍ଥ ମଧ୍ୟେ ଅବିମୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ବାରାନସୀ ତୁମି । ଫଳ ମଧ୍ୟେ  
 ଅମୃତମୟ ରସାଳ ଫଳ ଆମ୍ର ତୁମି, ପୁଷ୍ପ ମଧ୍ୟେ ସହସ୍ରଦଳ ତୁମି, ପତ୍ର ମଧ୍ୟେ  
 ତୁଳସୀ ଓ ବିଷପତ୍ରରୂପୀ ତୁମି, ପାନୀୟ ମଧ୍ୟେ ଅମୃତରୂପୀ ଉଦ୍ଧୃତ ତୁମି ଯଜ୍ଞ-  
 କାର୍ଯ୍ୟେ ସ୍ଵତ ତୁମି । ନକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟେ ନକ୍ଷତ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁଷ୍ଟା ତୁମି, ବାର ମଧ୍ୟେ  
 ବୃହସ୍ପତି ତୁମି, ମାସ ମଧ୍ୟେ ମାର୍ଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଗ୍ରହାୟଣ ତୁମି, ଶ୍ଵାତୁ ମଧ୍ୟେ  
 ଏସନ୍ତ ତୁମି । ଯାଗୀ ମଧ୍ୟେ ମହାସନ୍ନାସୀ ଦେବାଦିଦେବ ଶ୍ରୀହର ତୁମି, ନୂପାତି  
 ମଧ୍ୟେ ବିଶ୍ଵରାଜ ଶ୍ରୀହରି ଶ୍ରୀବାହେଶ୍ଵର ତୁମି । ଉଦାସୀରୂପୀ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ  
 ତୁମି, ବ୍ରତୀୟାଧ୍ୟେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟରୂପୀ ମାୟାମୁକ୍ତ ଶୁକଦେବ ତୁମି ।

ସୋମୀରୂପୀ ମହାସୋମୀ ମହାମୁଦ୍ରାଞ୍ଜୟ ଶଙ୍କର ତୁମି, ସର୍ବଜ୍ଞରୂପୀ ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ  
 ସଦାଶିବ ତୁମି, ପାଣ୍ଡିତରୂପୀ ମହାପାଣ୍ଡିତ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରବିଂ ବେଦବ୍ୟାସ, କୃଷ୍ଣ-  
 ଦ୍ଵେପାୟନ ତୁମି, ଯୁଗମଧ୍ୟେ ନାମ କୈବଲ୍ୟରୂପୀ ଯୁଗଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳିଯୁଗ ଓ ତୁମି । ଅବତାର  
 ମଧ୍ୟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଅବତାର ଯଦନମୋହନ ତୁମି । ପ୍ରାତି ଜୀବେ ଦେଖି ଭିନ୍ନ  
 ଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତିତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପେ ସେହି ଆମାର—ତୁମି । ମନେ କରିଲାମ  
 ତୋମାୟ ଆର ଦେଖିବ ନା, ଦେଖିତେ ଦେଖିତେ ଜ୍ଞାନାତନ ହୈୟା ଗେଲାମ ।



তোমার উপর রাগ করিয়া তোমায় আর দেখিব না ভাবিয়া আঁখি মুদ্রিলাম। কিন্তু কি জালা গা—এষে দেখি অন্তরেও সেই আমার—তুমি। আমার হৃদয়-মন্দিরে রাজরাজেশ্বররূপী তুমি, আমার দেহের প্রত্যেক অস্থিতেও তুমি, প্রত্যেক রক্তবিন্দুতেও তুমি, প্রত্যেক অনু-পরমানুতেও সেই আমার—তুমি। না, হল না এবার তোমায় আর দেখিব না দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিয়া আঁখি মেলিলাম—কি বিপদ—বাহিরেও সেই সর্বব্যাপী আমার—তুমি। আবেগে কাঁদিয়া ফেলিলাম। আমার চিরগর্ষিত, উন্নত মস্তক তোমার চরণতলে আপনি লুটাইল। করুণাময়! আমার সকল গর্ব চূর্ণ কর; আমায় তোমার প্রতিমূর্তির চরণ কণিকা কর। আমার এ কি হইল? আমার—আমি—কোথায় হারাইলাম গো? এ যে দেখি সব সেই আমার—তুমি।

## তোমারি

বঁধু

তোমারি রূপেতে রূপময়ী আমি  
 গুণময়ী গুণে তোমারি  
 তোমারি সোহাগে আদরিণী আমি  
 অভিমানী প্রেমে তোমারি  
 যা-কিছু হেরি-এ নিখিল ভুবনে—  
 সকলি যে হয় তোমারি  
 ভুবন ভরিয়া হেরি তাই শুধু  
 তোমারি রূপের মাধুরি  
 মোর মন হরিয়ে চিত্ত-হরিয়ে—  
 হৃদি-হারী-হয়েছ-হরি  
 ( তাই ) আমার — আমারে তোমারে সঁপিয়ে  
 আমিও যে বঁধু-তোমারি

## নাটমব কেবলং

হরে নাম, হরে নাম, নাটমব কেবলং,  
কলৌ, নাস্তেব, নাস্তেব গতিরণ্যাথা,  
ওঁ শ্রীবাহেগুরু বোল, ওঁ শ্রীহরি, হরি, বোল.

অন্তরের অন্তর হইতে ধ্বনি উঠিল, শিহরিয়া উঠিলাম। চারিদিক চাহিয়া দেখি চতুর্দিকেই অসংখ্য জন-সমুদ্র, সহস্র, সহস্র লোকে সমবেত কণ্ঠে উচ্চৈশ্বরে হরিনাম করিতেছে। পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ। আকাশের উজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্রমা—তমোময় রাহু সর্বগ্রাস করিয়াছে। চারিদিক নিবিড় অন্ধকার তমসাচ্ছন্ন। সেইরূপ তমসাচ্ছন্ন মন লইয়া নিমতলার শশ্মানঘাটে বসিয়া চিত্তানলে দেহীর শেব পরিণাম দেখিতেছি চট চট ফট ফট ছ ছ শব্দে চিত্তা জলিতেছে। দেখিতে দেখিতে দেহীর সুন্দর স্কন্ধুমার দেহ রূপ, লাবণ্য যৌবন, কত আশা, কত মান, গর্ব, মদমত্ততা দাস্তিকতা, আত্মাভিমান শক্তিগরিমা বাকচাতুরি সব নিমেষে পুড়িয়া ভস্মস্থূপে পরিণত হইল। পঞ্চভূতাত্মক দেহ পঞ্চভূতেই মিশিল। অবিনাশী অমর আত্মা লোকচক্ষুর অগোচরে দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই স্বীয় কৰ্ম্মানুসারে 'কৰ্ম্মফল ভোগনিমিত্ত পূর্বেই প্রস্থান করিয়াছেন। পাগল মনে বসিয়া ভবের কাণ্ড দেখিয়া বড়ই হাঁসি আসিল। ভাবিলাম, এইত আমি—এই আমিও একদিন—সময় আসিলে এই এত সাধের দেহ ত্যাগ করিয়া কোন অজানিত অপরিচিত স্থানে গমন করিব। আমার এই এত সাধের দেহওত একদিন এমনি করিয়া ভস্মস্থূপে পরিণত হইবে। তবে—

তবে আমি এই আসল কথাটাই ভুলে থাকি কেন ? এই কথাটাই যে বিশেষ প্রয়োজনীয় ও ঐক্য সত্য। কিন্তু কি মজার কথা যে এই কথাটাই যদি কেহ আমায় বলেন তবে তাহার উপর আমার বড়ই রাগ হয়, বলি, আমায় মরু বলিয়া গালাগালি দিলে, এবং সেই রাগে তাহার মুখদর্শন করিতেও আগার আর ইচ্ছা হয় না। পাগল মনে তাই হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলাম। সম্মুখে পতিপাগলিনী দেবী সুরধনী পতি উদ্যোগে আপন মনে নির্বিকার চিত্তে কুলু কুলু রবে পতিগুণ-গান করিয়া চলিয়াছেন, আমায় হাসিতে দেখিয়া তিনিও ছলাক্—ছলাক্ রবে হাঁসিয়া উঠিলেন। আমার হাঁসি দেখিয়া চিতানল চট্ চট্ শব্দে হাঁসিল, পবনও হু হু শব্দে তাহাকে জ্বালাইয়া দিয়া তাহার হাঁসির সাথী হইল। বৃক্ষপত্র সকল মর্ম্মর শব্দে হাসিয়া এ উহার ও তাহার গায়ে চলিয়া পড়িল। আমার অন্তর হাসিল বাহিরও হাসিল, শম্মান ঘাটে আমাদের হাসির মহড়া পড়িয়া যাইল।

## ২২

এ হেন হাসির সময় একি—অন্তরের অন্তর, হইতে ধ্বনি উঠিল

“হরে নাম হরে নাম নামৈব কেবলং

কলৌ নাস্তেব নাস্তেব গতিরণ্যথা”

ওঁ শ্রীবাহেগুরু নোল ওঁ শ্রী হরি হরি বোল।

একি ধ্বনি ? একি মধুর তান রে—এ ধ্বনিতে যে আমার শিরায় রক্তপ্রবাহ ছুটিয়া আঁখিধারায় বুক ভাসিল। এ ধ্বনিতে যেন কার পুষ্প

সৌরভময় মোহন স্পর্শ অঙ্গে লাগিয়া সারাটি তনুতে পুলক শিহরণ  
 আনিয়া সর্বদেহ রোমাঞ্চিত, অশ্রু আবেগে বাকরুদ্ধ করিল। এ ধ্বনিতে  
 যেন কোন অদূরের অস্পষ্ট—রনু-রনু—বুনু-বুনু—বাদনে হ-রি—  
 হ-রি—রব বাজিতে লাগিল। কোন আজানা চরণ কমলের তুলসী,  
 চম্পক, চন্দনের সৌরভে আমার সকল কাম কলুষ দূরে পলায়ন করিল।  
 এ ধ্বনিতে যে আমার সকল অবাধ্য ইন্দ্রিয় বিস্ময়ে মুগ্ধ বাধ্য এবং  
 স্থির হইল। হৃদয়মণীয় মন ও চিত্ত কামনা রহিত, নিষ্কাম হইয়া  
 পরম শান্তি লাভ করিল। এ ধ্বনিতে যে আমার পাগল পরাণ—আপন  
 হারা বিভোল হইল। কে গো?—কে তুমি—? কে তুমি আমার অন্তরের  
 দেবতা? একবার—একবার আমার সামনে আসিয়া দাড়াও গো—আমি  
 একবার তন্ময় হইয়া তোমায় দেখি, তন্ময় হইয়া তোমার শ্রীমুখের বাণী  
 শুনি—। আমি যে তোমার জন্ত কত কৈঁদেচি। ব্যাখিত হিয়ার উদ্ভ্রান্তের  
 শ্রায় কত ছুটাছুটি করিয়াছি, কই তোমায়ত পাই নাই। ব্যাকুল হইয়া  
 উদাস মনে কত নিশি তোমারি প্রতীক্ষায় বসিয়া বসিয়া কাটাইয়াছি,  
 আকাশের চন্দ্রদেব, আমার সে ব্যাকুলতা দেখিতে পূর্ব হইতে পশ্চিমে  
 চলিয়া পড়িয়াছেন। কই তুমিত আইস নাই। কত নিশি শুধু তোমারি  
 নাম জপে তোমারি ধ্যানে উবাদেবীর আগমন হইয়াছে। কত দিবস  
 জাহ্নবীর তটে কত অশ্রুজলে—ও মন্দাকিনী সলিলে মিশাইয়া তোমারি  
 পূজা করিয়াছি। কত নিশি তোমারি ভজন গানে অতিবাহিত  
 হইয়াছে; সর্ব অস্তুর্যামি পবনদেব আমার সেই করুণ রাগিনীর  
 বারতায় প্রতিধ্বনি দ্বারা হৃৎ প্রকাশ করিয়াছেন। কত বৈশাখের  
 প্রদীপ্ত খরতাপে দ্বিপ্রহরে ভগবান মার্কণ্ডেব মস্তকে রাখিয়া তোমারি  
 নামে আত্মহারা হইয়াছে। কত শিশিরের দুর্দান্ত শীতে তোমারি প্রতীক্ষায়  
 আকণ্ঠ নদীতে ডুবিয়া তোমারি ধ্যানে স্থির হইয়াছি। আমার যতদিন  
 অতিবাহিত হইয়াছে তত নিরাশ হৃদয়ে উন্মাদিনীর শ্রায় আকুল হইয়া

তোমারি জন্তু কঁদিয়াছি আমার সে কান্নায় পশু পাখী তরলতা সকলে করুণ ভাবে কঁদিয়াছে। ওগো—পাষণ—ওগো—নিষ্ঠুর—কই ভূমিত আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াও নাই। আমি এইরূপভাবে কতবারই আসিলাম কতবারই কঁদিলাম আমার আসা যাওয়ারও কখনও বিরাম হইল না কান্নারও কখন বিরাম হইল না—

তবে আজ একি দয়া দয়াময় ?—এতদিনে কি কান্ধাল বলিয়া মনে পড়েছে কান্ধালের নাথ ?—তাই আজ অন্তর হইতে পূর্ণভাবে তোমার স্পর্শ উপলব্ধি করাইয়া তোমার বাণী প্রকাশ করিলে। কিন্তু ইহাতেও যে আমার অন্তজালা নিবারিত হলনা; তোমার মুরতি একবার দর্শন না করিলে আমার এ প্রাণের জালা যাইবে না। সেজন্তুই বলিতেছি—ওগো। দীনবন্ধু এত দিনে যদি দীনের প্রতি করুণা হয়েছে তবে একবার,—মাত্র, একবার আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াও গো—। আমি একবার—অন্তরে—বাহিরে তোমার দেখিয়া আমার এ পাগল প্রাণ স্থির করি।

### ৩য়

আবার একি—নামৈব কেবলং—নামৈব কেবলং ? নামই সত্য ? সত্য বলিতে কেবল একমাত্র তোমাকেই যে বুঝায় কারণ তুমিই যে একমাত্র অমর অজয় অক্ষয় অবিনাশী তোমার যে বিনাশ নাই, আর বাহ্য দৃষ্ট বস্তু সমস্তই ব্যোম—জলবুদ্বদের মত ক্ষণস্থায়ী অবশ্য বিনাশী—আর সেই সত্যরূপী—

অজ্ঞঃ শ্রাণতঃ কেবলং

তুরীয়ে প্রপঞ্চ খলুং মাতন্তু বিম্বিতং ।

তুমিই একমাত্র কেবলং—আবার বলিতেছ নায়েব কেবলং—তুমি তবে কি ? তোমার স্বরূপ কি তবে নাম ? তুমি কি তবে নাম বন্ধরূপে বিশ্বস্তর হইয়া বিশ্বব্যাপি বিরাজ করিতেছ ? দয়াময় এ আবার কি বাণী ? তোমার নাম ব্যাতিরেকে তোমার উপলব্ধি অসম্ভব । যে জীব তোমার নাম করিবে তুমি তাহার অন্তরে তোমার পূর্ণমূর্ত্তি প্রকাশ করিবে, তোমার নামের প্রতি অক্ষরে অক্ষরে তোমার সুবিমল তাপহারী পুণ্যময় জ্যোতি দর্শন হইবে । তোমার নামে শক্তিতে তোমার পুলক স্পর্শ অনুভূতি হইবে । তোমার নামে মহাপাপীরও মহাপাপ ধ্বংস হইয়া তোমারি দেবতা দল্লভ পরমার্থরূপী শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে মহানির্বৃত্তি লাভ হইয়া পরমানন্দ প্রাপ্তিরূপী মহাশান্তি ঘটবে । কিন্তু আত্মাভিমानी মহামোগীও যদি আত্মাভিमानে মোহিত, হইয়া তোমার নামে অবহেলা করেন, তবে তিনি ভ্রান্ত ভ্রষ্ট হইবেন, তাঁহার যোগ সাধন সমস্তই বৃথা । তোমার নামই তোমার প্রকৃত ও পূর্ণস্বরূপ । তোমায় ও তোমার নামে কোনও প্রভেদ নাই, তোমার নাম ব্যতিরেকে তোমায় পাইবার কোনও আর সহজ উপায় নাই ।

~\*~

পুনরায় সহস্র কণ্ঠে সমবেত স্বরে উঠেচরবে ধ্বনি উঠিল হরি হরি বোল, হরি হরি বোল, হরি হরি বোল, এ নামে আবার চৈতন্য ফিরিল । চাহিয়া দেখিলাম আকাশের চন্দ্রদেব, রাহু কবল মুক্ত, নিশ্চল হইয়া ঠাঁসিতেছেন । তাঁহারি মুক্তি লাভে জীবের আনন্দ সূচক হরিধ্বনি—কিন্তু আজত শুধু চন্দ্রের মুক্তি বা গ্রহণ—গঙ্গাস্নানে জীবের মুক্তি নহে ।

আজ আমার আত্মরূপ পূর্ণশশী মোহরাহ্ কবল হইতে মুক্ত হইয়া  
নামরূপ গঙ্গামানে নিম্নল হইয়াছে। তাই আজ আমার বড়ই আনন্দের  
দিন। সজল নয়নে অন্তরের দেবতাকে প্রণাম করিয়া উঠিলাম দেব  
চন্দ্রশ্যামেশ্বরকে দর্শন, প্রণাম করিয়া সুরধনীর পবিত্র নীরে অবগাহন  
করিলাম। তখনও অসংখ্য নরনারী মুক্তিমানের নিম্নল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে  
হরিণাম করিতেছে। তাহাদের সে ধ্বনিতে বিহ্বল হইয়া প্রাণ ভরিয়া  
বলিলাম—

“হরে নাম হরে নাম নামেব কেবলং

কলৌ মাস্তেব নাস্তেব গতিরন্তথা”

ও শ্রীবাহেগুরু বোল ও শ্রী হরি হরি বোল।



## তোমার বাঁশী

বাজিয়ে বাঁশী কাঁদিয়েছিলে ব্রজ যোগীগণে ।  
 সেই বাঁশী বাজল মোর হৃদয় বৃন্দাবনে ॥  
 উদাস সুরে স্তব্ধ হয়ে কাঁদি আকুল প্রাণে ।  
 মন বশুনা বইছে ধীরে নামের উজ্জানে ॥  
 প্রেম পুলকে ভাবের ঢেউ চলে—তরতরি ।  
 আবেগ ভরে উঠলে উঠে ভক্তির লহরী ॥  
 বাজছে বাঁশী দিবানিশি—করুণ সুর তানে ।  
 মরমে পশিয়ে করম-ঘুচায়ে স্থির করে ধ্যানে ॥  
 কাল হয়েছে কাল ঐ বাঁশী সংসার সাধনে ।  
 আমি আছি কি ? নাই ? তাহা হয়না স্মরণে  
 পাগলী বলে শুন আমার হৃদয় বিহারী ।  
 অস্তিমেষে সামনে এস মোহন রূপ ধরি ॥  
 বিভোল হয়ে হেরব তোমা দুটী আঁখি ভরি ।  
 জিহ্বা শুধু বলবে তখন ঔ শ্রীহরি হরি ॥  
 তোমার ডাকে পাগল প্রাণ বাই সব ভুলি ।  
 তোমাতেই কর লয় বাহেগুরু রাম বলি ॥  
 যুক্ত করে বলি শুন ওহে ! ভবের কাণ্ডারী ।  
 ভবার্ণবে পাই যেন ঐ রাজাচরণ তরী ॥

## ত্রিধারা

গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, দেবী মিলিত হয়ে হলেন কিনা ত্রিবেণী সঙ্গম।  
ক্ষেত্র মহাপ্রয়াগ, মালিক বেণী মাধব। গঙ্গা, বরুণা, অসি মিলিত হয়ে  
হলেন কিনা বারানসী, ক্ষেত্র মহা অবিসুদ্ধ ধাম, মালিক বিশ্বনাথ।  
ইড়া পিঙ্গলা স্মৃষ্ণা মিলিত হয়ে হলেন কিনা কুণ্ডলিনী, ক্ষেত্র দেহ,  
মালিক পরমাত্মা। জ্ঞান, কর্ম, শক্তি, মিলিত হয়ে হলেন কিনা  
মহাগির্দ্বি, ক্ষেত্র ও শ্রীশ্রীগুরুচরণ মালিক ইষ্টদেবতা। ভক্তি শ্রীতি  
প্রেম মিলিত হয়ে হলেন কিনা পিরিতি, ক্ষেত্র পরমা নিবৃত্তি, মালিক  
ঈশ্বর। পাগল মনকে জিজ্ঞাসা করিলাম মন বল দেখি? এই  
যে তিনটা ধারা ইহা একই কিবা পৃথক বা বহু। মন বলিল  
দেখ এই ধারা তিনই এক বা একেই তিন-ধারা—কেহই পৃথক বা  
বহু নয়। আমি বলিলাম কিসে? মন বলিল এই যে গঙ্গা—যমুনা—  
সরস্বতী—এই গঙ্গাদেবী তোমার প্রেম। গঙ্গা যেমন নিস্বার্থভাবে  
আপনাকে বিলাইয়া সমস্ত জীবের অস্পৃশ্য দ্রব্য এমন কি মল মুত্রাদি  
গলিত মৃতদেহও পরম সমাদরে বহন করিয়া এবং তটবাসী জীবকে  
ধনে জনে পরিপূর্ণ করিয়া তাহাদের অশেষ মঙ্গল সাধন করিয়া মহা-  
সমুদ্র রূপে পতি অভিযুখে গমন ও মিলিত হইতেছেন। প্রেমও  
সেইরূপ আপন পর বাছে না; ভাল মন্দ ভাবে না এবং কাহার নিকট  
কোনও প্রতিদানের আশা না রাখিয়া নিস্বার্থভাবে আপনহারি হইয়া  
সেই বিশ্বরূপ মহাসমুদ্রে সর্বজীবের মধ্য দিয়া গমন করে ও বিশ্বস্বামীর  
সহিত মিলিত হয়। আর দেবী কালিন্দী তোমার শ্রীতি। তিনি  
যেমন প্রিয়তম শ্রীতিতে দ্রবীভূতা এবং তাহার চক্ষে কৃষ্ণ ব্যতীত  
অন্য কোন রং শ্রীতিপদ হয় না এই নিমিত্ত স্বকীয় বর্ণ প্রিয়তম

বর্ণনামুসারে কৃষ্ণ করিরা কৃষ্ণা নাম গ্রহণে প্রিয়তম হইতে এক মুহূর্তও পৃথক থাকিতে ইচ্ছা করেন না। প্রীতিও সেইরূপ সর্বজীবেরই আপনাকে দান করিয়া সর্বজীবেরই সেই কৃ—ষ্ণ অর্থাৎ আকর্ষণকারী পরমপুরুষকে গাঢ় হইতে গাঢ়তর ভাবে আলিঙ্গন করেন এবং এক মুহূর্ত তাহা হইতে পৃথক থাকিতে ইচ্ছা করেন না। আর দেবী সরস্বতী তোমার ভক্তি। তিনি যেমন অন্তসলিলা হইয়া প্রবাহিতা। এবং নিজ সখি কালিন্দী অপেক্ষা উজ্জ্বল শুক্লবর্ণ হইলেও, কোন দিনও আত্মশ্লাঘা করিয়া প্রধান হইতে যান না এবং সপত্নি সখিঘরের নিকট সদা কুণ্ঠিতা ও তাহাদের অন্তরাল দিয়া মুহূ গমন করিয়া স্বকীয় আত্মগোপন এবং তাহাদের প্রধান করিয়াছেন। ভক্তি সেই রূপ সর্বজীবের মধ্য দিয়া গমন করিয়াও কখন আত্মপ্রকাশ করেন না। এবং সর্বজীবের নিকটেই বিনয় নম্র দীনতাভাবে নতশিরে থাকেন ও কখনই আত্মশ্লাঘা করিয়া প্রধান হইতে চাহেন না। আর এই গঙ্গা—যমুনা—সরস্বতী কিনা প্রেম—ভক্তি—প্রীতি—মিলিত হইয়া হইলেন কিনা ত্রিবেণী সঙ্গম এই ত্রিবেণী হল তোমার পিরিত্তি-ক্ষেত্র মহাপ্রয়াগ বা পরমানিবৃত্তি—আর মালিক হলেন বেণীমাধব—কিনা সেই বঁধুয়া। আর গঙ্গা-বক্রণা অসি মিলিত হয়ে হলেন কিনা বারানসী। এই দেবী গঙ্গা তোমার ভক্তান্ন। এ স্থানের গঙ্গা যেমন দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিতা না হইয়া উত্তর বাহিনী হইয়া জীবকে বলিতেছেন—আমার স্বামী মহাসমুদ্র যিনি, বাঁহার জন্ত আমি পাগলিনি হইয়া স্রূর হিমালয় হইতে যাত্রা করিয়া পথের কত কষ্ট, দুঃখ, বেদনা, যাতনা, ষাত, প্রতিষাত, সমস্ত অগ্নান বদনে অকাতরে সহ করিয়া আগমন করিতেছি। সেই আমার স্বামী ভগবান বারিধি—এই ভবায়, অর্থাৎ বারিধী এই সর্বায়—বিশ্বব্যাপী ৩শ্রীবিশ্বনাথ। তাই পথের মাঝে স্বামী চরণ দর্শন পাইয়া সকল দুঃখ কষ্ট তুলিয়া তন্নয় হইয়াছি। তাই আমার গতিও আর দক্ষিণাভিমুখে না হইয়া বিশ্বস্বামীর

চরণে স্থির ও নির্বান প্রাপ্ত হইয়া উত্তর বংহিনী হইয়াছে। জ্ঞানও সেইরূপে বিশ্বব্যাপী সেই বিশ্বস্বামীর শ্রীমূর্তি দর্শন করেন। তাঁহার সর্বজীবেই স্বা—মী—অর্থাৎ আমি সেই—বা সেই আমি—বা সবই আমি এই মহাভাবে সর্বজীবে সর্ববস্তুতে আত্মদর্শনে পরমানন্দ প্রাপ্তি বা মহানির্বাণ লাভ হয়। আর দেবী বরুণা তোমার **কর্ম**। তিনি যেমন দূর দূরান্তর হইতে কত বাধা বিঘ্ন পাইয়াও তবু নিকৃৎসাহ না হইয়া প্রাণপণে কোনদিকে লক্ষ্য কোনদিকে ভ্রক্ষেপ না করিয়া নিজ লক্ষ্য দেবী সুরধনীর চিন্তা করিয়া সেই চরণে উপনীত হইয়া আপনাকে সমর্পণ করিতেছেন কর্ম সেইরূপ সংসারের সকল বাধা বিপত্তি কোনদিকে ভ্রক্ষেপ না করিয়া কোনও ক্রোশে বিচলিত না হইয়া এক মনে এক ধ্যানে নিজ লক্ষ্য সেই পরমপুরুষরূপী সর্বজীবের চরণে আপনাকে সমর্পণ করেন। আর দেবী অসি তোমার **শক্তি**। অসি যেমন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতরা হইলেও নিজ ইষ্টদেবী ভাগীরথীর মহাশক্তিতে শক্তিময়ী হইয়া বিশাল বপু ধারণ এবং সেই শক্তিতে সকল প্রাণিত করিয়া তটবাসীর অশেষ মঙ্গল সাধিত করেন। শক্তিও তদ্রূপ স্বয়ং ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতরা হইলেও সেই পরম শক্তিমানের মহাশক্তিতে শক্তিময়ী হইয়া সকল অসাধ্য অনায়াসে সাধন ও জীবের উপকার করেন। আর এই দেবী—গঙ্গা—বরুণা—অসি মিলিত হইয়া হইলেন কিনা বারানসী! বা মহাসিদ্ধি—ক্ষেত্র অবিস্মৃতধাম বা ওঁ শ্রীশ্রীগুরু-চরণ। মালিক ৬বিশ্বনাথ বা বিশ্বব্যাপী বিরাজমান তোমারি ইষ্টদেবতা ৬বিশ্বনাথ যেমত কাশীধাম হইতে পৃথক নহেন বলিয়া কাশীধামের অবিস্মৃত নাম হইয়াছে সেইরূপ ওঁ শ্রীশ্রীগুরুচরণ ও মহামন্ত্ররূপী-ইষ্টদেবতা উভয়ে পৃথক নহেন একই বস্তু একই সত্তা। এজন্তই মহাসিদ্ধিরূপী ৬শ্রীশ্রীগুরুচরণে অচলা মতি ও নির্ভরতা রাখিলে মহামন্ত্ররূপী-ইষ্টদেবতা প্রত্যক্ষ দর্শন হইয়া চিরশান্তি লাভ হয়। আর দেবী ইড়া—পিঙ্গলা—

স্বপ্না মিলিত হইয়া হইলেন কিনা—কুণ্ডলিনী ক্ষেত্র—দেহ মালিক—  
 পরমায়া। এই ইড়া বা ত্রীড়া অর্থাৎ সঙ্কোচ নাশিনী দেবী হলেন  
 তোমার **ওঁ শ্রীশ্রীগুরুকৃপা**। সাধক যখন মহাসাধনায় নিবৃত্ত  
 থাকেন তখন দেবী মহামায়া নিজ অষ্টবিধ মায়ায় নানা বিভীষিকা  
 দেখাইয়া সাধককে সাধন ভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করেন। কারণ তিনি  
 সাধকের ইষ্টদেবতার আবরণ দেবতা। তিনি সাধককে পরীক্ষা করিয়া  
 দেখেন যে সাধক ইষ্টসমীপে আসিবার যোগ্য কি না? সেই মহা-  
 বিপদ সময়ে যেক্রপ **ওঁ শ্রীশ্রীগুরুকৃপা**রূপিণী ইড়া বা ত্রীড়া নাশিনী দেবী  
 সাধকের অন্তরের সমস্ত ভয় লজ্জা সঙ্কোচ দূর করেন এবং আপনি সহায়  
 হইয়া তাহাকে পূর্ণ উত্তমে সাধন করিবার পূর্ণ শক্তি দান করেন।  
 সেইরূপ **ওঁ শ্রীশ্রীগুরুকৃপা** হইলে জীবও সংসাররূপ মহাসাধন ক্ষেত্রে  
 মহামায়ার—মায়া বিভীষিকার অনুমাত্র ভীত বিচলিত না হইয়া পূর্ণ  
 উত্তমে পূর্ণ উ সাহে মহাসাধনা সংসার সেবা পূর্ণভাবে সাধন করেন।  
 আর দেবী পিঙ্গলা তোমার **নিষ্ঠা**। পিঙ্গলা যেমন অপর দুই সখী  
 স্বপ্না ও ইড়ার সহিত মিলিত হইয়া প্রস্থগ্তা ভুজঙ্গিনী সদৃশা দেবী  
 কুণ্ডলিনীকে জাগ্রিতা করিবার জন্ত সাধকের অন্তরের সকল মিথ্যা  
 কালিমা সকল কপটতারূপী অন্ধকার দূর করেন এবং সং বা সত্যরূপী  
 আলোকদানে—সেই সং বা সত্যরূপিণী মহামায়া দেবী কুণ্ডলিনীকে  
 জাগ্রিতা করেন, এবং সচেতনা সংরূপনী কুণ্ডলিনীকে সহায় করিয়া  
 সেই সং—বা সত্যরূপী পরমপুরুষের সহিত আত্মারূপী সাধকের মহা-  
 মিলন করিয়া দেন। নিষ্ঠাও সেইরূপ জীবকে সকল মিথ্যা ও কপটতার  
 আবরণ হইতে দূর করিয়া সত্য বা সততা দানে সেই সং বা সত্যরূপী  
 পরম পুরুষের সহিত মহামিলন করাইয়া দেন। নিষ্ঠা লাভ হইলেই  
 সাধকের সর্বজীবে সমতা প্রাপ্তি বা সত্যলাভ হয়। তাহার আর  
 এতটুকুও মিথ্যা বা কপটতার আবরণ থাকে না। আর দেবী স্বপ্না

তোমার বিশ্বাস। স্মৃষ্ণা যেমন নিজ সখী ইড়া পিজলার মধ্য-  
বর্তিনী থাকিয়া উভয়কে রক্ষা এবং সহায় করিয়া ধীরে ধীরে কুণ্ডলিনী  
সমীপে আগমন ও সচেতনতা কুণ্ডলিনী সহায়ে ক্রমশঃ সখীদ্বয়কে  
লইয়া উর্দ্ধধামে গমন এবং মণিপুরাদি ষটচক্র ভেদ করিয়া কূটস্থ সেই  
ওঁকার বেষ্টিত পরমাজ্যোতি সম্পন্ন শাস্তিময় দর্শনে পরমানিবৃত্তি বা  
শান্তি লাভ করিয়া স্থির হন। বিশ্বাসও সেইরূপ জীবকে অভয় ও  
নিষ্ঠা দান করিয়া ধীরে ধীরে সেই শাস্তিময়ের দর্শন লাভ করাইয়া  
পরমানিবৃত্তি প্রাপ্ত করান। তুলনা—বালক প্রহ্লাদ শুধু বিশ্বাসবলেই  
স্তম্ভের মধ্য হইতে শ্রীহরি আবির্ভাব রূপ মহৎ আশ্চর্য ঘটাইয়াছিলেন,  
আর মহামায়া স্বরূপিনী দেবী কুণ্ডলিনী তোমার বাহেগুরু  
হরিনাম। যেরূপ কুণ্ডলিনী জাগরিতা হইলেই সাধকের সাধন  
সিদ্ধ অনায়াসেই হইয়া ইষ্টদর্শন হয়। সেইরূপ শব্দ ব্রহ্মরূপী হরিনাম  
চৈতন্যময় হইলে জীবের আর কোনও সাধন ভজন আবশ্যক হয় না  
তাহার অনায়াসেই ইষ্টদর্শন হইয়া শান্তিলাভ ঘটে। কারণ যেই নাম  
সেই নামী, ও যেই নামী সেই নাম। এই নাম ও নামীতে কোনও  
প্রভেদ নাই একই বস্তু। আর এই নাম চৈতন্যময় হইলে তাহার  
শক্তি অন্তরে অনুভূত হয় এবং তাহার কার্য্যকরী ক্ষমতাও ক্ষুরিত  
হয়। এই স্থানে মনকে জিজ্ঞাসা করিলাম শব্দ ব্রহ্মরূপী নাম সদাই  
চৈতন্যময়; তাহা আবার সচেতন কি হবে গো? মন বলিল—এই  
শব্দব্রহ্মরূপী নাম সর্বজীবেরই বিद्यমান আছেন; কিন্তু স্বকীয় মহামায়া  
প্রভাবে স্মৃপ্ত অবস্থায়। যিনি এই নাম কিনা রাম—নামরূপী রাম  
সহিত—রাম রমন্তু রম চিন্তে তু সতত রমনং

সর্বদা রমণং—গমনা-গমনং অর্থাৎ—রমণং এই গমনা-গমনং স্থানে  
প্রস্থানে অহরহ রমন করেন। তাঁহারি মহামায়ার প্রভাব তিরোহিত  
হইয়া; নাম প্রসুপ্ত অবস্থা হইতে জাগরিত হইয়া চৈতন্যময় হয়। এবং

এই নাম একবার চৈতন্যময় হইলে তিনি আর কিছুতেই স্তম্ভ হন না। আর এই অবস্থায় নামকারীর অবিরত নামে বা নামে—নামে—বা নামে রমন লাভ হইয়া নামের মূর্তি স্বরূপতা প্রাপ্তি ঘটে। এই অবস্থায় নামকারীর দেহের প্রতি অনুপরমাণুতেও নাম জলন্ত অক্ষরে প্রতিভাত হয়। পবন নন্দন হনুমান নিজ বক্ষ বিদারণ করিয়া সর্বাত্মে নামের মূর্তি স্বরূপতা জগৎ সমক্ষে বিকাশ করিয়াছিলেন। তরঙ্গীসেনের কাটা মৃণু হইতে উচ্চৈশ্বরে রাম নামের ও সুরথ রাজার কাটা মৃণু হইতে করুণভাবে হরিনামের ধ্বনি উঠিয়াছিল। দুঃখী বালক প্রহ্লাদ শুধু নামের বলেই নির্ভয় ছিলেন। মহাবোগী মহামৃত্যুঞ্জয় দেব মহেশ্বরও নামের বলেই ভীষণ কালকূট অনাগ্রাসেই পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইয়াছেন। সীতাদেবী নামের বলেই অগ্নি পরীক্ষায় বিন্দুমাত্রও ভীত বিচলিত হন নাই। নামের বলেই পবন নন্দন সমুদ্র লঙ্ঘন ও সামান্য বানরে সলিলে পাষণ্ড ভাসাইয়া তুর্জয় সমুদ্র বন্ধনরূপ অসাধ্যকর্ম অনাগ্রাসেই সাধন করিয়াছিলেন। নামের বলেই দেব বাহুকি সপ্তদ্বীপা সসাগরা মেদিনী মস্তক ধারণ করিয়াছেন নামের বলেই অগণ্য মুনি সমুদ্রপানে সক্ষম হইয়াছেন। নামের বলেই চোর রত্নাকর মুনিশ্রেষ্ঠ বাম্বিকী নামের গুণেই ভোলানাথ সন্ন্যাসী নারদ মুনি উদাসী। বিরিক্ষি—বাসুদেব—মহারুদ্র—মহাশক্তি যিনি যাহা করেন সমস্তই নামের বলে। যে নামের মহিমা পঞ্চানন পঞ্চমুখে, ব্রহ্মা চতুর্মুখে, অনন্ত দেব অনন্ত মুখে, সমস্ত দেবগণও—বেদ বেদান্তে বর্ণন করিতে অক্ষম, সেই আমার পাগল করা হরি নামের মহিমা; পাগল আমি তোমায় কিরূপ ভাবে বর্ণনা করিব। তবে জানিও নামই সেই অনাদি, সত্য, স্ব + য + ভূ—বিশ্বব্যাপী। বিরাজমান বিশ্বেশ্বর—মহালিঙ্গ। বিশ্বস্তর—ঐকারকণী ভগবান পূর্বব্রহ্ম নামই যাহা হইতে মহামায়ী মহাশক্তির বিকাশে স্বতঃ—রজঃ—তমঃ—ত্রিবিধ গুণের উৎপত্তি হইয়া এই নিখিল বিশ্ব চরাচরের সৃষ্টি-স্থিতি—পালন—সংহাররূপ অনন্ত মায়ার বিকাশ

হইতেছে। আর ইড়া পিঙ্গলা স্রষ্টা মিলিত হইয়া হইলেন কিনা কুণ্ডলিনী — অর্থাৎ নামের শক্তি। কাজেই এই কুণ্ডলিনী চৈতন্যময়ী হইলেই জীব অনায়াসেই সেই নাম ব্রহ্মরূপী বিশ্বস্তরের পুণ্য জ্যোতির্দর্শনে সক্ষম হন। আর ক্ষেত্র তোমার দেহ—বা সাধনা—। যেমন দেহ ব্যতিরেকে কর্ম হয় না সেইরূপই সাধনা বিনা যিনি যে কণের কর্মী হউন না কেন কাহারও কখন ইষ্ট লাভ হয় না। আর মালিক পরমাত্মা—বা মায়ামুক্ত তোমারি আত্মরাম প্রাণারামরূপী সেই পরম পুরুষ। সেই—সং—চিং— আনন্দময় পুরুষ মায়ামুক্ত, ভূমি মায়ামুক্ত। তাঁহার কৃপায় তোমার এই মায়ার যুক্ততা মায়ার বন্ধন মোচন হইলে, তখন তাঁহাতে তোমাতে মিলন হইবে। তখন ভূমি সেই—বা সেই—ভূমি—বা সব ভূমি বা ভূমিও সব তাঁহাতেই হইবে। আমিও তাই বলিতেছিলাম যে এই তিনটী ধারা একই। এবং তিনিই এক—একেই তিন। ও এই ত্রিধারা ত্রিবেণী সঙ্গম তোমার বাহেগুরু হরিনাম। এই ত্রিবেণী সঙ্গমরূপী হরিনামে স্নান কর দেখিবে বঁধুরূপী মাধব আপনি আসিবেন। এই সঙ্গমে স্নান করিয়া মাধব দর্শন হইলে তাহার আর ময়া বন্ধন থাকেনা। মনের কথা শুনিয়া ব্যাকুল হইলাম। মনকে বলিলাম ওগো আমার পাগল মন—আমার যে কোন সম্বল নাই গো—তুমি আমায় প্রাণভরে এই ত্রিবেণী ত্রিধারা—সঙ্গমে স্নান করাও আমার সকল জালা জুড়াক। আমার শ্রীমাধব দর্শন হক। মন বলিল হবে হবে—নাম কর, নাম কর, অবিরত কেঁদে কেঁদে নাম কর। নাম গঙ্গায়ানে কলুষ কালিমা কাটিলে শ্রীমাধব দর্শন আপনি হবে। তিনি আসবেন এই ভাব, আর অহরহ প্রাণের কান্নায় মিশাইয়া নাম করিতে থাক দেখ নিষ্ঠুর বঁধুয়া আসেন কি না ?



## পাষাণ বঁধুয়া

বঁধুরে চিত্ত হরিষে পিরিতি করিয়ে  
 উদাস করিলি মোরে  
 তোর পিরিতি লাগিয়ে ব্যথিত হৃদয়ে  
 কাঁদি আকুল অন্তরে  
 তুঁহু সরম হরিলি করম ঘুচালি  
 সকল হরিলি মোর  
 তাই তুঁহারি ধেরানে জীবন কাটাব  
 আশিতে সজল লোন্  
 মোর মরমে বেদনা হিয়ার যাতনা  
 জ্বালায় এচিত ভোর  
 তুঁহু নিহুর কপট চতুর বঁধুয়া  
 পাষণ-পরান তোম  
 মোরে কাঁদায় কাঁদায় অনলে পুড়ায়  
 কালি করিলি এ দেহ  
 তোর দয়াল নাগেতে কালিনা লেপিব  
 ও নাম লবেনা কেহ ।

## স্বপনদেশে সর্বনাশ

তুল-তুল-তুল, ফুর-ফুর-ফুর, টুল-টুল-টুল। গা যেন শিউরে-শিউরে, চমকে-চমকে, উঠছে। মাতালের মত এদিকের পা ওদিকে, আর এদিকের পা এদিকে, টলে টলে পড়চে। মনে হচ্ছে যেন কোন স্বপন দেশের স্বপন রাজত্বে এসে পড়েচি। এরা যেন সব স্বপন দেশের লোক। স্বপনে খায়, স্বপনে ঘুমায়, স্বপনে জাগে, স্বপনে হাঁসে, স্বপনে কাঁদে, স্বপনে গাণ গায়, স্বপনে ছন্দে, ছন্দে, তালে, তালে, নৃত্য করে। এদের যেন সবই স্বপনের। স্বপনের মত এরাও যেন স্তম্ভশরীরী ইচ্ছা মাত্রই এই আছে আর এই নাই। স্বপনের মত এরাও যথেষ্ট মনগামী যাতায়াত করে। কিন্তু বাহা হক্ এরা কি সুন্দর? কি নিখুঁত পবিত্র, এদের গায়ে কি সুন্দর ফুলের গন্ধ; চোকের চাহনি কি করুণ, কোমল, অথচ মর্মান্বশী। অধরের হাঁসিটা কি মধুর সরলতাময়, কি মনমোহন; এদের মুরতি গুলি যেন গোলাপ, চাপা ও ছুধ দিয়ে গায়ে রঙ, আর নবনী দিয়ে গঠন তৈরি হয়েছে। এক একটা যেন বালকের হাতের খেলবার সজীব মোমের পুতুলি। এদের চুলগুলি পর্যন্ত যেন সোণার স্রু জালের মত। সেগুলি হাওয়ায় কপালের এদিক ওদিক আসিয়া পড়ায় এদের কতই না ব্যস্ত করেছে, সে শোভাও দেখিতে কত সুন্দর। এদের সবই সুন্দর স্বপন দেশের লোক হলে কি এতই সুন্দর হয় গা? এদের দেখে আমার বুকটা বে ভরিয়া গেল, সকল বেদনা যাতনা, জুড়াইল। আর একটু সামনে বাইলাম। একটা স্বপন দেশের লোক আসিয়া আমার দেখিয়া অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল তুমি কে? আহ-রে মরে যাই-বালাই নিয়ে মরি। কথা গুলি কি মধুর, কি মিষ্টি, যেন স্থা

ঢালা—কথার স্বরেই আমার মকল ক্রেশের শান্তি হইল। আমি বলিলাম আমি কে? আমি—আমি। স্বপন দেশের লোক বলিল আমি কে? আমাদের এদেশেও কেউ আমি আসে না—আমাদের এদেশে আমি এসেছি কেন? আমি বলিলাম তোমাদের দেশে তবে কি আসে। সে বলিল আমাদের দেশে আমি কেহ নাই সব তুমি। আমাদের যিনি তুমি—তিনিই আমাদের সব—আর আমরা লকলেই তাঁর। কাজেই আমাদের এদেশে কেহ কখনও আমি আসে না যদি কখন কেহ আসে তবে তাহাকেও এখানে এনেই তুমি হতে হয়। অতএব তুমি যখন এসেছ কখন তোমার সব আমাদের স্তোত্রকে দিয়া আমি হারাইয়া তুমি হও। কি সর্বনাশ? এ বলে কি গো? স্বপন দেশের লোক বাহিরে এতই সুন্দর ভিতরে কিনা এতই গাঃ এমন করে কি এরা লোকের মাথা খায়। আমার এই এত সাধের আমি—আহা-হা—এই আমিও কিনা বিসর্জন দিয়ে কোথাকার কোন অজানা এদের কে তুমি আছে তাকে কিনা সব দিয়া তুমি হতে হবে? না বাপ্—তা পারব না আমার এ সাধের আমি হারাতে পারব না। তার চেয়ে স্বপন দেশে থাকিবার দরকার নাই দেশের মানুষ দেশে ফিরে যাই। মনে স্থির চিন্তা করিয়া আস্তে আস্তে পিছু ফিরিলাম। কি বিপদ—স্বপন দেশের লোক আসিয়া হাত ধরিল—আবার সেই চিত্তহারী মধুর হাঁসি আবার সেই সুখাঢালা স্বরে বলিল—ও কি বন্ধু! বলি পালাচ্ছ কেন? মনে করিলাম না হয়েছে এইবার আমার দফাটা খেলে। এরা সব রাক্ষসী, ঝাড়ুকরী, মায়াবিনী, ডাকিনী, শেষে ডাইনির হাতে পড়িয়া অপঘাতে প্রাণটা খোয়ালাম গা। কি ঝকঝক করেই এই আজানা দেশে, পা দিয়াছিলাম। আমার এত সাধের সংসার এত সাধের সব আর এই সব চেয়ে সাধের আমার আনি-নাং হয়, সব গেল, চোকে

জল আসিল, হার্ট হার্ট করিয়া ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। স্বপন দেশের লোকত্ব দেখিয়া অবাক্। আমার কান্না দেখিয়া সেও সজল চোকে করুণ কাতর ভাবে বলিল বন্ধু কাঁদচ কেন? ভাবিলাম তাহিত এরা ভাইনি নিশ্চয়—না হলে আমার কান্না দেখে কাদবে কেন? এরা এম্মি করে লোককে ভুলাইয়া তাহার মাথা খায়। বাহা হক আমি এদের মায়ায় ভুলিব না, আর এখানে ভাল মানষিতে হবে না, একটু চোক রাজানির দরকার। চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া আমার হাত হইতে তাহার হাতখানি সজোরে ফেলিয়া দিয়া বলিলাম—বন্ধু, বন্ধু, করচ কেন বল দেখি? কে তোমাদের বন্ধু? আমি পথের পথিক, না হয় পথ চলিতে চলিতে তোমাদের দেশে এসেই পড়েছি। তাই বলিয়া অম্মি তোমাদের বন্ধু হইয়া যাইলাম নাকি? বন্ধু কাকে বলে জান? বিপদে, সম্পদে, মনে, প্রাণে, যে সদা সঙ্গী তাকে বলে বন্ধু। আর আমি কিনা হু এক মিনিট একটু দাঁড়িয়ে কথা কয়েছি ওম্মি তোমাদের বন্ধু হইয়া যাইলাম। তাই বন্ধু, বন্ধু; সন্-সন্ খবরদার—বন্ধু বলে ডেকে আমায় আর বিরক্ত জ্বালাতন করনা। স্বপন দেশের লোক এবার সত্য সত্যই কাঁদিয়া ফেলিল। ব্যাখিত করুন ভাবে সজল চোকে কহিল বন্ধু—ভুল বুঝেছ। তুমি বাহা বলিলে তাহা তোমাদের দেশে। কিন্তু আমাদের এদেশের নিয়ম হচ্ছে, যে আমরা বাহার সহিত তিনবার মাত্র বাক্যালাপ করি সেই আমাদের বন্ধু হয়; এবং আমরা তাহার সুখ দুঃখের সমভাগী হয়ে থাকি। আর তোমার সহিত এতক্ষণ আলাপ করিলাম, আর তুমি কিনা বন্ধু হবে না। কি আশ্চর্যের বিষয়? থাক্ তুমি রাগ করনা, যদি কিছু দোষ করে থাকি, ক্ষমা কর। আর তুমি অনেকক্ষণ এসেছ তোমার কিছু সেবা করা হয় নাই। তুমি এই আসনে বস। আমরা তোমার সেবা করি। স্বপন দেশের লোক ভাল মকমলের আসন পাতিয়াহাত ধরিয়া আমার

আদর করিয়া বসাইল। সোনার গাড়ুতে শীতল জল আনিয়া আমার পা ধোয়াইয়া নিজের আঁচল দিয়া মুছাইয়া দিল। আমার একখানি চাঁদের আলোর মত পরিষ্কার ধবধবে কাপড় পরাইয়া, কপালে অঙ্কুর কস্তুরি মিশ্রিত স্নেহ চন্দন তিলক অলকা, গলায় তুলসী চাঁপার মালার হার দিয়া যথাসম্ভব সাজাইল। সোনার থালায় নানাবিধ ফল মিষ্টান্ন, ও সোনার ঘটতে কর্পূর-সুবাসিত শীতল জল রাখিয়া খাইবার জন্ত অনুরোধ করিল। আমি আহ্বারে বসিলে স্নেহ চামর লইয়া বাতাস করিয়া শীঘ্রই আমার সকল পথশ্রম ক্লান্তি-অবসাদ দূর করিয়া ফেলিল। অনেক পথ চলিয়া আসিয়াছিলাম, বড়ই ক্ষুধা ও তৃষ্ণা পাইয়াছিলাম, কাজে কাজেই আহার গুলি শীঘ্র শীঘ্রই শেষ করিলাম। ফলশুর্লি এক একটা যেন অমৃতের স্রাব। আমার আহার শেষ হইলে সে আচমনের জন্ত আমার হাতে জল দিয়া পুনরায় নিজের আঁচলখানি দিয়া আমার হাত মুছাইয়া দিল। আমার খাওয়া আচমন শেষ হইলে সোনার ডিবায় মহাস্থরভিময় তাম্বুল দিয়া তাহার সেবার সম্পূর্ণতা শেষ ও সেই সঙ্গে সঙ্গেই আমায়ও বিভোল করিল। স্বপন দেশের লোকের সেবার বড়ই সন্তোষ, খ্রীত ও মুগ্ধ হইলাম। গদগদ কণ্ঠে তাহার হাতখানি ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম বন্ধু! আমি তোমার উপর এত রাগ করিতেছিলাম, আর তুমি কিনা আমার উপর কিছুমাত্র রাগ না করে, আমার কান্না দেখে কাঁদছিলে কেন? সে বলিল আমি যে তোমার বড় ভালবাসি। সেই জন্তই তোমায় কাঁদতে দেখে থাকতে না পেলে আমিও কাঁদছি। কি আশ্চর্য্য—? তার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, বলে কি?— আমি এত বিরক্ত এত রাগারাগি করিলাম, আর ও কিনা সেই ঠগুই আমায় এত ভালবেসে ফেললে। না তাহলে এ ঠিকই বন্ধু। বিহবল হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন বদ্ধ করিয়া খ্রীতমনে জিজ্ঞাসা করিলাম বন্ধু! তোমার নাম কি ভাই? সে বলিল আমার নাম স্না—স্না। আমি বলিলাম আর ইহারা মায়া বলিল ইহারা—আমার

এই ষোড়শ সহস্র সঙ্গিনী সকলে আমারি এক এক মূর্তির এক এক অংশ। আমি নিজেই এই ষোড়শ সহস্র মূর্তি ধারণ করিয়া এক এক ভাবে তাঁর সেবা করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারি না। আমার ষোড়শ সহস্র মূর্তির মধ্যে একশত আটজন আমার পার্শ্বসহচরী ও তন্মধ্যে আটজন আমার প্রাণপ্রিয় সঙ্গিনী ও আমারি সমতুল। আমি এই অষ্টমূর্তি ধারণে আমাদের প্রভুর অষ্টমূর্তির সেবা করিয়া থাকি। আমি বাহাকে ভালবাসি তাহার মধ্যেও এই ষোড়শ সহস্র ভাবের বিকাশ হইয়া সেও এই ষোড়শ সহস্র ভাবে স্বতঃস্ফূর্ত হয়। তাহার চিন্তাসারের এই ষোড়শ সহস্র ভাবের চেউ উঠিতে থাকে। কিন্তু তাহা বলিয়াই এই ষোড়শ সহস্র মূর্তিতে যে আমার মূর্তির শেষ হইল এমন নহে। আমি অনন্তা, আমার মূর্তিরও শেষ নাই, আমার রূপেরও তুলনা নাই। আমার প্রভু যখন যে মূর্তি ধারণ করেন, আমিও তৎক্ষণাৎ সেই মূর্তি ধারণে তাঁহারি সেবা করিয়া থাকি এবং ত্রিমূর্তি ধারণে সর্বদা তাঁহার সেবা পূজা ও নাম করি। এক নিমিষ আমি তাহা হইতে বিভিন্ন নহি। যে আমার জানে সে তাঁকে জানে, আবার যে তাঁকে জানে সে আমাকেও জানে, আমরা উভয়ে পৃথক নহি একই। আমি বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভাই বন্ধু? তুমি কিরূপে তাঁহার ত্রিমূর্তিতে ত্রিভাবে সেবা কর। মায়া বলিলেন আমার “প্রথম মূর্তি,” তাঁহার সহিত মধুর ভাবে লীলা করিয়া তাঁহার লীলা সেবা করে। সে মূর্তি সর্বদা তাঁহার সহিত আলিঙ্গিত। সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সহিত সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গও মনে মনে, প্রাণে প্রাণে সব মিশিয়া মধুর ভাবে অবস্থিত। এ মূর্তি আমার যত মূর্তি আছে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও গুঢ় লীলা রহস্তে আবরিত। এবং বিনা সাধনে কাহারও আমার এ মূর্তি চিন্তা করিবার বা মহিমা বুঝিবার সাধ্য নাই। আমি নিজে বাহার প্রতি তাহার কর্মফলে স্প্রসন্ন হই, সেই তখন আমার এ মূর্তির লীলাতর কিছু কিছু ধারণা

করিতে পারে। বাকী সাধনা ব্যতীত কেহই ইহা জানিতে পারে না। আমার “দ্বিতীয় মূর্তি” তাঁহার সহিত সংযুক্ত হইয়া বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, পালন, সংহাররূপ অসাধ্য কৰ্ম্ম অনায়াসেই সাধন করে, এবং অনন্ত মূর্তি ধারণে অনন্তরূপে এবং পূর্ণমূর্তিতে একাই বিশ্বব্যাপীয়া সেই বিশ্বনাথের সেবা করে। আমার এ মূর্তি তাঁহার সঙ্গের সঙ্গিনী, কর্ণের ভাঙ্গি ও সেবারতা দাসী। আমার “তৃতীয় মূর্তি” তাঁহার নামলীলা গানে উন্মাদিনী। তাঁর মধুর নামের মোহন শক্তিতে আত্মহারা। আমার এ মূর্তি বড়ই কমলীয়া, বিকচ কোমল বালিকা মূর্তি। নিষ্পাপ নির্মল ফুলের মত পবিত্র, ফুলের মতই সুন্দর, ফুলের মতই পুণ্য স্মরণীয়। আমার এই বালিকা মূর্তি অবিরাম তাঁহার নাম নৈলা গান করে, কখন বিস্মৃত হয় না। কখনও ক্লান্ত বা বিরক্ত হয় না। আমি এ মূর্তিতে তাঁর নাম গানে নিজে আপন ভোলা পাগল হই, ও বিশ্ববাসীকে তাঁহারি নামে, প্রেমে, পাগল করি। আমি নাম গান করিয়া নাম ব্রহ্মরূপী তাঁহারি সেবা করিয়া থাকি। এই আমার ত্রিভাবে তাঁহার সেবা করা। আমার কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। প্রাণটা কেমন যেন আনন্দানন্দ করিতে লাগিল। মনে হইল যেন কি হারা হইলাম। কি যেন আমার খোঁয়া গেল। মনে করিলাম না হয়েছে, এরা সব মায়াবী, এল্লি করে ছলে, বলে, কৌশলে, আমার সব চুরি করিতেছে। বিরক্ত হইয়া বলিলাম না ভাই, বন্ধু—তোমরা ভাই আমার ঠিক বন্ধু নও, তোমরা ভাই সকলেই চোর। এই সব পাঁচ রকম বলে আমার সব চুরি করিতেছে। দেহজ কিছু মনে করিলে। যদিও তোমরা আমার খুব সেবা করেই; তবুও এ চোরা ব্যাপারে আমি ভাই বন্ধু রাখিব না। বন্ধুরা সকলেই হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহার ও তাহার প্রতি পরস্পরে সজল নয়নে কাতর ভাবে চাহিতে লাগিলেন। মায়া বলিল সে কি—

ভাই ? আমরা চোর ? আমরা তোমায় কি চুরি করিয়াছি ভাই ?  
 আমি বলিলাম তোমরা পূর্বেই ত বাহা বলেছিলে আমার মনে  
 হইতেছে তোমরা যেন আমাকেই চুরি করিতেছ। কি সর্বনাশ, বন্ধু  
 করে, বন্ধুর সর্বনাশ করলে আর কি করবে ? চুরি উহার করে  
 নাই বন্ধু চুরি আমিই করিয়াছি আমিই চোর। এ—কি ! স্তম্ভিত  
 হইলাম। পুষ্প বিভূতিময় জ্যোতিঃতে ও পুষ্প সৌরভে দিক পরিপূর্ণ  
 হইল। এ কি গো—ভূমি ? আমার সেই ভূমি ? ভূমি এখানে  
 কেন ? আমি তোমারি অবেষণে উদ্ভ্রান্তের মত বাহির হইয়া  
 এই বিজন দেশে বন্ধুদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি, তোমার জন্তই ত  
 আমার এই দশা, এই পাগল অবস্থা। আর ভূমি ? মিত  
 দেখি বেণ আনন্দেই রহিয়াছ, কই আমার দেখিয়া তোমার প্রাণেত  
 কিছুমাত্র লাসিল না, পাষণ প্রাণ কিনা—পাষণে আঘাত লাগে না।  
 তা সে বাহা হক্ ভূমিই চোর ? আর ভূমি শুধু চোর নহ চোর  
 চুড়ামণি। ভূমি এমন সিঁদ দিয়া চুরি কর যে পুলিশের বাবাও সন্ধান  
 পায় না বা চোর ধরিতে পারে না। যাক্ ভূমিত চোর বুঝিলাম ;  
 কিন্তু ভূমি আজ আমার বন্ধুদের স্বপক্ষে ওকালতি করিতে এসেছ  
 কেন ? আমাদের বন্ধুতে বন্ধুতে ঝগড়া হক, বা মিলন হক, সে  
 আমাদের হবে, তাতে তোমার কি ? চোর বলিল বন্ধু, আমি যখন  
 নিজেকে চোর বলিয়া স্বীকার করিতেছি তখন আর বিবাদে দরকার  
 কি ? আমার কি শাস্তি তোমার দিতে ইচ্ছা হও দাও আমি তাহাই  
 আদরে লইব। শাস্তি—তোমায় আমি শাস্তি দিব। আমার কি ভুলি  
 কিছু আলাদা রেখেছ যে তাই নিয়ে তোমায় শাস্তি দিব। এইবার  
 আমার কৃপা কর। কামাল, পাগল, আমি ! মহান রাজরাজেশ্বর  
 ভূমি—আমি করজোড়ে তোমার নিকট করুণা ভিক্ষা চাহিতেছি। দানী  
 ভূমি, দুখিনী বালিকাকে ভিক্ষা দান কর। আর তোমায় শাস্তি



দিব। তোমার শান্তি তোমার ঐ চরণ কমল সদাই হৃদে ধরিয়া রাখিব। এক মুহূর্ত্ত তুমি আমাকে তোমার চরণ ছাড়া করিতে পারিবে না। কেমন রাজি আছ কি? এই সময় বন্ধু মায়াদেবী বলিলেন ভাই বন্ধু! শান্তি ঠিকই হইয়াছে। এক মুহূর্ত্তও ঐ চরণ ছেড়না। আমিও আমার সঙ্গিনীগণ সদাই ঐ চরণ প্রয়াসী আমি তোমায় বড় ভালবাসি, তাই বন্ধুর হিতার্থে বলিলাম, সব ভুলিও কিন্তু ঐ চরণ যেন কখনও ভুলিও না। নবীন আশঙ্কক সজল নয়নে আমার হাতখানি ধরিলেন। আমার সমস্ত দেহ, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, বোধশক্তি চৈতন্য যেখানে যাহা ছিল সমস্তই লোপ পাইল। ধর ধর করিয়া কাঁপিয়া সেই বিশ্ববাহিত রাজ্যচরণ কমলে পড়িয়া বাইলাম। আমার সব গেল। আমার সর্বস্ব নাশ হইল, আমার সর্বস্ব আমাকে এইবার হারাইলাম। মায়াদেবী আমার মাথাটা কোলে করিয়া বসিলেন। সমস্ত বন্ধুগণ আমাদের খিরিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাদের সুধা-মাথা কণ্ঠে, প্রাণ গলান মন মাতান, স্বরে বলিলেন ও শ্রীবাহে গুরু বোল, ওঁ শ্রীহরি হরি বোল অন্তরীক্ষ হইতে পুষ্পঝুটি হইতে লাগিল। হরি নামে শঙ্খ, হরিনামে মঙ্গল বাজ বাজিতে লাগিল। মনে হইল যেন কত অসংখ্য, অগণিত, জীব, কত নানা দেহের দেহী, সব এই স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন। সকলের হাতেই মালা চন্দন, সকলের মুখেই হরিধ্বনি। বিশ্বময় কি যেন উৎসব কি যেন আনন্দের সাড়া পড়িল। দেব পবনও সেই পুণ্য-সুস্বাদি ও আনন্দ মাথা মধুর বাহে গুরু নাম ও হরিনাম দিগ-দিগন্তে বিলাইলেন। হরিনামে সারাটা জগৎ ভরিয়া গেল। বিশ্ব ব্যাপিয়া গম্ভীর রবে শব্দ উঠিল ওঁ শ্রীবাহে গুরু বোল। ওঁ শ্রীহরি হরি বোল। কি মধুর, কি চিত্তহারী, কি সুধা ঢালা, আমার এই সর্বস্বহারী—বাহেগুরু নাম—হরি নাম রে—এ নামে

যে আমার সকল পাপ, তাপ, জুড়াইয়া যায় ! ওরে,—জগতে সকলের  
তুলনা আছে, কিন্তু আমার—বাহেগুরু নাম হরিনামের যে আর তুলনা  
নাই। এ নাম শুনিলেই যে আমার চোকে আপনি জল আসে। হরি  
নামে আমার চৈতন্যশক্তি ফিরিয়া আসিল। চাহিয়া দেখি চোর সজ্জন  
নয়নে কত না কাতর, ব্যাধিত দৃষ্টিতে, আমারি প্রতি চাহিয়া দাঁড়াইয়া  
রহিয়াছেন। হরিনামের সুরের বেশ তখন বেশ আমার চারিপাশে  
যেন ঘুরিতেছে। প্রিয়তম—চরণে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া সকল সুরে সুর  
মিলাইয়া প্রাণ ভরিয়া বলিলাম—বাহেগুরু বোল, হরি হরি বোল।  
গেলরে—সব গেল—আমি গেল,—মায়াদেবী গেল, বন্ধুগণ গেল, বিশ্ব-  
বাসীগণ গেল, সব গেল। রহিল শুধু সেই চোর। সেই চোরে সব মিশিল,  
চোরও সবেতে মিশিলেন। আবার দেখিতে দেখিতে চোরের আকৃতি  
গেল। রহিল শুধু জলন্ত অগ্নিনয় রক্তবর্ণ **ওঁকার** এবং তাহারি  
অভ্যন্তরে পূর্ণচন্দ্রমা ছায় দীপ্তিশালী উজ্জল গুরুবর্ণে আমার পাগল করা—

**বাহেগুরু নাম।**

## হরিনাম জগত দেখি

১

( আমি ) হরিনাম জগত দেখি

প্রাতে: প্রকাশে তপ্ত কাঞ্চন তপস্বি  
তাহে হেরি আমার শ্রীহরি বরন  
ভানুরে নিরখি নলিনী হাঁসিলে  
কমলে হেরি শ্রীহরি কমল আঁখি  
হরিনাম জগত দেখি ।

২

অশোকের হেরি হিজুল বরণ  
মনে পড়ে শ্রীহরি রাতুল চরণ  
তাহে স্বর্ণ চাঁপার রং যে মিশেছে  
তাই চাঁপারে আমি এত ভালবাসি  
হরিনাম জগত দেখি

৩

আকাশে ইন্দ্রধনু বিচিত্র শোভন  
তাহে হেরি শ্রীহরি কিরীট ভূষণ  
জলদের বুকে চপলার চমকে  
অবতারণে আগে শ্রীহরির মধুর হাসি  
হরিনাম জগত দেখি

৪

বারিধির বিশাল মহান আকৃতি  
তাহে হেরি শ্রীহরি প্রশান্ত মুরতি  
বারিধির বারির সীমাও বে আছে  
অসীম বারি শ্রীহরি করুণা রাশি  
হরিময় জগত দেখি ।

৫

বিপিনে বিহগের কাকলী কুজন  
তাহে শুনি শ্রীহরি নুপুর ভাষন  
নুপুরের বোল শ্রীহরি, হরি ধ্বনি  
( আমার ) মরমে পরশে আঁখি নীরে ভাসি  
হরিময় জগত দেখি

৬

অস্তরে-বাহিরে সাকারে-নিরাকারে  
সকলে হেরি শ্রীহরি রূপের মাধুরি  
ও শ্রীহরি পাশরি নিমিষ থাকি না  
তাই হৃদয় মাঝারে সত্যত রাখি  
হরিময় জগত দেখি ।

## ধূপ

মুহূর্তে মুহূর্তে আপনা বিলাইয়া পরপ্রীতিতে পরসেবাতে আত্মদান করিয়া কে গো তুমি—? শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত নিরব নিস্তব্ধ ভাবে, কে তুমি—মহা মহান নির্ঝাক শ্রেষ্ঠ মৌনযোগী ? আপনাকে অনলে পুড়াইয়া শেষ নিশ্বাসটী পর্য্যন্ত পরতৃপ্তিতে দান করিতেছ ? তোমার এ ত্যাগ তোমার এ মহত্ব কেবল ঐ তোমাতেই দেখিতে পাই। এমন করিয়া মৌনব্রতে শেষ সময় পর্য্যন্ত স্বকীয় সৌরভে দশদিক আমোদিত করিয়া দশদিকবাসীকে পুণ্যভাবের ভাবুক করাইয়া অনলে আত্মাহুতি কেবল ঐ একমাত্র ধূপ তুমিই দাও। তুমি কাহার প্রতিষ্কার অপেক্ষা কর না। কোন স্বার্থ কামনা তোমার নাই, কাহার ভয়ে ভীত হইয়া স্বকীয় কর্তব্য কর্ত্ব হইতে বিরত হও না। হে কর্মযোগী ! তোমার সাধনাই হইতেছে—জগতকে ত্যাগী, সত্যাপ্রয়ী, নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থবান হইতে শিক্ষাদান। হে মহাসাধক ! তুমি জান যে সর্ব্বরূপী সর্ব্বেশ্বরের সেবা কিরূপভাবে করিতে হয় ! তুমি জান, কিরূপে আত্মাভিমান দম্ব মদগর্ব্ব সব অনলে পুড়াইয়া আত্মবিসর্জ্জন দিতে হয়। তুমি নিজে মহাসৌরভময়, মহাপুণ্যবান, কিন্তু কত দীনাতিদীন ভাবে আত্ম উৎসর্গ করিতেছ। কোনও অহং—ভয় আসিবার নিমিত্তই, তুমি কঠোর মৌনব্রত লইয়া কর্তব্য কর্ম অচল, অটল ও দৃঢ়ভাবে সম্পাদন কর। হে নীরব কর্মী ! ইহা তোমার সুমহান কর্মেই প্রকাশ। হে মহাতাপস ! তুমি স্বয়ং অকাতরে অবাচিত ভাবে আপনাকে কর্ম অনলে পুড়াইয়া সেই বিশ্বরূপী বিশ্বনাথ ওঁ শ্রীবাহেগুরু শ্রীহরির তৃপ্তিসাধনরূপ মহা তপস্তা কর। এ নিমিত্তই হে পবিত্রবান ! তুমি সর্ব্বলোকের নিকট এত সম্মানীয় এত প্রীতিপ্রদ। হে মঙ্গলময় ধূপ ! তুমি যে কোন মঙ্গলক কর্মেই থাক তাহা

বড়ই আনন্দ পুণ্যময় হয়। এবং তুমি না থাকিলে কোন কর্মই যেন  
 লাভহীন দেহ—ও শিবহীন যজ্ঞের জ্বায় সুসম্পন্ন হয় না। হে মহাবীর !  
 আমি তোমার বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তোমার সহিত সখ্য স্থাপন করিতেছি ;  
 তুমি আমার এই সখ্যতা, বীরের কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ কর। এবং  
 প্রতিদান স্বরূপ আমায় তোমার মত নিরব নিস্তদ্ধভাবে আত্মবিসর্জন  
 ও স্বার্থত্যাগ করিতে শিক্ষাদান কর। হে আদর্শ শ্রেষ্ঠ ! তুমি এত  
 মহাসংঘমী বলিয়াই ত তোমায় এত ভক্তি করি, ভালবাসি। হে বন্ধো !  
 এবার আবার যখন তোমার উপাদান হইবে, তখন আমিও তোমার  
 সহিত মিশ্রিত হইয়া তোমার সৌরভ আর পুণ্যময় ও বৃদ্ধি করিয়া তোমার  
 সহিত তোমার মত মহাব্রত ধারণ করিয়া শেষ নিশ্বাসটী পর্য্যন্ত কর্ম  
 অনলে আত্মদান করিয়া সর্বজীব সেবারূপ সর্বোৎকৃষ্টের আর্চনায় নিযুক্ত  
 থাকিব। হে মহা উদার ! হে মহাপ্রাণ ! হে বন্ধু ! আমার প্রণাম  
 ও হৃদয়তা গ্রহণ কর কিন্তু দেখিও আমায় যেন ভুলিও না।

## সম্ভাষণ

কিসের তরে ঘুরিস্ এত ওরে আমার মন ?  
 কার বা ভূমি ? কেবা তোমার ? কিসের প্রয়োজন ?  
 কিসের এত হাঁকাহাঁকি—কিসের এতই লাফ—  
 দেখার মত দেখরে চেয়ে ছুনিয়াটাই ফাঁক ।  
 কিসের এত ছুটাছুটি—কিসের এতই কাজ—  
 কিসের তরে অধীর হয়ে পরছ নানান সাজ ?  
 কিসের লাগিরে অন্ধ হয়ে—ধর্ম্মে আঘাত করি—  
 ভাই হয়ে ভাইয়ের বৃকে—দাও বিষম ছুরি ?  
 অর্থ ! তোমার এতই বড় ?—এই জেনেছ সার ?  
 তাই—পরামর্শ ভুলে গিয়ে করছ হাহাকার ।  
 যে আনন্দ পাবার লাগিরে—ঘুরছ ত্রিভুবন ।  
 হৃদয় মাঝে দেখরে সেই সৎ চিদানন্দ-ধন ।  
 পাগলী বলে—শোন আমার ক্ষেপা পাগল মন—  
 অহঙ্কারের হননা ঠাকুর—ভক্তের জীবন ।  
 আমি ও আমারে—তঁারে সুঁপিয়ে হও যদি তাঁর  
 আপনি আসিয়ে দেবেন ধরা—বাহেগুরু হক্কি ।

## তুমি আমার কত ভালবাস

প্রাণের স্পর্শ প্রাণের নীরব ভাষা প্রাণের বোধগম্য। প্রাণের পুলক প্রাণে প্রাণেই হয়, ইহা বাহিরে প্রকাশ করা কিরূপে সম্ভব। আমার প্রাণের দেবতা! আমি কিরূপে তোমার ভালবাসা বর্ণন করিব; ইহা যে আমার বর্ণনাতীত। আমার সে ভাব নাই সে ভাষাও আমি জানি না। ইহার করনাতোও আমার এ পোড়া চোখে আপনি জল আসে। তুমি যে আমার সারাটা তলুতেই বেষ্টিত, তাহা আমার প্রাণ বুঝিতে পারে; তোমার স্পর্শ আমার প্রতি অঙ্গেই পুলক শিহরণ আনিয়া দেয়; সর্বদেহে রোমাঞ্চ আঁখিধারায় বক্ষ প্রাবিত, পুলকানন্দে বাকরুদ্ধ হয়। আমি বখন অনাথ, অক্ষম, দুর্বল, শিশু ছিলাম। তখন তুমি যদি জননীর হৃদয়ে তোমার স্নেহ কণিকা দান না করিতে—তবে কিরূপে আমার জীবন রক্ষা হইত? তোমারি স্নেহধারা মাতৃ হৃদয়ে শতধারায় বহিয়া আমার আজ পর্যন্ত প্রাবিত করিতেছে। প্রিয়তম—এবে তোমারি বাৎসল্যরূপী ভালবাসা। তুমিই বিবেকরূপে শিক্ষা দিয়াছ মায়াময় জগৎ মিথ্যা—তুমিই একমাত্র সত্য অব্যয় অবিনাশী; তত্রাচ তুমি সর্বজীবে সর্ববস্তুতে পূর্ণ ভাবেই বিরাজমান। তুমি ক্ষুধাতুরকে নিষ্কের মুখের অন্ন দিবার জন্ত মনে মনে বলিয়া দিয়াছি। তুমিই ভয়ান্তকে অভয় দিতে বিপদগ্রস্তকে বিপদ হতে রক্ষা করিবার জন্ত তোমারি শরণাগত হইয়া কানিতে শিখাইয়াছ। তুমি আমার সংসার সমুদ্রের শত তরঙ্গ শত তুফান—মায়ী প্রান্তরের শত ঝটিকা শত মরিচিকা হতে রক্ষা করিয়াছ। মায়ী নাট্যশীলে তুমিকা আরম্ভ করা হইতে আজ পর্যন্ত তুমি জননী, সখা, গুরু, এবং শিক্ষকের ছায় আমার সর্বদা



উৎসাহিত—পরিচালিত—প্রবোধিত—শাসিত ও রক্ষা করিয়াছ। আমি যখনি যে কোনও বিপদে পড়িয়া তোমায় স্মরণ করিয়াছি তুমি তৎক্ষণাৎ অন্তরে সাড়া দিয়া আমায় অভয় দিয়াছ। ওগো আমার অন্তরের অন্তর্যামী অন্তরের দেবতা তোমায় সহিত অন্তরে কথা কহিয়া কত সুখ, কত শান্তি, কত তৃপ্তি যিনি তোমায় সহিত অন্তরে অহরে—কথা কহিতে জানেন তিনিই এ মর্শ্ব উপলব্ধি করিতে পারেন। আমি যখনি ধংসের পথে ছুটিয়াছি, তুমি তখনি ভীষণ ক্রকুটি শাসনে শাসিত দ্বারা; আমায় নিবারণ করেছ। আমি যতবারই তোমায় কোন নিবারণ না শুনিয়া পাগলের মত যথেষ্ট ছুটেছি; তুমি ততবারই কিছুমাত্র বিরক্ত না হয়ে আমার হাত ধরে কতনা আদরে নিজের কাছে টানিয়া এনেছ। আমি যখন যে কোন দুঃখে অভিভূত হয়ে কাঁদি; তখন তুমিও আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া কাঁদিতে থাক; আমার আঁখিধারার সহিত তোমারও নেত্রধারা মৃস্তাফল শিশির বিন্দুর স্থায় অবিরত ঝরিতে থাকে। তুমি তখন দয়ার্জি বিগলিত চিত্তে—কতই স্নেহ বদ্ধে আমার অশ্রুজল-করকমল দ্বারা মোচন কর। আমার হৃদয়ে কত শান্তি প্রাণে কত সান্ত্বনা দাও। আমি তখন তোমারি করুণায় আমার সকল দুঃখ বেদনা ভুলে যাই। রোগ শয্যায় পড়িয়া থাকিলে মনে হয় তুমি বেন আমার মাথার শিরের বসিয়া আমার সকল বেদনা যাতনা নিজ করুণ দৃষ্টিতে হরণ করিতেছ। আমার সারা অঙ্গে তোমারি অভয় হস্ত স্পর্শ দিয়া আমার রোগ যন্ত্রণা দূর করিতেছ। আমার প্রাণ সখা! কেহত তোমার মত আমায় এত ভালবাসে না। হাঁসিগুণে আমার শত অপরাধ শত ক্রটি সহ্য করে না। সংসারের সকলের সঙ্গেই ত দেখি দেনা পাওনার সম্বন্ধ। সামান্য অপরাধে সামান্য ভুলেও দেখি সকলেই বিরক্ত ও রাগান্বিত হয়। কেহত কই তোমার মত আমার শয়নে—স্বপনে—জাগরণে—বিচরণে—বনে—প্রাণে সদা সঙ্গে সঙ্গে থাকে না। আমি এমনি করিয়া যতবার

আসিলাম, তুমি ততবারই আমার সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়াছ। আবার আমি যতবার যাইলাম তুমিও ততবারই সঙ্গে সঙ্গেই গিয়াছ কই একবারও আমার উপর রাগ কিম্বা বিরক্তি প্রকাশে আমায় ত্যাগ করিয়া সঙ্গ ছাড়া হও নাই। ওগো আমার সঙ্গের চিরসঙ্গী—আমার সাধের—চিরসাথী। কে আমায় এমন করিয়া তোমার মত ভালবাসিতে পারে ? তোমার ভালবাসা অফুরন্ত ইহা ফুরাইবার নয় ; তোমার ভালবাসা নিষ্কামও নিৰ্ম্মল ফুলের মত পবিত্র অথচ প্রাণঢালা। তোমার ভালবাসায় জীব পুণ্য পবিত্র হৃদয় হয় এবং তাহার প্রাণে ত্রিদিব ছুৰ্জ্জিত প্রেমের সঞ্চারে কাম, কামনা ত্যাগ হইয়া পরম আনন্দ পরম শান্তি লাভ হয়। সৰ্ব্ব বস্তু বা সৰ্ব্ব বিষয়ের তুলনা আছে কিন্তু হে আমার—অতুলনীয় দেবতা। তোমার ভালবাসার তুলনা নাই ইহা অমর জগতেও অতুলনীয়—। ইহা প্রাণে প্রাণে হয়, তোমার ভালবাসার পুলক—আনন্দ—কেবল তুমি জান আর যে তোমায় ভালবাসে সেই জানে। তোমার ভালবাসা—তোমার কৃপা ব্যাতিরেকে বিনা সাধনে কাহারও লাভ হয় না। আমার আরাধ্য দেবতা! আমি তাই বলিতেছিলাম গো! আমি কেমন করিয়া বলিব যে—তুমি আমার কত ভালবাস।

## গোপন দেখা

রূপ লাগি তোর আঁখি বুঝে বঁধু—

## শুণেতে পরাণ ভোর

হেবিলে সে রূপ পিয়াস মিটেনা

বাকুল চিত চকোর

ঐ রূপ হেরিলে আপনা পাশবে

## তুলনা পাগল ভোলা

( তোর ) রূপের লাগিয়ে পাগল হইয়ে

পরেছে হাড়ের মালা!

হৃদয়ে ধরিয়ে রাখিতে তুঁহারে

जगद्गुरु इत्युक्तं वासना

যুগ ও যুগান্তে জনমে জনমে

नामो इव ए कामना

ହାର କରିବା ତୋରେ ବନ୍ଧେ ଧରିବ

## চন্দন রূপেতে ভাষে

( তোরে ) তাম্বুল করিরা অধরে রাখিব

কাজল-চোকেরি-কোলে ।

সি ন্দুর করিয়া তু হারে বঁধুরা

## রাখিব মোর মাথায়

( তোরে ) ভুষণ করিলা পরিব অঙ্গেতে

वर्ति 'अक्ष ज्ञाना साक्ष

বিনাইয়া মাথার চিকনি বেগী

তুঁ হারে করিব ফুল

( আমার ) সারাটি তলুতে পরশ তুঁ হার—

মিশে স্খা-সমতুল

( বধুরে ) কেহ না জানিবে কেহ না দেখিবে

তোরে-রাখি হিয়া-তলে

সমাহিত-চিত্তে গোপনে দেখিব

অন্তরের-অন্তরালে —

## জয়-পরাজয়

## ১ম

ওকি ?—ও ?—থামলে কেন ঠাকুর ?—থামলে চলবে না—এ যে সাধন—সমরাজন—এখানে আমার কি প্রয়োজন আছে ? যুদ্ধ কর, যুদ্ধ কর, মহান রাজরাজেশ্বর তুমি—অনেক অস্ত্র-শস্ত্র সৈন্য-সামন্ত তোমার আছে, মহা বোঁদ্ধা তুমি যুদ্ধের কায়দাও জান ভাল, সেইজন্তইত, সসৈন্তে, সবাহনে, সঅস্ত্রে, সপারিষদে, যুদ্ধ করিতে এসেছ । বিশ্বরাজ তুমি, বিশ্বের সমস্ত শক্তি রাজভক্তি দেখাবার জন্ত দশ দিকপালরূপে দশমহান শক্তিদারী হয়ে এসেছ । আর স্তাবক, বন্দীগণ, চারণ, পদাতিক্, হাতী, ঘোড়া, লোক, লঙ্কর, রথ, বাঘ, বাজনা, বাপ্পে বাপ্প—গুণে আবদেখে শেষ করতে পারি না ; সব সঙ্গে এসেছে । তা ঠাকুর ? এত ঘটাকারে এসেছ কেন—? অনাথ দীন হুঃখি বধ করিতে অনাথনাথ—দীনবন্ধুর এত আড়ম্বর—এত জাঁকজমক কেন ? কাঙ্গালকে নিধন করিতে কাঙ্গালের ঠাকুরের এত সাজসজ্জা কেন ? তুমি একা এলে ত বেশ ইত । না—তুমি কত বড় রাজা, তাহাই দেখাইবার জন্তই কি এই এত-আয়োজন প্রকৃত ? তা বেশ ত । তবে থামলে কেন ? একদিকে বিশ্বের সমস্ত শক্তি তোমার চরণে উপনীত হইয়া তোমার, আর অল্পদিকে কাঙ্গালের সমস্ত শক্তি কাঙ্গালের সর্বস্ব হরিনাম আমার । তবে থেমনা যুদ্ধ কর, যুদ্ধ কর ।

উঃ একি—? কি ও ? কি ভীষণ শব্দ হল, সহসা—একি ? এ কি জ্যোতি—এ জ্যোতিতে যে চোখে ধাঁধা লেগে গেল, মনে হচ্ছে যেন

শত সূর্য্যের একসঙ্গে উদয়ে সমস্ত জগৎ লোহিতাভ হয়ে উঠেছে। কি-ও ?  
 ও কি ? ভীষণ অকুটীধারী—মহাতেজোময় অর্দ্ধসিংহ অর্দ্ধ মনুষ্যরূপী  
 জ্যোতীর্ষ্ময় মূর্ত্তি। কি ভীষণ হুনিরিক্ষ বদন মণ্ডল, মনে হচ্ছে যেন  
 অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড এই বদন-গহ্বরে। কি চন্দ্র সূর্য্য অগ্নিময়  
 ত্রিনেত্র, মস্তকে মহানাগ বাসুকির জলন্ত ফনাঁসম কি ভীষণ জটাজাল,  
 বক্ষে জলন্ত পাবক সম দীপ্তিশালী কি তেজোময় ব্রহ্মণ্যতেজ, ব্রহ্মণ্যশক্তি—  
 উপবীত ; কি শক্তিময় সহস্রবাহু, সহস্র বাহুতে সহস্র অস্ত্ররূপে সহস্র  
 শক্তির বিকাশ। নররূপী কমলচরণে তুলসী চন্দনের কি মহাসৌরভ,  
 চম্পকদামের কি মহাবেষ্ঠন। কি উজ্জ্বল গুরুবর্ণ, কি স্তম্ভর স্বর্ণাভাসুন্দর  
 পীতাম্বরধারী হইয়া কঠোরেও কি কোমল মধুর ভাব। সমস্ত গাত্ররঙ্গে  
 ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন দেবতা ও জগৎ বিরাজমান হইয়া কি আশ্চর্য্য  
 দৃশ্য। কিন্তু কি ভীষণ সিংহনাদ ; সর্ব্বোপরি প্রলয় কালীন মহাশমুদ্রের  
 ত্রায় কি ভীষণ গর্জন—উঃ উঃ কি শব্দ ; কি ভীষণ অট্টহাস্য, গেল, গেল,  
 সব গেল, ব্রহ্মাণ্ড কটীহ বুঝিবা বিদিগ্ধ হল। এক সঙ্গে শত বজ্রাস্রাভ,  
 শত উদ্ধাপাত হল। কালাগ্নির মত মহাতেজশালী মহারাবির আবির্ভাবে  
 গগনের রবি স্নান হইয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। সমস্ত গ্রহানচর  
 অস্তরীক্ষ হতে ছিড়িয়া পড়িবার উপক্রম হইল। পশু-পক্ষী তরু  
 লতাদি হইতে দেবতা মনুষ্য মুনি ঋষি পর্য্যন্ত যাবতীয় চরাচর বাসীগণ  
 ত্রিলোক রক্ষার জন্ত মহাভীত ও ত্রাস্ত হইয়া উঠিলেন। বিশ্বস্তরের  
 আবির্ভাবে ত্রিলোক টলমল করিতে লাগিল মহাজ্যোতীতে সব জ্বলে  
 পুড়ে বা গেল—গেলরে সব গেল,—চতুর্দিক হইতে সব উঠিল স্তব কর,  
 স্তব কর। সকলেই মহাভীত হইয়া কাতর চিত্তে দ্রুত করে স্তব  
 করিতেছেন ও আমায় স্তব করিতে বলিতেছেন। স্তব করিব—?  
 স্তব আমিই জানি না। আমার স্তব আমার সবই বৈ এই হরিনাম।  
 এই হরিনাম ছাড়া আমার ত আর কিছু নাই। কিন্তু তোমরা ভয় করনা—

ভয় করনা, আজ আমি এ সাধন-সমরে তোমাদের সকলের চরণ  
রেণু শিরে ধারণ করিয়া শুধু ঐ হরিনামের বলেই শ্রীহরির সমস্ত  
শক্তি সমস্ত তেজ হরণ করিব। তোমরা ভয় করনা স্থির হও।

## ২য়

উঃ জলন্ত অগ্নিসম কি ভীষণ তেজ আমার উপর পতিত হয়ে, সমস্ত  
অঙ্গ ঝিম ঝিম করে শরীর অবশ হয়ে আসছে সমস্ত ইন্দ্রিয় শিথিল  
হয়ে মোহ মুচ্ছা উপস্থিত হচ্ছে। কে গো—? কে তুমি? আমার  
সমস্ত শক্তি হরণ করে নিচ্ছ?—কে=তুমি? এস, এস, সামনে এস  
অত দূরে কেন? কাছে এস, সমস্ত বিশ্ব সম্ভাপিত করে আজ এই  
নৃসিংহ মূর্তিতে আবিস্তৃত হয়েছ কেন প্রভু? আমার সংহার করিবার  
জ্ঞাত কি? যদি তাহাই হয় তবে এই বুক পাতিয়া দিতেছি;  
তোমার সহস্র হস্তের যে শক্তি দিয়া আমার বধ করিতে ইচ্ছা হয়  
তাহাই কর। তোমার চরণে চিত্ত স্থির করিয়া আমার যদি তোমার  
হাতে এ জীবন যায় সেও খুব ভালই হবে। আমার উত্তম গতি  
কি না তোমাতেই নয় হইবে, কারণ তুমি যে—হতারি-গতি  
দাস্যকঃ।

কিন্তু তোমার যে অনাধনাথ নামে কলঙ্ক হবে। না—না—তা হবে  
না—প্রাণ থাকিতে তোমার নামে কলঙ্ক কিছুতেই হতে দিব না। আজ  
আমি এ-সাধন সমরে তোমার নামের বলেই তোমার সমস্ত শক্তি  
সমস্ত তেজ হরণ করিব, নাম ব্রহ্মরূপী তুমি—তোমার নামের  
শক্তিতেই—আজ তোমায় আমি পরাজিত করিব। বিশ্ববাসী দেখিবে  
হরি—বড়—কি হরিনাম—বড়। থাক—থাক যোগীমুনির, সাধনার ধন,  
ভোলানাথের প্রাণরমণ হরি—পাক ঐ ভাবেই থাক; আমি একবার

ভাল করে ঐ কোমলে কঠোর মূর্তিখানি প্রাণভরে দর্শন করি। কি ভয় দেখাও—ঠাকুর? তোমার নাম যদি শিরে ধরি, তোমার চরণ যদি হৃদে রাখি, তোমার কোনও মূর্তিকেই ভয় করিনা,—ঠাকুর,—আমি প্রস্তুত—কি দিয়া আমার নিধন করিবে কর। আবার—একি-? এ আবার কি? কোথায় গেল আমার কোমলে কঠোর ঠাকুর রে। এ কি মধুর ধ্বনি? কি মিষ্ট কি মধুমাখা কি সুধা ঢালা ধ্বনিরে—প্রাণ যে ভরে গেল এ মোহন তান—এ পাগল করা সুর লহরী—বেন নিকট হতেই আসচে; ঐ যে সুরের মর্মস্পর্শী অন্তর্ভেদী তান কাছেই আসচে—ঐ যে কে গায়—বাহেগুরু রাম—

বাহেগুরু রাম—

রাম রাম হরে হরে।

কে গায়? এমন সুধামাখা কণ্ঠে প্রাণ স্তম্ভীত করে এ নাম কে গাইল রে? কে গেয়ে চলে গেল? কই কেউত নাই, তবে একি স্বপ্ন? না, না, স্বপ্ন কেন হবে—এ বে জলন্ত সত্য—প্রমাণ স্বরূপ তরলতা সকলও যে এ নামের ধ্বনিতে নতশির হয়ে শিশির বিন্দুরূপী অশ্রুবর্ষণ করছে। তবে কই সে কোথা গেল—আগিত কই দেখতে পাচ্ছি না। ওগো—কে-গো? কে তুমি আমার পাগল করে চলে গেলে—তোমার গান যে আমার মরম ভেদ করে হৃদয়ের সপ্তম পর্দায় আঘাতে সুরের ঝঙ্কার তুলেছে, এ যে আপনি বাজছে, কিছুতেই থামছে না। ঐ যে আবার—আবার সেই মোহন সুরে—আবার ঐ গান বাহে গুরু রাম,

বাহে গুরু রাম—

রাম রাম হরে—

ওগো এস-এস—আমার পাগল করা রাম-রূপী নাম—নামরূপী রাম এস—কাছে এস, আমার পাগল করে আর চলে যেও না।



ঐ যে আসচে,—অন্তরে বাহিরে—নামের মূর্তিতেই আসচে, কিন্তু এবার ত  
 একার কর্তৃ নাম নয়, এ যে অসংখ্য কর্তৃর সুর আসছে।  
 অসংখ্য কর্তৃ কর্তৃ মিলাইয়া সমস্তরে, জগৎ মাতাইয়া, নানা বাস্তবের  
 আলাপে মোহন রাগিণীতে আলাপ রাখিয়া বিভোল আত্মহারা—পাগল  
 পাগা—সমুদ্র বরুদের মত অগণিত ভক্তসঙ্গে ঐ বে নাচিতে নাচিতে  
 ঢলিয়া ঢলিয়া অঙ্গ এলাইয়া, মোহন হরিনাম বিলাইয়া ঐ যে কিশোর  
 রূপে মোহন তহু—কিশোর মোহন সে আমার আসচে—। ঐ যে  
 নিকট হতে নিকটতর হয়ে আসচে ; আমার দেহযন্ত্রী নিচল, নিথর,  
 শীতল, অবশ হয়ে গেল যে। ওগো—এস—এস - কোথা গেল  
 তোমার ভীষণ মুসিংহ মূর্তি ; কোথা গেল তোমার যুদ্ধ সাজ ? এ—  
 আবার কি লীলা লীলাময়—? এস—এস—কাছেই—এস—অত দূরে  
 কেন ? অত দূরে থাকে কি ? একি—? এ যে দেখি শুধুই নাম—শুধুই  
**বাহেগুরু নামে** জ্যোতিষ্ময় দেহ, না—না—এ যে দেখি লীলা-  
 বিগ্রহরূপী দেহধারী—না—তাহাও ত নয় এ যে—দেখি অসংখ্য ভক্তের  
 অসংখ্য ইষ্টরূপে কেবল অসংখ্য নাম—না, না, এ যে আমারি সর্বস্ব  
 গো—না একি হল ? তাহাও ত নয়—এ যে হরিনাম দেখি—সুন্দর  
 মোহনরূপে আলো করে আমার প্রেমের ঠাকুর হৃদয় মোহনরে। ওকি—?  
 অমন করে চেয়ে চেয়ে হাঁসচ কেন গো ? হেসনা, হেসনা—তোমারি জয়  
 আমারি পরাজয় হয়েছে। তুমি যে বিনা যুদ্ধেই আমার সবই দখল  
 করেছ সখা। আমি যে স্বয়ং অবাচিতভাবে তোমার কাছে পরাজয়  
 স্বীকার করিতেছি। আবহমানকাল পর্যন্ত, তোমার জয় হউক প্রভু—  
 আমি যুগে যুগে তোমারি নামে আত্মহারা ;—তোমারি প্রেমে বন্দি ;—  
 জনমে জনমে তোমারি রাসাচরণে—**প্রাজ্ঞিতা দাসী**।

## সকলে তুমি আছ

সকলে তুমি আছ—আছে সব তোমায়  
মারামুগ্ন অন্ধ আঁখি দেখিতে না পার।

আছ—অসীম আকাশে ভানুর ছটায়,

আছ—অনন্ত অসংখ্য নভো-তারকায়,

আছ—হিমাংশু স্রবায় জলদেরি গায়,

আছ—বিটপি শাখায় পুষ্প কোমলায়,

তোমারি রূপের বিভূতি বিকাশ হয়।

আছ—অনল-উজ্জলে পবন হিল্লোলে,

আছ—হিমাদ্রি অচলে বারিধি কর্লোলে,

আছ—ভূধরে—প্রস্তরে পর্বত কন্দরে,

আছ—বিহগ স্রবের লহরে লহরে,

তার। ) তোমা প্রেমে মাতিয়া তোমা মহিমা গায়।

আছ—কঠিন পাষাণে দীপ্ত হতাশনে,

আছ—নিবিড় কান্ননে প্রান্তর বিজনে,

আছ—গ্রহরূপেতে তুমি ব্যোম-গগনে,

আছ—বিজলী-রূপেতে জলদ-সদনে,

উজ্জল রূপ তোমার ক্ষণিকে মিলায় !

আছ ক্ষত্রিয় শৌর্য্যতে মহান বীর্য্যতে,

আছ শূদ্রের সেবাতে ব্রাহ্মণ ঐর্ষ্য্যতে।

আছ নারীর দয়ায় সাধুর ক্ষমায়,  
 আছ শিশুর হাসিতে শুদ্ধ সরলায়—  
 পবিত্র তোমার মূর্তি প্রকাশ পায়।  
 আছ ভক্তের সাধনে ইষ্ট আরাধনে,  
 আছ প্রণয় মোহনে অতি সজোপনে,  
 আছ জননী বক্ষেতে স্নেহমা সিঞ্ঝনে,  
 আছ কালের করাল ভৈরব বদনে,  
 সর্বরূপে তনু তব মায়াতে লুকায়।

## আমি কি তোমার হব না ?

১৯

ও ঠাকুর ! ও ঠাকুর ! অত তাড়াতাড়ি কোথা যাচ্ছ ? এত ব্যস্ত এত ব্যাকুল এত আগ্রহ সহকারে বাওয়াটা কোথা হচ্ছে ? আহা একটু দাঁড়াও না গা। আমায় না হয় খুব চুপি চুপি আস্তে আস্তে বলেই যাওনা, যে কোথায় যাচ্ছ—? এত লাজ কিসের—? এঁয়া—কি বলিলে—কি বলিলে ভাল করে বল ; শুনতে যে পাইলাম না, এঁয়া—কি—কি—তোমার কাজ আছে, দাঁড়াবার সময় নাই। কি আশ্চর্য্য—অবাক করলে বাহক্ তুমি ? তোমার আবার কাজ আছে ? আমিত তোমার দুটো কাজ ছাড়া আর কিছু কাজ আছে বলে মনেই করতে পারি না। প্রথম—যে তোমায় সব ছেড়ে ভালবাসবে তার সর্বস্ব হরণ করা—দ্বিতীয় তাকে সারাজীবনের যতন কাঁদান। দেখ মনে করে, নয় কি ? ঠাকুর !

তোমার জন্ত ভোলানাথ সর্বত্যাগী, বোগী, ভিখারী, তাঁর অপরাধ, তিনি তোমায় প্রাণ—তোমাছাড়া আর কিছু জানেন না। তুমি তাঁর সাধনের ধন, জীবনের জীবন, তুমি তাঁর সর্বস্ব। সেই জন্তই তুমি তাঁকে পাগল করেছ। সারাজীবন কাঁদাইয়াও নিস্তার দাও নাই শেষে কিনা শ্রমশানে, শ্রমশানে তোমারি বিরহে পাগল শঙ্করকে পঞ্চভূতাত্মক দেহের শেব পরিণাম কিনা ছাই—তাই বিভূতি অর্থাৎ—ঐশ্বর্য্য বলে গায়ে মাখাইলে। তোমারি সৃষ্টির কিছুই তুমি ছাড়া নহে বলিয়াই কি নামে—প্রেমে পাগল—ভোলাকে অহরহ ঐ ছাই—ঐশ্বর্য্য বলেই মাখাচ্ছ, পর্ত্ত নন্দিনী রাজহুলালি গোরিকেও কিনা বালিকা বয়সে

ষোণিনী সাজাইয়া পাগলার সঙ্গে পাগলী করেছে। [পাষণ ভূমি শ্রীহরের—আর বাকী কি রাখলে? আবার দেখ্ ঐ নারদমুনি বেচারিকে চিরকালটাই আইবুড় কার্তিক করে রেখে দিলে। তা তাকে না দিলে বিয়ে করতে; আর না দিলে কত সাধের সংসারের—সংসারী হতে, সে বেচারী ঐ তোনারি নামের মোহে সব ভুলে ঐ তোনারি নামই সার সম্বল করেছে। আবার দেখ্ ঐ কচি-কচি—ছু-ছুট ছেলের মাথা ভুগি এমনি খারাপ করে দিলে, যে তাদের একজন সর্বস্ব ত্যাগ ও শত তাড়না সহ করেও তবু তোমার নাম ত্যাগ করলে না, আর একজন জীবনের সম্বল ছুখিনী জননীকেও ত্যাগ করে বনে বনে পাগলের মত “ওগো তুমি কি আমার সেই” বলে সামনে যাকে পেলে তাকেই বুকে ধরে আলিঙ্গন করলে, তা, বাঘ, ভালুক, সাপ, গাছ, পাথর, বাহাই হক। ঠাকুর! বালক ছটীর সেই কালের কথা ভাবিতে গেলে চোক ফেটে জল আসে—ভূমিত—সেই ঠাকুর—। তোমার গুণের কথা আমি আর কি বলিব—তোমার ভালবেসে ছুখিনী—বৃষভানু নন্দিনী ও সরলা গোপবালাগণের কি চরম ছুর্গতি করেছিল প্রভু! তাদের—স্বামী পুত্র সংসার পরিজন, ধর্ম অধর্ম, ঋণ অঋণ, কর্তব্য অকর্তব্য, কর্ম অকর্ম, ইহকাল পরকাল যেখানে বা ছিল, সব ভুলাইলে, তাদের পরনের কাপড় খানি পর্য্যন্ত ত্যাগে লজ্জা ও তোমার সহিত অভিন্নতা ঘুচিয়ে, আমিত্ব পর্য্যন্ত লোপ করিলে। তার পরে সেই তৎতন্ময়ী সরলা বালিকা-দের বুকে রথের চাকা চালাইয়া দিয়া তোমার অপর ভক্তের কর্মভোগের জন্ত কর্তব্য পালন করিতে নিষ্মম, নিষ্ঠুর, পাবাণের মত চলিয়া গেলে, তাহাদের তখনকার বুককাটা আকুল কান্নার, সমস্ত জগৎ কেঁদেছিল, কিন্তু তুমি? তুমিত বেশ স্থিরভাবেই ছিলে—ভূমিত সেই ঠাকুর! আবার বুক চিরে প্রাণ ঢেলে, আপনি হারা হয়ে; যিনি তোমার পালন করলেন, সেই গোপরাণি দেবী যশোমতীর, তুমি কি দুর্দশাই না করে-

ছিলে। নিজে রাজা হয়ে, রাজসভায় বসে বজ্র করছিলে, আর তোমার দ্বারীর দ্বারা, সেই পাগল ছুঃখিনীকে কতইনা অপমান করাইয়া ছিলে, তুমিত সেই ঠাকুর? তোমায় ভালবেসেছিল বলে দেবী জনকনন্দিনীকে সারাজীবন কাঁদিয়েছ; তোমায় ভালবেসেছিল বলে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াকে সমস্ত জনম কঠোর সাধন করিয়েছ। তোমায় ভালবেসে নদের গোরা পাগল হল, সারা নদীয়ায় তোমার নামের তোমারি প্রেমের উজান বহালে, তোমার নামে প্রেমের বাণে কত জীব ভেসে গেল। গাছে পাতায়, আকাশে, পবনে নামে প্রেমে সুখা ঝরল, কত পাষাণ উদ্ধার হল, কত পতিত দেবতা হল, সারা নদীয়া সে ভাবে টলমল করেছিল। তোমার প্রেমে অধীর হয়ে গোরা মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদত, সে কান্নায় দেহের সমস্ত বন্ধন খুলে যেত প্রতি রোমকূপে রক্তদগাম হয়ে মুচ্ছা হত। তুমি তার আর কি বাকী রেখেছিলে ঠাকুর! তোমায় ভালবেসে রাজার হুঙ্কিতা, রাজপুত্রবধু স্বয়ং রাজরাণী মীরাদেবী সমস্ত রাজস্বৈর্য্য, স্তম্ভ, সম্মান সব ত্যাগ ক'রে আপন ভোলা হয়ে বৃন্দাবনের পথে পথে ভিখারিণীর বেশে তোমারি নামে সারা বৃন্দাবন মাতাইয়া ছিলেন, পশু পাখীরা শুদ্ধ তাঁহার সহিত নামে কাঁদিত। তুমি তার আর কি বাকী রেখেছিলে ঠাকুর! তোমায় ভালবেসে শাক্যসিংহ - মহানির্ব্বানী বুদ্ধ। শুকদেব উদাসী যোগী। মুনিগণ, তুলসীদাস, কবীর, নানক, শ্রীগৌর নিতাই, রূপ সনাতন দাস, অদ্বৈত-প্রভু দাঙ্গ, তৈলঙ্গ স্বামী, বাগাফেপা, রাম-কৃষ্ণদেব, বিবেকানন্দ, মহামতি গান্ধি, দেশমাতার আদর্শ সুপুত্র চিত্ত-রঞ্জন, সকলেই শুধু তোমারি এক এক ভাবের প্রেমে মহাযোগী ও সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী। ঠাকুর সেইজন্তই বলিতেছি যে তোমার গুণের কথা অনন্ত দেব অনন্ত মুখে বলে শেষ করতে পারেন না সেই সর্ব্বগুণময় অখণ্ড নিগুণ তুমি! তোমার গুণের কথা উদাস

পাগল আমি আর কি বলিব। তবে বলছিলাম যে কার আবার দাঁড়িয়ে কপাল পুড়ল গা—কে আবার সাধ করে কান্নাব্রত বরণ করে নিলে, যে এত সাধের এত গুণের ঠাকুর তুমি ! আর তোমায় কিনা ভালবেসে ফেললে, আর সেই জন্তই তুমি কিনা একেবারে ব্যস্ত শ্রমস্ত হয়ে ছুটে যাচ্ছ ? আহা সে বেচারী কি জানে না গা যে তোমায় ভালবাসতে হলে জনম ভোর কাঁদতে হবে, অনেক চোকের জল চাই। তবে তোমার একটা গুণ আছে সেটা না বলিলে তোমার কাছে অপরাধী হতে হয়। কেহ যদি তোমার জন্ত কাঁদবার মত কাঁদতে পারে তবে তুমি তার শত দোষ ক্ষমা করে তাকে তোমার কর, আর এই একবার তোমার হতে পারলেই সব জঞ্জাল মিটে যায়, তার আর সাধন ভজনের দরকার হয় না, সর্বসিদ্ধি অবাচিত ভাবে তাহার নিকট আপনি আসে। যাক্ আমার অতশত ভাবিবার প্রয়োজন নাই, তুমি যখন আমার এত কাছ দিয়া যাচ্ছ তখন তুমি আমার। কারণ জানইত যার হাওয়া যখন যার গায়ে লাগে সে তখন তার। কাজে কাজেই তোমায় বসতেও হবে আর আমার কথা শুনে তবে যেতে পাবে। তা কাজ তোমার যতই থাক। আহা—ধূলান্ন বসনা এখানেও আসন নাই—তা নাই থাক আমার আঁচল খানি পাতিয়া দিতেছি। কান্দাল আমি স্বর্ণ সিংহাসন কোথা পাব, তুমি এতেই বস। চরণের নূপুর যে খুলে পড়ে যাচ্ছে, রক্ত কমল চরণে যেন শ্রান্তি দরণ রক্তাভা ফুটে বেরুচ্ছে, ক্লান্তি দরণ অবসাদে সমস্ত অঙ্গে শ্বেদ মন্দাকিনী ধার পড়ছে। হাতের বালা, কানের কুণ্ডল, গলার কৌস্তভ হার, মাথার মুকুট, সব যেন খুলে পড়ে যাচ্ছে তোমারি গলার তুলসী মালা তোমার প্রেমে আত্মহারা দেখে স্বপত্নী ভয়ে যেন তোমার বুক হতে নেমে আসছে। সর্ব্ব দেহই যে তোমার বঁড় শ্রান্ত দেখছি আহা—বস, বস।

তোমার মলিন মুখ, অঙ্গের স্বেদনীর, আগে মুছাইয়া দি আমার কাপড়ের অবশিষ্ট দিয়া তোমায় বাতাস করি, তুমি একটু সুস্থ হও। গাছের ফল পাড়িয়া দিতেছি তুমি খাও। পাতা গাঁথিয়া নদী হতে জল আনিয়া রাখিয়াছি তুমি পান কর। তোমার শিথিল অলঙ্কার যথাস্থানে পরাইয়া দিতেছি তুমি স্থির হও। ঠাকুর নদী হতে জল আনিবার সময় রক্তকমল তুলিয়া আনিয়াছিলাম তোমার রক্ত চরণ কমলে রক্ত কমল ও তারি সঙ্গে আমার হৃদয় কমল অঞ্জলি দিয়া তোমায় একটু সেবা করি। তুমি বিশ্রাম কর সুস্থ হও তবে আমি বলিব যে তোমায় বলিবার আমার কি কথা আছে।

## ২২

### ঠাকুর—

তুমি যে সর্বজীবের বর্তমান, সকল সত্তাতেই যে তোমার সত্তা আছে—কই এ বিশ্বাসত আমার এখনও হয় নাই প্রভু! আমি যে এখনও সম্পূর্ণ হিংসার বশবর্তিনী। সকলের মূর্তি যে তোমারি মূর্তি কই এভাবেত, জীবের সেবা নিতে পারি না। আমার যে এখনও ভেদবুদ্ধি আছে—এখনও যে কেহ কোন অপকার করিলে বা ক্রটি হইলে তুমিই করিতেছ। ভাবিয়া সহ্য করিতে পারি না; রাগ তৎক্ষণাত্ প্রকাশ পায় এবং সেই হিংসায় তাহাকে প্রতিশোধ দিতে ইচ্ছা হয়। দয়াময় তখন, আমার, তুমি সেই—বা সেই—তুমি সেই—আমি,—বা আমিও সেই,—তুমি—আমি, বা আমিও—তুমি একথা সর্বনাশকারী ক্রোধের সময় ভুলি কেন? করুণাময় তোমার রাতুল চরণে আশ্রয় পাইয়াও আমি মহাশত্রু ক্রোধের বশীভূত হই



কেন? যে তোমার চরণ প্রকৃত হৃদয়ে লইবে, তাহাকেত অন্ত  
 কেহ বাধ্য বা বশ করিতে পারে না। তবে—তবে—আমি অপরকে  
 বশীভূত না করিয়া নিজেই তাহার বাধ্য হই কেন—? সত্য করিয়া  
 বল দেব—! তবে কি আমার—হরি নাম করা ভণ্ডামি—? ধর্মের  
 ভাণ—? যতক্ষণ আমার হিংসা নামের আঙুণে পুড়ে ছাই না হবে,  
 যতক্ষণ মহাশত্রু ক্রোধ আমার ছায়া মাত্র স্পর্শ করিবে—ততক্ষণ  
 আমি পরপর্শ দোষে পতিত হইব। ততক্ষণ তোমায় ত সম্পূর্ণ আত্মদান  
 করা হলনা প্রভু! ইন্দ্রিয় নিগ্রহে—রিপুদমনে—যতদিন পর্য্যন্ত তুমিই  
 সব—আমার এইভাবে না অসিবে মহা সর্বনাশী অহং না ঘুচিবে—  
 দয়াময়—ততদিন পর্য্যন্ত আমি তোমার রাতুল চরণে অপরাধিনী,  
 মিথ্যা—আত্মপ্রবঞ্চিত, ধর্মের নামে সেচ্ছাচারিনী, রিপুবশীভূতা, ক্রোধ  
 কবলিতা, ও তোমায় বিস্মৃত হইয়া; পরপর্শ দোষে—ব্যাভিচারিনী—  
 আমার হরিনাম করা সবই মিথ্যা। ওকি—ও—কি—গো—?  
 কাঁদচ—কেন ঠাকুর?—কেঁদনা—কেঁদনা তোমার চোকের জল তোমার  
 কান্না আমার বেঁ সহ্য হয়না গো! যে তুমি সকলকে কাঁদাও সেই  
 তুমি আজ এই অভাগিনী পাগলীর কান্না—দেখে কাঁদচ কেন প্রভু?  
 কেঁদনা—কেঁদনা—আমার মরমে আর ব্যাথা দিও না। দয়াময় এত  
 দয়াল তুমি? সর্বভূতের ঈশ্বর—হরি—আমার বলিবার ভুল হয়েছে।  
 তুমি নিষ্ঠুর নও, দয়াল। তুমি চতুর নও সরল, তুমি পাবাণ নও  
 কোমল। মারামুগ্ধ—মিথ্যা আত্মাভিমানে অভিমানী, আমি তোমায়  
 জানিতে বা বৃত্তিতে পারি না—। তুমি বল—কতদিনে তুমিই সব—এই  
 জ্ঞান, এই সার সত্যকথাটী, আমি অহরহ মনে রাখিয়া সর্বজীবেরই  
 তোমার দর্শনে, প্রাণপণ করিয়া নিজকে ভুলিয়া—সর্বসেবায় আপনাকে  
 দান করিব। আমার স্বার্থ, আমার কামনা, কতদিনে ঘুচে যাবে। কর্মফলের  
 আশা কতদিনে মিটে যাবে। পরম শত্রুকে তুমি ভাবিয়া, তাহার

মঙ্গল করিব, সম্পূর্ণ রূপে ইন্দ্রিয় নিগ্রহে রিপু দমনে—সর্বজীবের  
জননী হইয়া পূর্ণভাবেই তোমায় আত্মদান করিব। তোমার নাম  
আগুনে আমার পুড়াইয়া খাঁটি সোনা কর; একটুও খাদ; একটু  
কুজিমতা রেখ না—। বল ঠাকুর—কান্দালের ধন হরি—বল তোমার  
চরণ আশ্রিতা—বালিকা—আমি, বল প্রভু—একবার মাত্র বল, তুমিত  
সদাই আমার; কিন্তু—আমি কি তোমার হব না—।

## কাজালের ধন

আমি সাগর ছেঁচিয়া মানিক পেয়েছি,

বতনে তুলিয়া পরেছি গলে ।

ভুবনে অভুল ভুবন মোহন রূপ,

লুকায়ে রেখেছি হৃদয় তলে ।

কতই যে আপনার সে প্রিয় আমার,

দুখ—দরদী—ব্যথা—ব্যাথী সে ।

ওগো ! মরমের—বাণী শতেক कहিনী,

অন্তরে প্রকাশি স্বয়ং শুনে যে ।

( তাই ) মোর হিয়ার মাঝারে নিভৃত কন্দরে,

পূজিয়া তারে অতি সজোপনে ।

আর সকল সাঁপিরা তোমারি বলিয়া,

পরাণ লুটানু ঐ শ্রীচরণে ।

## টাকুরের—দর্শন

ভাজের ভরা গঙ্গা; কানায় কানায় বারিরাশি ছাপাইয়া হুকুল ডুবাইয়াছে। গঙ্গাকারি কখন ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘূর্ণিপাক খাইয়া, কখন তুলারশিরি গ্রাঘ সফেন আছড়াইয়া পড়িয়া, কখনও সর্পের গ্রাঘ বক্র-গতিতে আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে; আবার কখনও বিষম ঢেউ উঠিয়া তীরস্থে আঘাত লাগিয়া ছলাক—ছপাৎ রবে ভীষণ গর্জন করিতেছে। জননী এখন হুঁষ্টা বালিকার ন্যায় বড়ই চপলা—চঞ্চলা, বিন্দুমাত্র স্থির বা শাস্ত হইতে পারিতেছেন না। পবনদেবও সোদর সাধীরূপে চপলা বালিকাকে আর চঞ্চলা করিয়া তুলিয়াছেন। সহোদরের হু-হু-শেঁ শেঁ-গৌ-গৌ খেলার শব্দে ও ভগ্নির তারি সঙ্গে তালে তাল দিয়া নাচিয়া নাচিয়া কল-কল রবে গীত ও নৃত্যে আমার মত কত পাগল দেখিয়া শুনিয়া অবাক। তাহার উপর আবার জ্ঞাতি সহোদর ইন্দ্রদেব আসিয়া মুঘলধারে চট্ চট্ টপ্ টপ্ ফট্ ফট্ শব্দে শিলা এবং বারি-বর্ষণ করিয়া খেলিতে লাগিয়া গেলেন, ছিল দুইজন, হইল তিনজন—আর দেখে কে? ভারি মজাই লাগিয়া যাইল। হুঁষ্ট, তিন ছেলে মেয়ের খেলার দাপটে যে বেখানে ছিল সব ভয়ে পালাইল। ৬কাশীধামের সমস্ত ঘাটগুলি যেন জনমানব শূন্য। কেবল এত দূর্যোগেও মশান ঘাট ও মণি কণিকায় সধুম চিতা জলিয়া উঠিতেছে, আবার তৎক্ষণাৎ দূর্যোগের ঠেলায় নিবিয়া যাইয়া দাহকারীদের দুর্গতির একশেষ করিতেছে। ঘাটের মাঝি মাল্লারা দূর্যোগে—বজ্রার ভিতর দরজা—জানালা—বন্ধ করিয়া—কেহ বা নিজা দেবীর সাধনা করিতেছেন,

কেহ বা এই দ্বিগ্রহরে—বিহানত—ভায়াল—বলিয়া বিহানের—  
 ভাং-ভুরা—শিল পাতিয়া মশলা সংযোগে পিশিতে আরম্ভ করিয়া  
 দিয়াছেন। আবার কেহ বা ঢোলকরূপী বাত্ব লইয়া রাসভনিন্দিত  
 কণ্ঠে—হামারা ফুলমনি—ননদী—বলিয়া—বধূর ননদীনী—সোহাগের—  
 গাঁধাবলী বর্ণনা করিতেছেন। সব দেবালয় গুলির ভোগ আরতি  
 শেষ হইয়া নিমন্ত্রণ হইয়াছে। ৬কাশীর কপিগ্রবর মহাশয়েরা  
 এ সময় বড়ই সঙ্কট দেখিয়া অশথ গাছে সকলেই অতি  
 আত্মীয়তায় ভদ্রভাবে কাছাকাছি হইয়া বসিয়া ভিজিতেছেন; কেহ—  
 কেহ—পেটের জ্বালা, বড় জ্বালার, সহ্য করিতে না পারিয়া—ভদ্রতা  
 লঙ্ঘনে কচি—কচি অশথ পাতা ছিঁড়িয়া জঠরে দিয়া—পেটের জ্বালা  
 নিবারণ করিতেছেন। হু একটা জমিদার তুল্য মেজাজী গজেন্দ্রগামী—  
 ধর্ম্মের সামন্ত, নন্দীকেবর মহাশয়, যদি বা ঘাটের দিকে আসিতেছেন—  
 তা সে কতক্ষণের জন্য—একমূহূর্ত্ত থাকিতে না পারিয়া পুচ্ছ তুলিয়া  
 পালাইতে পথ পাইতেছেন না। পাগল আমি ঘুরিয়া—ঘুরিয়া  
 সব দেখিলাম প্রাণের জ্বালা যায়-কই? পাগল প্রাণ কি চায়?   
 প্রাণকে জিজ্ঞাসা করিলাম কি চাও গো—? প্রাণ বলিল  
 কি—চাই? যদি দিতে পার তবেই তোমায় বলি, নতুবা চূপ  
 করে থাকাই ভাল; আমি বলিলাম, যে আমার সাধ্যমত যদি কিছু  
 হয় তবে নিশ্চয় দিব—তবে কি চাও—একবার বলইনাগো—বলতে আর  
 কি দোষ আছে। বল, বল লক্ষ্মীটী, আমি শুনি। প্রাণ বলিল—আমি  
 চাই—সেই—তাকে একবার দেখতে—কেমন? দেখাতে পারবে—  
 কি?—ভাবিলাম তাহাঁত! এত এমন কিছু অস্ত্রায় বলেনি, ভেতরটা জলে  
 যাচ্ছে, কাজে কাজেই একটীবার দেখতে চায়! কিন্তু তাকে পাই  
 কোথা! সে কোথা আছে—কোথা গেলে তাকে পাব—কে আমার  
 তাকে দেখাতে পারবে—কার কাছে যাব কাঁদিতে কাঁদিতে—মনকে

বলিলাম—ওগো! সে আমার কোথা আছে বলনা গো? সে যে বলেছিল, যে শীঘ্রই সে সময় হলেই এসে দেখা দেবে—কোথা সে—? এতদিন যে হয়ে গেল এখনা এলনা, তবে কি সে আর আসবে না? আমার কি সে ঐ বলে ভুলিয়ে ফাঁকি দিয়া লুকিয়েছে, ওগো মন, বলগো কোথা কার কাছে যাই! কার কাছে গেলে তাকে একবার দেখতে পাব, আমার প্রাণের জালা যাবে। মন অনেকক্ষণ চূপ করে শুনে, পরে ধীরে ধীরে বিজ্ঞের চালে উত্তর দিলেন। মন বলিল—তাকে দেখবে? তাঁকে দেখলে তবে তোমার প্রাণের জালা যাবে। তার জন্ত অত কান্না কেন? তিনি ত তোমার সামনেই, ঐ দাঁড়িয়ে রয়েছেন দেখতে পাচ্ছ না। মনকে বলিলাম কইগো? কোথায় তিনি কই আমিও দেখতে পাচ্ছি না? মন বলিল, সামনের জিনিষ তুমিও দেখতে পাও, তবে চোকে মিথ্যার আবরণ দিয়া, চোক বাঁধিয়া রাখিলে কি করে দেখিতে পাবে। কাণামাছি খেলার সময় চোর কি বুড়ি-দেখতে পায়? তার মাধ্যম বতই টোকা মার, আর পিঠে বতই ঠেলা দাও, সে অবিরত কাণামাছির ভোঁ ভোঁ শব্দ লক্ষ্য করেই বুড়ি ছুঁইতে যায়। কিন্তু, ফল হয় কি? হয়। হুমড়ি খেয়ে পড়ে মরে; না হয় বুড়ির বদলে খেলার সাধীদের বুড়ি বলে ছুরে সকলের কাছে হাঙ্গাম্পদ হয়। তুমিও ত ঠিক তাই করছ, চোকে মিথ্যার আবরণ দিয়া চোক বেশ শক্ত করেই বেঁধেছ; আর বিবেক রূপী, ভোঁ-ভোঁ সাধীর তাড়নায় বুড়িরূপী সেই তাঁকেই ছুঁইতে বাইয়া, সংসাররূপী কামনা বাসনায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে মরে; কান্দতে আরম্ভ করেছ। তাই বলছি যে চোকের ঐ মিথ্যার বাঁধন জোর করে একবার খুলে ফেল না! বাঁধন খুলিলেই সামুনেই সত্যরূপী সেই বুড়িকে দেখতে পাবে; ও একবার সেই বুড়িকে ছুঁলেই মিথ্যার চোর থাকিবে না, আর কামনা—বাসনারূপী, সংসার সাধীদের মার বা তাড়না

সম্বন্ধ করিতে হইবে না। সেই সত্য স্বরূপকে দেখিতে হইলে নিজেকে সত্য হতে হয়; এতটুকু মিথ্যার আবরণ থাকিতে কেহই তাঁহার দর্শন পায় না। তবে আর একটা খুব সহজ উপায় আছে—তুমি যদি তাঁর জন্ত প্রাণভরে কাদিতে পার। তবে একটা কথা আছে—দেখ এই কান্নাটা দেখিবে কোথা হতে আসচে—যদি দেখ এমনি কাদিয়া চোখের জলে বুক ভাসিল। তবে জানিও,—যে না হলনা, এ কান্নাও ঠিক হল না, যে দিন দেখবে, যে বুকের ভিতর পাক দিয়া পরাণ নিঙাড়ি নিঙাড়ি কান্না উঠিয়া বুক ভাসিল। সেই দিন জানিবে যে কিছু হল। তারপর যেদিন দেখবে, যে তাঁর নামে আঁখি আপনি বুঝে—সেই দিন জানিবে—যে হ্যাঁ এইবার ঠিক হয়েছে। অন্তরে এই কান্না রাখ। আর নিজেকে পূর্ণ সত্য কর। কায়, মন, বাক্য, তিন এক করে, সেই বিশ্ববাস্তিত্বচরণে অর্পণ করিয়া দেখ, সেই সত্যরূপের চাক্ষুষ দর্শন পাও কিনা?

**প্রথম** তোমার বাক্য। তোমার যে জিহ্বা দিনে, অন্ততঃ এতশতটী মিথ্যা না বলিয়া স্থির হয় না, পাঁচবারও পরচর্চা, পরনিন্দা, না করিয়া শান্তি পায় না,—একবারও আপন আত্মগরিমা, আত্মাভিমান, দম্ব অপরের কাছে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে না। সেই জিহ্বা সংযত কর। প্রাতে নিয়ম কর, বাচাল জিহ্বা যদি অবাধ্য হয়, তবে লৌহ শলাকা পুড়াইয়া ছেঁকা দিয়া শান্তি দিব। যাত্রাে নিজা বাইবার পূর্বে চিন্তা করিয়া দেখ জিহ্বা তোমার কতদূর বাধ্য। এই অসংযমী, চপল জিহ্বাকে-বলপূর্বক বশ কর, বাধ্য কর, দেখিবে বাক্য আপনি সংযত ও সত্য হবে। **দ্বিতীয়** তোমার মন, যে মন তোমার সদা কলুষিত, বিষয় বিষয়ে জর্জরিত; যে মন তোমার সকলের সর্বনাশ সাধনে সদা তৎপর, যে মন তোমার ধন, মান, বশ প্রাধান্ত, ও রূপের, জন্ত সদা লাল্যগ্নিত, মিথ্যা মায়াগর্ভে গর্ভিত ও যদযন্ত, সেই চপলা হতেও চঞ্চল মন, কতটুকু সময় তোমার ঠাকুরের চরণ কবলে—স্থির হয়? মনকে স্থির

করিতে হইলে, সেই চরণ কমল সদাই চিন্তা করিতে হয়। সংসারের কৰ্ম কর—সকল কর্তব্য পালন কর, কিন্তু সেই কৰ্মগুলি তাঁহার এবং সকল কৰ্মই তাঁহার জন্ত করিতেছ এই ভাবিয়া কৰ্মফল তাঁহাতেই অর্পণ কর। নিজে কর্তা হইয়া বড় সাজ কেন? দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে লইবার দরকার কি? ভৃত্য যেমন প্রভুর হুকুম পালন করে তাতে তার নিজের দায়িত্ব কি আছে—তুমিও সেই মহাপ্রভুর হুকুম পালন রূপী সংসার সেবা কর তাতে ক্ষতি নাই—কিন্তু সাবধান তোমার সাধের সেই চরণ যেন ভুলনা। সদা সং বা সত্যরূপী চরণে মনকে স্থির ও অন্তঃসমাধি প্রাপ্ত করাইতে পারিলেই, চিত্ত সংযম হইয়া মন আপনি সত্য নিশ্চয় হবে। বাকী তোমার স্বাক্ষর পূর্ণভাবে ব্রহ্মচর্য্য পালন দ্বারা, নিজেকে ফুলের মত পবিত্র নির্মল কর। বিনা ব্রহ্মচর্য্য পালনে অবশ্য বিনাশী, শত ভোগের আকর, অপবিত্র, এই জড়দেহ পবিত্র হয় না। সেই প্রাণারাম—শ্রীবাহেগুরু শ্রীরামের সহিত, রমণ করিতে হইলে—কামের ইন্ধন বাড়াইলে চলিবে না। **ব্রাহ্মরূপী—নাম ও নামরূপী—** **ব্রাহ্ম** সহিত রমণ কামে নয়—প্রেমে। কামনায় প্রবৃত্তিতে নয়—কামনা রহিতে। আর সেই কামনা ত্যাগ করিতে হইলে প্রথমেই আত্মশুদ্ধির জন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন বিশেষ প্রয়োজনীয়। ব্রহ্মচর্য্য পূর্ণ তপস্তা, ব্রহ্মচর্য্য শ্রেষ্ঠ সাধনা ব্রহ্মচর্য্য ভগবৎ চরণে আসিবার তোরণ দ্বার। বিনা ব্রহ্মচর্য্য পালনে, যে কৰ্ম দ্বাদশ বৎসরেও পূর্ণ হইতে কষ্টসাধ্য হয়; ব্রহ্মচর্য্য পালন দ্বারা সেই কৰ্মই একবৎসর মধ্যেই পূর্ণ হয়। ব্রহ্মচর্য্য পালনে চিত্তবৃত্তি নির্মল, মেধা ও ধীশক্তি স্থির, হৃদয় পবিত্র—চক্ষুর জ্যোতি—ও শরীরের স্বাস্থ্য অটুট থাকে; লাবণ্য, এবং কান্তি, বৃদ্ধি হয়। কি সাধু জীবন—কি গার্হস্থ জীবন—কি ছাত্র জীবন যিনি যে কৰ্মের কর্মী হউন না কেন,—বিনা ব্রহ্মচর্য্যে কাহার কোনও কৰ্মই সহজ



সিদ্ধ হয় না এই সময় আমার উপর মনের উপর বড়ই রাগ হইল। তাহাকে বলিলাম,—আহা—হা—কি মজার কথাই বললে-গো! সকলেই যদি তোমার ঐ ব্রহ্মচর্য পালন করে কিনা সত্যপীর—সাজেন, তবে এই সৃষ্টি থাকবে কি করে? ব্রহ্মচর্যই যদি ভগবৎ চরণে আসিবার একমাত্র তোরণ হয়,—তবে এই যে এত বড় সৃষ্টি চলছে, এই যে এত বড় সংসারের ভালবাসা, ভক্তি; যজ্ঞ, স্নেহ, মায়া, দয়া, প্রীতি, সরলতা, পবিত্রতা ইত্যাদিতে এত বড় কারখানা চলছে, এগুলি কি সব বুট—আর তোমার ব্রহ্মচর্যই কিনা এতই সাঁচ্চা—? আর সংসারী জীব সকল বিনা ব্রহ্মচর্য পালন দরুণ ভগবৎরূপা পাবে না—কেমন—? মন বলিল—ওগো! তা নয়—তা নয়,—কথাটাই আগে শুন তবে। বলি রাগ করে—অত চট্ছ কেন? সংসারী জীব ভগবৎরূপা পাবে না, বাঁ ঐ চরণে আসিবার উপায় নাই; এমন কথা—পাগল হলেও আমি এমন পাগল কথা—তোমায় বলিতে পারি না ভক্তকে শ্রীভগবান সর্বস্ব দান করেন। সংসারী জীব যদি ভক্ত হন, তবে কি তিনি ভগবৎরূপা হতে বঞ্চিত হবেন—? না তা হতে পারে না সংসারী জীব যদি কর্মী হন, তবে কি সর্বকর্ম নিয়ন্তা শ্রীভগবৎ বিচারে—অবিচার পাবেন—? না তাহাও নয়। অনির্মাদি অষ্টসিদ্ধি সম্পন্ন-বড়ৈখ্যাশালী-সর্ববিভূতিবান, মহামহান-শ্রীভগবান, জীবকে কর্মীদ্বারা সকল বস্তুই দান করেন। তাই, বিদ্যা, মান, যশ, রূপ, লাভণ্য, সকল প্রকার কাম্য ভোগ্য বস্তু, দেবতার বাঞ্ছিত অমরাপুরীর অধীশ্বর ইন্দ্রত্ব; অনির্মাদি অষ্টসিদ্ধি,—এমন কি আপন স্বরূপত্ব স্বরূপ সিদ্ধিও, তিনি ভক্তকে—কর্মীকে,—তাঁহাদের ভক্তি ও কর্মীদ্বারা দান করেন, কিন্তু আপনাকে কাহাকেও দেন না। এই ভগবানকে যিনি চাহিবেন, তিনি এ সমস্ত কিছুই চাহিবেন না। তিনি সর্বকামনা শূন্য হইয়া—যুগে যুগে—জনমে জনমে,—ঐ শ্রীভগবানকেই চাহিবেন প্রেমভাবে বিনা প্রেমে

কখনও হরি পাওয়া যায় না। আর প্রেম কখনও কাম থাকিতে আসে না। কাজেই প্রেম লাভ করিতে হইলে বিনা ব্রহ্মচর্য্য পালনে চিন্তাবৃত্তি কখনই ফুলের মত পবিত্র—নির্মল ও কোমল হয় না। আর এই প্রেম লাভ হইলেই তাহার সর্বকামনা সমাধি লাভ করে। বিন্দুমাত্র কাম—কামনা বা কোন বিষয়ের প্রবৃত্তি থাকিতে কেহই সেই প্রেমময়ের সহিত, প্রেম করিতে সক্ষম হন না। কাজেই সংসারী জীব সবই পাইবেন কিন্তু বিনা ব্রহ্মচর্য্য পালন জন্ত আবার মায়ায় বদ্ধ হইবেন। কিন্তু তিনি যদি সংসারের মধ্যে থাকিয়াও ব্রহ্মচর্য্য পালন দ্বারা ইষ্ট আরাধন, ও স্বকীয় সাধন করেন, তবে তিনি, এবং তিনি কেন, যে কেহই ব্রহ্মচর্য্য পালন দ্বারা নিজ দেহ, সেই প্রেমময়কে দান করিবেন; সেই পরম কারুণিক, প্রেমধারারূপী শ্রীভগবান, তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া পরমা-নিরুত্তিরূপী-আপনাকে দান করিয়া মায়াযুক্ত করিবেন। তাহার আসা যাওয়ার ছুটি। তবে সেও আসিবে, যখন তার সর্বস্বধন-শ্রীভগবান লীলা করিতে অবতীর্ণ হইবেন, তখন সেও,—যুগে—যুগে,—জনমে—জনমে,—তাঁহারি সেবার জন্ত সঙ্গে সঙ্গেই আসিবেন। তাই বলিতেছি যে অত রাগ করনা,—রাগ করনা,—কস্মী হও—ভক্ত হও—সবই পাবে। কিন্তু বিনা ব্রহ্মচর্য্য পালনে প্রকৃত সত্যরূপী শ্রীভগবান পূর্ণভাবে পাবে না। এজন্তই বলিতেছিলাম যে ব্রহ্মচর্য্য শ্রেষ্ঠ সাধনা, ব্রহ্মচর্য্য পূর্ণ তপস্যা, জীব ব্রহ্মচর্য্য পালনরূপী মহাতপস্যা করিলে অন্যান্যসেই মায়াযুক্ত হইয়া নিকাম সাধনায় শাস্তি লাভ করিবেন। আর এই কায়, মন, বাক্য, তিনটা বস্তু এক করিয়া যেদিন তুমি সেই চরণে আত্মসমর্পণ করিবে, সেই দিনই তুমি সত্য হবে তুমি সত্য হলেই তোমার আখির মিথ্যা আবরণ মুক্ত হইয়া, অন্তরে বাহিরে সেই সুরিমল রূপ দর্শন হইবে। তাই বলিতেছি সত্য হও,—সৎ রূপী নাম জপে মিথ্যা কপটতা দূর কর, নিশ্চয় সেই সত্যস্বরূপের দর্শন পাবে। মিথ্যা থাকিতে—কিছুতেই দর্শন পাবে না—

কাঁদিয়া মাথা খুঁড়িলেও নহে, মনের কথা শুনিয়া আমার পাগল  
 প্রাণ আরও ব্যাকুল হইল। কোথা—প্রাণের দেবতা—তুমি কি দেখা  
 দিবে না দীনবন্ধু, দিনে, দিনে, যে অনেক দিন হইয়া যাইল, কতদিনে  
 কান্দালকে দেখা দিবে—জগতের নাথ হয়ে কান্দালের প্রতি আর এত  
 নির্ভর হও না,—আর যে কাঁদিতে পারি না প্রভু হয় পরিজ্ঞাণ কর, নতুবা  
 তোমার নামে—পাগল কর আমি এ অন্তর্জালা হইতে নিস্তার পাই।  
 এমন করে উদাস মনে পাগল করে, আর কতদিন রাখিবে নাথ—  
 আর কাঁদিতে যে শক্তি নাই প্রভু—শুনতে কি পাওনা। কতদিনে  
 তুমি আসবে—কতদিনে তোমায় দেখে আমার সর্ব কামনা রহিত  
 হবে। আমার এ তনু তোমাতেই লয় হবে, কতদিনে।  
 আমার এ প্রাণের জালা যাবে, আমার এ বুক-ফাটা অন্তর—  
 কান্নার নিবারণ হবে পাগল মন বলিল—কাঁদ—কাঁদ,—  
 আর—কাঁদ, প্রাণভরে—জীবনভোর কাঁদ—খুব কাঁদ। কাঁদিতে কাঁদিতে  
 চোকের জলে সকল কলুষ কালিমা মলিনতা ধোত হউক। কাঁদিতে  
 কাঁদিতে জন্ম-জন্মান্তরের সকল কন্দরাশি—চোখের জলে ভেসে চলে  
 যাক। সকল মায়াবন্ধন ডুরি থুলে যাক। কাঁদিতে—কাঁদিতে সেই সদা  
 আকাঙ্ক্ষিত চরণ দুখানির অভিষেক কর—আর কাতর করণকণ্ঠে  
 শরনোপায় হইয়া বল—

গতিঃ পরমেশ্বরঃ  
 ত্রাহি মাং মধুসূদনঃ ।

## তুমি লুকালে গো কোনখানে ?

১

দেখা দিয়ে দয়াল শ্রীহরি  
 তুমি লুকালে গো—কোনখানে  
 মোর আঁখিধারা—বেয়ে—পড়ে  
 (সখা) এতই ছল তোমার মনে  
 তুমি লুকালে গো—কোনখানে ?

২

কাছেতে থাকিয়ে মায়া দাও  
 কাঁদায়ে মোরে দূরে—লুকাও  
 (এষে) কেমন ধারার ভালবাসা  
 বুঝিতে নারি—সরল প্রাণে  
 তুমি লুকালে গো কোনখানে—?

৩

মৌন ভাষায় চকিতে এস  
 সুধার রাশি হাঁসাটা হাঁস  
 শূন্য পরাণ উদাস করে  
 বাঁশী বাজাও কোন বিপিনে  
 তুমি লুকালে গো কোনখানে—?

( আমি ) সহিবনা আর লুকোচুরি  
 ভাবব তোমার জারিজুরি  
 একবার দেখা পেলে পরে  
 বাধব রাতুল শ্রীচরণে—।  
 তুমি লুকালে গো কোনখানে—?

## অন্তরে—অন্তরে

অন্তরের—অন্তরধন ! অত—অন্তরে—অন্তরে কেন—? কাছে এস, অত-অন্তরে—ধাকে কি—? তুমি যে অন্তরের। অন্তরে—অন্তর্সমাধি প্রাপ্ত হয়ে, অন্তর মাঝে তোমার পূজা করি এস। আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্যন্ত তুমি আছ,—কাজেই তোমার অন্ত নাই, এই অন্ত রহিত তুমি, কিন্তু আমার অন্তরে সদাই আছ। চৈতন্য শক্তি, চিৎরূপে,—বিবেক বেশী সংরূপে, এবং ইচ্ছা মায়া আনন্দ রূপে সচ্চিদানন্দ, তুমি আমার অন্তরে—তোমারি অনুভূতির বিকাশ কর। ক্রিয়াশক্তি, স্পন্দন, বাক্য-ক্ষরণ, ইঞ্জিয়াদির অনুভব সমস্তই, তুমি অন্তর হইতে সমাধান কর। সহ, রজঃ, তমঃময়, অথচ ত্রিগুণাতীত—নিগুণ তুমি, আমার অন্তরে ত্রিগুণে থাকিয়া, আমায়—এভাবে—কার্য্য করাইয়া যাহকরের স্তায় ভেদ্বিবাজী করিতেছ সর্বশক্তিমান তুমি আমার অন্তরে তোমার অনন্ত শক্তির বিকাশ করিতেছ। তোমার শক্তিতেই তোমারি ইচ্ছারূপিনী—আমির উৎপত্তি হইয়া, অহংজ্ঞানে বদ্ধ, ও মোহিত হইয়া,—অন্তরে আত্মারাম তুমি,—তোমাকেই অন্তর হইতেও অন্তরে রাখিয়া, ভুলিয়া বাইয়া, জাহি—জাহি—রবে আবার—অন্তরে ধুঁজিতে আরম্ভ করিতেছি। তুমি আমার অন্তর মন্দিরে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইয়া দিবানিশি রহিয়াছ, তথাপি আমি মায়া আবরণে আঁধি বদ্ধ করিয়া তোমার জন্তই দিবানিশি অন্তর কান্না আরম্ভ করিয়াছি। আমার অন্তরচারী—অন্তরবিহারী—সখা—তুমিত আমার অন্তরে, তোমার বিহারের পূর্ণলীলাতুমি পূণ্য নিকেতন করিয়াছ। কিন্তু আমি—সমস্ত ত্রিগুণ ঘুরিয়াও, তোমার

নানারূপে-নানালীলা-দর্শনেও কোথাও তৃপ্তি না পাইয়া, আবার অন্তরে অন্তরস্থ—তোমার লীলাদর্শনে, অন্তঃতৃপ্তিতে—স্থির হইয়া থাকি। আমার অন্তরের একমাত্র দেবতা! তোমার ইচ্ছারূপিনী আমি আমাকে নিবৃত্তি কর। আমার—যথেষ্টাগামী সেচ্ছাচারী মনকে, অন্তরে—অন্তরগামী তুমি—তোমাতেই সংযুক্ত কর। হে অন্তর সাধনার আরাধিত-ধন! অন্তরে থাক্। কিন্তু মায়ায় ভুলাইয়া আমার অন্তরে—অন্তরে—করিতেছ কেন? এ যে বড় দূরত্ব—বড়—ব্যবধান—এ মায়া ব্যবধান মায়া-দূরত্ব দূর কর—আমি তন্ময় হইয়া তোমাকেই সর্বমুর্ত্তিতে, অন্তর দেবতারূপে দর্শন করি। আমার চিত্তবৃত্তি সকল অন্তরস্থ তোমাতেই নিয়োজিত কর। হে দেব—তুমি অন্তরে—অন্তরে থাকিলেও, যদি কেহ তোমায় ডাকার মত ডাকে, কঁাদার মত কঁাদে, তুমি তৎক্ষণাৎ তাহার অন্তরে পূর্ণ প্রকাশ হইয়া অভয় দাও। তোমার লীলা তোমার দান সমস্তই অন্তরের অন্তরে, অতি গোপনভাবে। হে নাথ! আমিই যখন তোমার অন্তরের তখন এত অন্তরে—অন্তরে কেন প্রভু? আমার অন্ধ জাঁখির আবরণ দূর কর। আমি অন্তরে তোমার পূর্ণ—“সৎ”—মূর্ত্তির দর্শনে, মায়া মিথ্যা কবল হইতে পরিজ্ঞানে,—তোমার নিকটস্থ হইয়া এ মায়া ব্যবধান দূর করি। বড় জালা প্রভু! এ জালা সেই জানে যে তোমার অন্তরস্থ।

ওগো। নিকট বন্ধু! আর কেন? সদয় হও। এবার সৎ বা সত্যরূপী তোমারি সহায়ে; আমায় অন্তঃসমাধি প্রাপ্ত করাইয়া নিকটস্থ কর। আর অন্তরে অন্তরে দূরে-দূরে থাকিও না।

## প্রেমময়

### কীৰ্তন

প্রেমময় হে

কৰুণা কৰিয়া প্রেমভিক্ষা দিয়া,  
চিরসাধী কর মোরে ।  
তুমি প্রেমের মহাজন প্রেমিক স্রজন,  
প্রেমের মহাদানী হে ।  
তুমি প্রেমের রাখাল প্রেমের কাকাল,  
প্রেমের মহারাজন হে ।  
তুমি প্রেমের সায়র প্রেমের নাবিক,  
প্রেমের মহান তরী হে ।  
তুমি প্রেমের যোদ্ধা প্রেমের সৈন্ত,  
প্রেমের মহান রথী হে ।  
তুমি প্রেমের ভূপ প্রেমের স্বরূপ,  
প্রেমের মহামুরতি হে ।  
তুমি প্রেমের আরতি প্রেমের বিরতি,  
প্রেমের মহান রতি হে ।  
তুমি প্রেমের আকৃতি প্রেমের প্রকৃতি,  
প্রেমেই তোমার জীলা হে ।



তুমি প্রেমের ছাত্র প্রেমের পণ্ডিত,  
 প্রেমের মহান জ্ঞানী হে ।  
 তুমি প্রেমের আকর রত্নগুণাকর,  
 প্রেমের মহান খনি হে ।

তুমি প্রেমের ভিখারী প্রেমেই সাকারী,  
 প্রেমেই বাঁধা চিরদিন হে ।  
 তুমি প্রেমের বিজয়ী প্রেমেই পরাজয়ী,  
 প্রেমেই ভক্ত চরণধারী হে ।

আমি কোন প্রেমেতে বাঁধব তোমায়,  
 ভুবন বাঁধা তোমার প্রেমে হে ।

## দ্বাদশাক্ষরী—ও ত্রীজপমালা

- ১। ও ত্রীবাহেগুরু হরিনাম সত্য।
- ২। ত্রিদিব হ্রদে বাহেগুরু হরিনাম।
- ৩। মরু জগতে অমর বাহেগুরু হরিনাম।
- ৪। সাধনার মহাসিদ্ধি বাহেগুরু হরিনাম।
- ৫। জলন্ত পাবক সম দীপ্তিশালী বাহেগুরু হরিনাম।
- ৬। প্রাণ কাঁদান মন মাতান, পাষণ গলান বাহেগুরু  
হরিনাম।
- ৭। সংসার মরুতে বাহেগুরু হরিনাম অমৃত বারি।
- ৮। ও ত্রীবাহেগুরু হরিনাম সজীব মহামন্ত্র জীবের  
অন্তরে অনুভূতির পূর্ণ বিকাশ করে।
- ৯। ও ত্রীবাহেগুরু হরিনাম মহাপাদপ সর্বজীবে  
ছায়াদাতা।
- ১০। ও ত্রীবাহেগুরু হরিনাম মহাশক্তিময়  
শান্তির আধার।
- ১১। সং চিং আনন্দ একই ব্রহ্ম চিং চিদ্ চেতন একই চৈতন্য  
বাহেগুরু হরিনাম চৈতন্যরূপী  
সচ্চিদানন্দময় পরম ব্রহ্ম।
- ১২। প্রপঞ্চ পঞ্চশায়কে বাহেগুরু হরিনাম শ্রেষ্ঠ।

## শেষ মিনতি

গুন ওগো ত্রিলোকবাসী বলি যুক্তকরে,  
 পায়ে ধরে কেঁদে কেঁদে বিনয় সকাভরে ।  
 বাত্রার শেষ অঙ্কে পাগলীর নাটুগালে,  
 সমস্বরে বাহেঙ্কর রাম, বোল সকলে ।  
 নাম সুখা কর্ণমূলে দিওগো ! সবে ঢালি,  
 আঁখি তারা-নিভবে তখন ওঁ হরি-বলি ।  
 হরিনামে খুলবে বাঁধন মায়া আবরি,  
 শমন যাবে দূরে সরি আসবে মুরারি ।  
 হরি নাম সার করেছি হরি নাম স্মরি,  
 মায়াভূমি ত্যজি যাব বলি জন্ম ত্রীহস্মি

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

ওঁ শান্তি

---

# শ্রীবাহেগুরু অঞ্জলি

দ্বিতীয় খণ্ড

কীর্তন লেখক

---



# ওঁ শ্রীনাহেগুরু অঞ্জলি

আবাহন

স্বর কীর্তন

রূপে আলো করে ভুবন,  
ভুবন যোহন কে এলরে ।

চম্পক বরণ নলিন নয়ন,  
কমল চরণে তুলসীদল রাজেরে ।  
ঐ চরণ স্থা পান করিয়ে,  
ভোলা পাগল হয়েছেরে !

রাজীব লোচন স্থাঃস্ত বদন,  
শরে কিরীট ভূষণরে ।  
শ্রীমুখ শোভিত চাঁচর কেশজালে,  
কিবা মন মুগ্ধ শোভারে ।

যেন শ্রাম-জলদ হৃদে ধরেছে,  
শরদিস্তুর পূর্ণ চাঁদেরে ।  
কটিতে-কিঙ্কিনি করে কিনি-কিনি-ধ্বনি,  
যেন কারে বা ডাকেরে ।

পাগল করা রূপ তাহার,

পরান ভূলাণ আধিরে ।

পীতবাসে তম্বুখানি জড়িত বেন চম্পক দাবে,

কাকুন দাম আবরি মিশেছে রে ।

কিবা মৃগ চন্দন তিলক ভালে,

শ্রবণে মণি কুণ্ডল দোলে ।

গলে বনফুলে তুলসী দলে,

মালা রচিয়া কে দিল রে ।

কিবা সে রূপের উজ্জল শোভা,

ত্রিলোক মোহন—মনলোভারে ।

হেরিয়ে সেরূপে চিত্ত—বাসনা বিরূপ,

সকাম—নিকাম—হয়েছে—রে ।

## কেরে হৃদয় মন্দিরে

কেরে হৃদয় মন্দিরে—কেরে আমার হৃদয় মন্দিরে

আলো করে দশদিশি

বসে কেরে হৃদয়' পরে

১

কি তার যোহন মুরতি শোভা

যোগীজন মনলোভা—

তাই মধুকর হয়ে তারা

চরণ-সরোজে গুঞ্জরে—

কেরে হৃদয় মন্দিরে,

২

কিবা বদন সুন্দর জিনি শশধর

কোটা চাঁদের উদয় রে,

( তাই ) কলঙ্কি চাঁদ কেঁদে মরে

( ঐ ) পূর্ণ চাঁদের পায়ে ধরে,

কেরে হৃদয় মন্দিরে,

৩

কিবা অলকা ভিলকা ভালে

গলে বনমালা জালে

কিবা শ্রবণে কুণ্ডল করে ঝলঝল

রত্নকিরিট, শিরে.

কেরে হৃদয় মন্দিরে



৪

কিবা চম্পক রয়ল অঙ্গ ভাতি  
 দশন মুকুতা পাতি  
 কিবা অমিয়া জিনিয়া হাঁসি  
 সুখা করে অধরে—  
 কেরে হৃদয়—মন্দিরে

৫

কিবা বঙ্কিম নলিন নয়ন টানে  
 টেনেছে যোরে প্রাণে প্রাণে,  
 সকলি হরিয়া করেছে কাজল  
 এমনি দয়াল রে,  
 কেরে হৃদয় মন্দিরে,

৬

যে হেরেছে সে যোহন রূপে  
 সেই ভুলেছে নিজ স্বরূপ  
 তাই মদন মোহিত হল—  
 হেরে ঐ মদন মুরারে

## নিষ্ঠুর বলি অভিমানে—

এত নিষ্ঠুর হরি কে আছে আর তোমা বিনে  
 কাঁদান স্বভাব তোমার গেলনাত জীবনে  
 কাঁদিয়েছিলে মা যশোদায় কাঁদিয়েছিলে গোপবালায়  
 কাঁদিয়েছিলে শ্রীরাধিকায় বৃন্দাবনের বনে বনে  
 কাঁদিয়েছিলে বৃন্দায় কাঁদিয়েছিলে শ্রীদাম সখায়,  
 কেঁদেছিল ধ্রুব প্রহ্লাদ হরিবোলে আকুল প্রাণে।  
 কেঁদেছিল রাণী মীরা, কেঁদেছিল নদের গোরা  
 তারা কেঁদে কেঁদে পাগল হল, হরি হরি নামের শুণে  
 কাঁদেন দেখ নারদমুনি বীণা করে হরি-হরি-ধ্বনি  
 হরিনামে বিভোল ভোলা—কাঁদেন বসে শশ্মানে  
 যে ডাকে তোমায় হরি বলে ভাসাও তারে চোখের-জলে  
 সারাজীবন কাঁদলে পরে বাজে তবে তোমার প্রাণে  
 কেঁদে কেঁদে জনম গেল—বলি শুন হে দয়াল  
 স্থান দাও চরণে মোরে নিষ্ঠুর বলি অভিমানে।

## হরি নাম সার করেছে

জয় হরি শ্রীহরি—হরি নাম বল বদনে

হরি নামে নদীর উজান ফিরে শুক তরু মুঞ্জরে

হরি নামে পাষণ গলে মৃত বাঁচে প্রাণে—

হরি নাম বল বদনে

কাজ কি তোর ভজন পূজন—কাজ কি সাধনে ?

কাজ কি তোর বেদ বেদান্তে কাজ কি তোর জ্ঞানে

হরি নাম বল বদনে

কাজ কি তোর যোগ-যোগে—কাজ কি তোর ধ্যানে

কাজ কি তোর উপনিষদ কাজ কি দর্শনে—

হরি নাম বল বদনে

কাজ কি তোর পাতঞ্জলে—কাজ কি তোর সাধে

কাজ কি তোর শ্রুতি স্মৃতি কাজ কি বিজ্ঞানে

হরি নাম বল বদনে

কাজ কি তোর ত্রায়—নীতি—কাজ কি তোর-মানে

কাজ কি তোর-অহমিকায়—কাজ কি—শাসনে

হরি নাম বল বদনে

কাজ কি তোর—ব্রত জপে—কাজ কি তোর দানে

সকল সারের সার হরিনাম লও প্রতিক্ষণে

হরি নাম বল বদনে

হরিনামের কি মহিমা বল কেবা জানে

জানেন শুধু পাগল ভোলা তাই কাদেন শশ্মানে

হরি নাম বল বদনে

হরিনাম শিরেধরি' হরিনামের ভূষণ পরি'

( আনি ) সার করেছি সার হরিনাম—ভয় করিনা শমনে

হরি নাম বল বদনে

## করনা বঞ্চনা

হরি হে—

( আমি ) অকৃতি অধম বলে করনা বঞ্চনা

অনন্ত অসীম তুমি

মায়ামুগ্ধ জীব আমি

কেমন করে জানব তোমায়

তুমিই তোমার তুলনা

আছি ভবের কারাগারে

ছয় প্রহরী তাড়ন করে

মায়ার শিকল গলায় পরে

( আমি ) পাই কত যাতনা—

দয়াময় দয়া কর নাইক

আমার সাধনা—

তোমার রাজ্য চরণ বিনে

আরত কিছু জানিনা

( আর ) তোমার মায়ায় ভুলিয়ে আমায়

চরণে ঠেলনা-ঠেলনা

প্রভু করনা বঞ্চনা

## ତୁଁ ହ ଭରସା

### ମିଛାରେ

ମରକୋ ତୁଁ ହ ଭରସା  
 ହାମାରା ଦିଲମେ—ତୁଁ ଡକେ ମୋ  
 ମୟଳା ନେହି ହାୟ ଥୋଳସା  
 ତୁଁ ହାରି-ଚରଣ-ହାମାରି-ଶରଣ  
 ଯେରି ସବକୋ ତୁଁ ହ-ଆଶା—

### ଜଗନ୍-ନାଥ

ତୁଁ ହ—ହାମାରା —  
 ତୁଁ ହ ବନୟାରୀ—  
 ତୁଁ ହ ହୋଁ ମୁରାରି  
 ତୁଁ ହ-ରାଧାଲିୟା—  
 ତୁଁ ହ—ବ୍ରଜରା —  
 ତୁଁ ହ—ନାରାୟଣ —  
 ତୁଁ ହ—ସଦ୍‌ନିଧି —  
 ହାମାରି—ଶରଣ—  
 ଚରଣ-ତୁଁ ହାରା—

সকলি হরিনাম—হরিনাম লয়ে

হরি হে—

সকলি হরিনাম লইয়ে মোর

হরি নামটি লয়েছ—

বন্ধন নয়নে চোকেরি টানে

পরান কাঁদাতে শিখেছ

পাগল করা যধুর হাঁসি

কাসীর রাশে বেঁধেছ

ভূষন ভুলান মোহন মুরতি

হিয়ায় হিয়ায় এঁকেছ—

(ভক্ত) সাধন-ধন-কমল-চরণ

হৃদয় মাঝে রেখেছ—

(আমার) সারাটি তনুতে জলন্ত আঁকরে

হরি হরি নাম লিখেছ

## হরি বলে ভবপারে চল

হরি বল, হরি বোলে—

ভবপারে চল—

হরি-চরণ কর তরী—

হরি হবেন সঙ্গী

ভক্তির পাল তোল তাতে,

শ্রমের হালটা ধর

বিশ্বাস বাস্তবে ছুটবে তরী—

নাম কর সখল

আশীলক্ষ ডেউ কেটে যাবে

পাবে মোক্ষফল

মায়া'র তুফান যতই উঠুক

হও নির্ভর—

হরি হরি হরি তানে—

উজান—বেয়ে চল



## নবীন-মানুষ

এসেছে নবীন মানুষ

তোরা দেখবি যদি আর  
নিষ্ঠুর ঐ পরম পুরুষ

স্বতঃ রজঃ তম ময়—

তার মায়া ঢাকা সকল অঙ্গে

জ্যোতি খেলে নানারঙ্গে  
লাল নীল সবুজ সাদা

কত রংয়ের বিকাশ হয়

চোকে বেঁধে মায়ার ঠুলি

কেন আছ আপন ভুলি  
ভাল করে দেখবে চেয়ে  
গোলকের টাঁদ নেমেছে ধরায়

(ও) সে মনের কথা জানতে পারে

লুকান কিছু বায়না তারে  
(ওগো) মায়ার সাথে সদাই যাতে  
তারে চেনা

তারে দেখার মত দেখলে পরে

কাম যায় দূরে সরে—

আমার ঐ চরণে রতি থাকে

শুধু কাম যে পালায়—

ও) সে মুখে বলে বাহে গুরু—

স্বয়ং ভক্ত কল্লভরূ

আমি চরণ পেয়েও চিন্তে নারি—

তাই কেঁদে মরি হার

তোরা দেখবি যদি আয়

## আরাধনা

নয়ন জলে মালাটি গাঁথিয়ে  
 সাজাইব হরি তোমায়  
 সোনার কমল নাই যে আমার  
 মন-কমল দিব রাজ্য পায়  
 প্রেম-ভক্তি ছুটি ফুলে  
 পূজিব চরণ কুড়ুলে—  
 অমুরাগের চন্দন লইয়ে—  
 মাখাইব সকল গায়  
 হৃদয় মন্দিরে পাতিয়া আসন —  
 বসাইব সাদরে করিয়ে বসন  
 পুলক চামর আবেগে ঢুলায়ে  
 পরাণ ভরে হেরব তোমায়  
 মুখে বলিব হরি হরি  
 পড়বে ঝরে প্রেমবারি  
 আমার - আমি তোমার হবে  
 জুড়াইব মায়াবি জ্বালায়

## ক্ষ্যাপান হরি বলনা

ওরে আমার পাগল মন—

একবার হরি বলনা

পরাণ ভরে হরিনাম বলনা

একবার হরি বলনা

আশীলক্ষ জনম ঘুরে

সাধের মানব জনম পেয়েছরে

এমন সোনার জনম—ওরে ও মন

( তুমি ) যাটীর দরে বেচোনা

হরি নামে আছে কত মাধুরি

পান কররে পরাণ ভরি

হরি নাম স্খা পান করিলে

ভবের ক্ষুধা রবে না

তোরে ক্ষ্যাপা বলবে বলুক লোকে

তাতে তুমি ভয় করনা

শুধু নামের গুণে তরে যাবে

যুচে যাবে আনাগোনা

## মা—আমায় পাগল কর

পাগল করে দেমা আমায়

আমার পাগল হতে বড় সাধ হয়েছে  
কে জানে মা পাগলের তত্ত্ব

পাগল জানে শুধু ঐ পাগলা তত্ত্ব  
হরি নামে পাগল উদাসী

আমি পাগল বড় ভালবাসি  
পাগল হলেই—পাগল পাব

ত্রিতাপ জালা মা—জুড়িয়ে যাব  
ও সে নিজের ভাবে নিজেই পাগল

স্বত্ত্ব: রজ তম ময়  
মা—পাগল না হলে পাগলত কেউ পায় না

ভবের আনাগোনা তার ঘুচেনা ঘুচেনা  
পাগল পেতে হলে যেতে হবে সকল ভুলে—

সচ্চিদানন্দময় পাগল পেলে  
মাগো দুঃখ আর রবেনা রবেনা

তাই বলি ও ইচ্ছাময়ী—

এবার পাগল মোরে করনা

তোমার অন্ত পাওয়া ভার

ঠাকুর

তোমার অন্ত পাওয়া ভার্

তুমি কারেও হাঁসাও—কারে কাঁদাও

কারেও ভাসাও আর

তোমার অন্ত পাওয়া ভার্

গুণের তুমি গুণমণি—

আমি বলব কিবা আর

তোমার অন্ত পাওয়া ভার্

রূপের তোমার নাই উপমা

তুমি সকল রূপের সার

তোমার অন্ত পাওয়া ভার্

আবার প্রেমের দায়ে গোপী-চরণ

ধরলে বারে-বার

তোমার অন্ত পাওয়া ভার্

তাই হরি হয়ে বলচ হরি—

একি লীলা—বুঝতে নারি আর

তোমার অন্ত পাওয়া ভার্

## অভাগা কপাল

ঐশ্বরে

পিরিতি তুঁহারি কিসে আর—

আমি রাখি বল্

তোর পিরিতি লাগিয়ে—হয়েছে আমার

আখি ধারার সম্বল্

পাইব বলিয়ে পরমা বিরতি—

তাইতে করিলাম পিরিতি আর

একুল ওকুল হুকুল হারালাম

ওধুই লভিলাম গঙ্গনা সার্

না হল সাধের সংসার সাধন

পাগল পরাণ চিত্ত-বিকার

তোর পিরিতি তোরে জনম কাঁদিবু—

অভাগা কাঙ্গাল কপাল আমার

## হরি নাম কর সাধনা

তোমরা হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল বলনা  
 হরি নামে জ্বালা যাবে—যাবে সকল বেদনা  
 প্রাণের আগুণ নিভে যাবে—মিটে যাবে কামনা  
 হরি নামে সবই পাবে—যুচে যাবে আনাগোনা  
 নাম ব্রহ্ম নাম সত্য নামই কর সাধনা  
 একবার হরিবোল বলনা

হরি বলে হরি বলে হরি বলে  
 হৃদয় বীণে বাজ্বে বাজ্বে বাজ  
 হরি নামে হরি নামে হরি নামে  
 উজ্জান বয়ে যাগ্বে—যাগ্বে যাগ্বে  
 হরি রূপে হরি রূপে হরি রূপে  
 নয়নভরে থাক্বে—থাক্বে—থাক্বে  
 হরি গানে—হরি তানে—হরি ধ্যানে—  
 যুচে যাবে রাশি—রাশি পাপ



## হরি পিয়ারে

ভরসা ম্যায় হরি পিয়ারে

হরি ম্যায় সাধনা

পিয়ারে পিয়ারী হরি

ম্যায় দিল্‌মে আস্তানা

হরি যিশ্‌কো শিরমে তাজ্

হরি যিশ্‌কো দেহেমে সাজ্

হরি যিশ্‌কো পিয়ারে রহেছে

কোন কাম্‌সে আউর ভজনা

কিতাব কি কোন্ কাম হ্যায়

কোন কাম্‌সে বাত বলেনা

কোন কাম্‌সে সম্পদ দারী

হরি যিশ্‌কো ভূষণা

ম্যায় বিচ্‌মে হরি দেখনে ভারী

করতে হৌ খবরদারী

( আউর ) হরি নামসে সরম নেহিনি

মুরাতি দুহু নয়ন্

## তোমারি লাগিয়ে হয়েছি কাঙ্গাল

তোমারি লাগিয়ে ভুলেছি সকল—

বরিয়া নিয়াছি যতেক হুখ্

তোমারি লাগিয়ে এত আখিজল—

তোমারি লাগিয়ে বেঁধেছি বুক্

তোমারি নাম হরি হর শ্যান—

সে নামে মোর বাসনা বিরূপ

তোমারি চরণ হৃদে অক্ষুণ্ণ—

হিয়ার মাঝে ভূমি হে ভূপ্

তোমারি চরণে আমারে সঁপেছি

করণা দানে হওনা বিমুখ্

তোমারি লাগিয়ে হয়েছি কাঙ্গাল—

বারেক তুলিয়ে চাহগো মুখ্

## দয়াল আর বলব না

অন্নি

নিঠুর হরি বলব তোমায়

দয়াল ত আর বলব না

কেঁদে কেঁদে মরি আমি

তোমার প্রাণে কি বাজে না

দিনে দিনে দিন যে গেল

দীন বন্ধু দেখা দিলে না

কাজাল বলে এতই হেলা

কাজালের ঠাকুর হলে না

হিয়ার আগুণ জলে যত

অঁাখি বুয়ে অবিরত

প্রাণ সখা দাও হে দেখা

আর আমারে কাঁদাও না

## এস আমার প্রাণের হরি

এস আমার প্রাণের হরি

রাজ্য পায় নুপুর পরি

রত্ন রত্ন রত্ন বাজবে নুপুর

উঠবে প্রেমের গহরী

হরি বোলে নাচব মোরা

করে দিয়ে করতালি

( মোরা ) হরি হরি হরি বলে

পূজবো তোমায় বনমালী

হরি নামে বইবে উজান্

হরি নামে ধরবো তান্

( যোদের ) হৃদয় কুসুম সবতনে

চরণে দিব অঞ্জলি

নেচে নেচে এস তুমি

নয়ন ভরে হেরবো আশি

মোহনরূপে প্রাণ জুড়াবে

পড়বে ঝরে আশ্বিনারি

আকাশ বাতাস ছেয়ে যাবে

হরি নাম গাইব সবে

সামার মাঝে অসীম হয়ে

বাজবে সুর হরি হরি

## বাঁশী কে বাজায় ?

## আমার

পরান্ কঁদায়ে বাঁশী কে বাজায় ?

বাঁশীর সুরে উদাস করে

সকল করম ভুলায়ে দেয়

বাঁশীত বাজেনা বনে

বাঁশী বাজে প্রাণে প্রাণে

প্রাণের ভাষা প্রাণই বুঝে

( তাই ) প্রাণে প্রাণে কথা হয়

প্রাণের আগুন জলে বড়

বাঁশী বাজে অবিরত

তার নীরব-ভাষায় গোপন ব্যাখ্যা

ঐ বাঁশীর সুরেই প্রকাশ পায়

কি সুরে বাজে কি সুরে বাজে

হরি হে-তোমার মোহন বাঁশী

সে সুর গিয়া যে পাগল প্রাণে

করেছে মোরে উদাসী

সে সুরের লাগিয়ে সকল ভুলিয়ে

আখি ঝরে দিবানিশি

## তোমায় কে জানে—?

হরি

কেমন তুমি—তোমায় কে জানে ?

জানে শুধু সে তোমারে—

যারে টান প্রাণে-প্রাণে

( তুমি ) টানার মত টান যারে --

ঘরে সে রইতে নারে

সকল ভুলে আসে ছুটে

ভুলে যায় কুল-মানে

তোমার টান এম্মি ধারা—

বিভোল করে পাগল পারা

সে যে আছে কি নাই আর—

তাও ভুলে মনে জানে—

তোমায় হরি জেনেছে যে

সারা জনম কেঁদেছে সে—

কান্নাব্রত সার করে তাই—

উদাস হয় জীবনে—

তোমায় ভক্ত পায় বঁধুরূপে

( আর ) যোগী পায় হৃদয়-কোলে

তুঁহ ভরসা ভারী

পিয়ারে

তুঁহ মেরি ভরসা ভারী

খবরা লেতে হোঁ

হর ঘড়ি ঘড়ি ঘড়ি

তুঁহারি স্মৃতিয়া—হামারা দিল্‌মে

চমকে চমক্-দারী

তুঁহারি—পিয়ারে

নিদ্‌ না আওরে

( মেরি ) বুঁরাতি নয়না বারি

## দেখাত দিলেনা

হরি কোথা আছ তুমি জানিনা—  
 কেঁদে-কেঁদে মরি আমি, তোমার প্রাণে কি বাঞ্ছনা  
 অনাথ কাকাল আমি  
 দয়ার আধার তুমি  
 কেন তবে পাষণ এত  
 দেখা দিয়ে বলনা  
 করজোড়ি করি নতি  
 ( আমায় ) দেখা দাও বিশ্বপতি  
 প্রাণের জ্বালা ঘুচাও মোর—  
 ( হরি ) নামে কলঙ্ক দ্বিগু না

## হরি

দেখাত দিলেনা সদয় হলে না গেলনা প্রাণের বেদনা  
 কে তোমায় দয়াল বলে বুঝিতে পারি না  
 তোমারি বিরহের আগুণ কে নিভাবে বলনা  
 কাতর-প্রাণে ডাকি তোমায় একবার দেখা দাও  
 সখা করনা ছলনা ।



## কানাইয়া বন-শী

যমুনা কিনারে বনশী বাজাত্ কানাইয়া

মৃহলি, মৃহলি, বহাতি বাওয়া

আও মেরি রাধা পিয়ারিয়া

আওত ললিতা আওত বৃন্দা

আওত বিশাখা আওত চন্দ্রা

আও- মেরি - সবকো পিয়ারী

বোলাহি তোরি বঁধুয়া

বাজাওত করতাল নাচাওত ব্রজলাল

ওহি গীতোয়ামে জগত বিভোলা

দোলত দোলত দিলমে দোলত

মেরি রাজ ছলালি নন্দ কিশোরী

## বন্শী ছোড়্ দেও

গোড়ে তোরি লাগি কানাইয়া

ছোড়্‌দে বন্শী ছোড়্‌দে বন্শী

ক্যায়সে রহেঙ্গে মেরি সরমিয়া—

তুঁ হ বন্শী ফুকারে ফুকারে

বোলাহি মেরে—

ননদিয়া ডরকে মারে

নেহি আঁতে হ

(মেরি) দিলমে নিক্‌ না আওয়ে

আখিয়ামে বহাতি লহয়া

## হরিনাম সম্বল

হরি বোল—হরি বোল—হরি বোল— বোল  
 হরিনাম বিনে আমার কিছু নাই সম্বল  
 স্ত্রধামাখা হরিনাম বলরে জীব অবিরাম  
 বিষয়ে মজনা নাম ভুলনা  
 সাধিয়ে পরনা মায়ারি শিকল—  
 ছরন্ত ঐ কৃতান্ত নিকটে নিতান্ত  
 ভুলেছ তাহারে—আছ যারার ঘোরে  
 অমৃত বলিয়ে পান করিছ গরল ।  
 (ওরে) স্বরূপহারা জীব শুধু হরিবোল

হরি বোল বোল হরি বোল হরি নামটী বড় ভালবাসি  
 হরি নামে আমার হৃদয় বীনে বাজছে দেখ দিবানিশি  
 হরিনামে পাগল ভোলা সকল ত্যজে সন্ন্যাসী  
 হরিনামে নারদ মুনি হরে আছেন উদাসী ॥  
 হরিনামের স্ত্রধা পিয়ে মাতাল দেখ বিশ্ববাসী  
 হরি বোলে কাঁদলে পরে ঘুচে আমার ভ্রমোরাশি

হরি হরি—দুখহারী

হরি যোগেশ্বর, জ্যোতীর্নয়,

যোগীজন-হৃদয় বিহারী ।

সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম-সনাতন,

সত্য-স্বরূপ পাপ-নিবারী ।

শান্তি আলয় মহিমা ধার,

পতিত পাবন ভবভয়-হারী ।

কামদহন কলুষ নাশন,

কলঙ্ক—ভঞ্জন—মদন মুরারী ।

বিশ্বরূপ বিশ্ববন্দন দেব,

বিশ্বব্যাপী ওঁকার সর্বাধারী ।

দীনবদ্ধ করুণাময়,

অনাথ নাথ রাবনারি ।

ভক্ত প্রাণ রমন চিতরঞ্জন,

সর্বদায়ক—অন্তরচারী ।

## প্রভাতী

নিশি পোহাইল উষা আসিল,  
 মন পাখী ডাকরে,  
 পঞ্চম সুরে বাহেগুরু—বোলরে ।  
 আর কত দিন মায়া নীড়ে,  
 ভবভালে-ঘুমাইবে রে ।  
 ও তোর ঘুম না ভাঙ্গিতে,  
 আঁখি না মিলিতে,  
 আধুবুদ্ধ করে ছেদন রে,  
 শমন কাঠুরে ।  
 মোহেরি ঘুম ছাড়িয়ে ভাই,  
 জাগিয়ে হরিনাম গাওরে ।

## প্রভাতী

বাহেগুরু বাহেগুরু বাহেগুরু বোলে

জাগরে জাগরে জাগরে,

সুধামাখা হরি—হরি হরি হরি বোলে।

তোমার পাপনিশা পোহায়েছে,

নাম রবি উদ্দিয়াছে।

দেখনা—দেখনা আঁখি দুটী মেলে।

জাগরে জাগরে জাগরে,

আর কত স্তখে নিদ্রা যাও হে,

মায়া বিছানা কোলে।

মোহের ঘুম কি আর,

ভাঙ্গবে না হে,

দেখ শমন দাঁড়ায়ে শিয়রে,

জাগরে জাগরে জাগরে,

বাহেগুরু বাহেগুরু বাহেগুরু বোলে।

কানাইয়া দিল্ কোই না পাওয়ে ।

ঝটাতি কিশোরী তুঁ আওয়া,  
 অপরী বঁধুয়া গলে মে,  
 তুঁ হারি বিনোদিয়া কালা  
 তুঁ হারি ভাল মে নেহি পিয়ারে,  
 আশরা নেহি—নেহি কুছ ভাল।  
 চুপ রহ নেহি রোত্তালী পিয়ারী,  
 কানাইয়া ঐ সাঁহ ধরম বালে,  
 ( আউর ) ঐ সাঁহ করম আলা।  
 তুঁ হারি কানাইয়া দিল,  
 কোই নেহি পাওয়ে।  
 তুঁহ ক্যায়সে জানেঙ্গি বালা,  
 রাতিয়া দিনামে তুঁ হারি,  
 আখিয়া বহাতি,  
 হামারি এহি বড়ি আলা।

## তোমায় কোনরূপে হেরিব।

আমায় বল, বল,

আমি কোনরূপে হেরব তোমায় হরি  
 সকলে তোমায় হেরি ষেরূপে নেহারি,  
 গোলকেতে তুমি বিষ্ণু গোলক বিহারী,  
 হরিরূপে হর তুমি বাহেগুরু মানব সাকারী।  
 ব্রহ্মারূপে তুমি হও নিখিল সৃজনকারী,  
 রুদ্ররূপে তুমিই আবার ত্রিলোক সংহারী।  
 বিষ্ণুরূপে তুমি দেব মুকুন্দ-মুরারি,  
 রামরূপে তুমি আবার ধনুর্ধার ধারী।  
 পতিত পাবন তুমি পাষণ উদ্ধারী  
 ভক্ত সীতায় উদ্ধারী হলে রাবণ সংহারী।  
 কৃষ্ণরূপে তুমি বাকা মোহন বংশীধারী,  
 গোকুলের গোপী কাঁদাও বাজিয়ে বাঁশরী।  
 অনাথ নাথ তুমি দীনবন্ধু শ্রীহরি,  
 আবার শ্যামারূপে তম নাশ হয়ে দিগম্বরী।  
 তুমি পুরুষ, কি প্রকৃতি, স্বরূপ হও হে,  
 এ লীলা আমি বুঝিতে যে না পারি।  
 তুমিই জ্ঞান স্বরূপ রূপ তোমারি,  
 কিরূপ সেরূপ, ওহে বিশ্বরূপ ধারী।  
 ভূধরে, প্রস্থরে, অনলে, অনিলে,  
 ওঁকার রূপেতে তুমি আছ হে ওঁকারী।  
 (এবার) বঁধুরূপে আমায় হৃদয়ে বস শ্রীপতি,  
 ভক্ত হৃদয় রাসমঞ্চ বিহারী।



## তোমায় ভুলিব না।

আমি তোমার রাজ্যচরণ ছুটি,  
 ছাড়ব না।  
 বলে বলবে লোকে মন্দ কারু কথা,  
 শুনব না।  
 কত লোকে কত বলে কত ছলে,  
 ও.কৌশলে,  
 কত দেয়গো প্রাণে দাগা মরমে মরেও,  
 কাঁদব না।  
 ছঃখের বোঝা আসবে যত হাঁসি মুখে,  
 বহিব তত।  
 বুক ফাটিলে পরাণ গেলেও তবু তোমায়,  
 ভুলব না।

## মালা গাঁথা

হরি হে,

আমার সাধের মালাটি গেঁথেছি,  
তোমার রাজ্যচরণ বাঁধব বলে,  
মালাটি আমার গেঁথেছি।

ভক্তি, শ্রীতি, প্রেম দিয়ে,  
মন-মালা গেঁথেছি,  
তোমার রাতুল চরণ বাঁধব বলে,  
মালাটি আমার গেঁথেছি।

চোকের জলে জনম ভোর,  
মরম-মালা গেঁথেছি,  
তোমার যুগল চরণ বাঁধব বলে,  
মালাটি আমার গেঁথেছি।

হৃদয় সূত্র দিয়ে সখা,  
নায়েমের মালা গেঁথেছি,  
তোমার চরণ কমল বাঁধব বলে,  
মালাটি আমার গেঁথেছি।

আমার অহং মালা ঐ চরণ তলে,  
আমার আমি তরে গেছি।



## মানব শ্রীহরি ।

কলিযুগেতে জীব তারিতে,

আসিল ঐ শ্রীহরি ।

গোলক ত্যাজিয়ে আপনা বিলায়ে,

এসেছে গোলক বিহারী ।

নায়ার মানব সাজিয়ে হরবে,

মানবের বেশ মানব সকাশে,

মানব আকৃতি মানব প্রকৃতি,

শ্রীতনুতে নায়ার আবারি,

মানব রীতি মানব নীতি,

মানব লীলা মানব গীতি,

মানবের দেশে মানব পরশে,

স্বরূপ লুকায়ে মানব শ্রীহরি ।

তাই ধরা দেয় দেয় দেয়,

( কারেও ) গুণো ধরা নাহি দেয়

ধরিয়া রাখিতে পারে সে তাঁরে,

যেবা বলে হরি হর হরি ।

ওঁ শ্রীবাহেগুরু নামা ধরি,

হরি হয়ে বলে হরি,

কারে পড়ে প্রেমবারি,

আমরি গরিরে মরি ।

জীবের দুঃখেতে হইয়ে কাতর,

এসেছেন তাই দেব বিশ্বস্তর ।

চরণ ছেড়না মায়ায় মজনা,

হেলায় হারাওনা **ওঁ শ্রীহরিনাম**  
রূপধারী ।

## নিষ্কাম সাধনা ।

ভালবাসিবে মোরে তাইত ভালবাসিনা,  
আমার হৃদয়ে শুধু তোমাময় ভাবনা ।  
তোমারেই ভালবেসে ঘুচে যায় যাতনা,  
তোমারেই ভালবেসে মিটে যায় কামনা ।  
প্রেমের অমিয়া নীরে শান্তির লহরী তালে,  
সুধা নিৰ্ঝরিণীর বসু বরে বরণা ।  
নাম-অমৃত পানে—মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তিবলে,  
তোমারি মূর্তিরূপী সৎ চিদানন্দ ধারণা ।  
নন্দন সুবশা তায়—গুপ্ত সুরভি বায়,  
কামের পঙ্কিলরাশি—পরশ যে করেনা ।  
সত্যের পবিত্রধারে সাধনের শিয়রে,  
দেবতা হুল্লভ “ধন” ভালবাসা স্থাপনা ।  
কত পুণ্য দীপ্তিতে কত জ্যোতির রাশিজে,  
কতই গৌরব বলকে—উজলিয়া জলে ।  
অলস্ত আঁকে লেখা ত্যাগ শ্রেষ্ঠ সংযমনা,  
তোমারে ভালবাসা মোর নিষ্কাম সাধনা ।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত ।

৩ শান্তিঃ

---





